রংদার
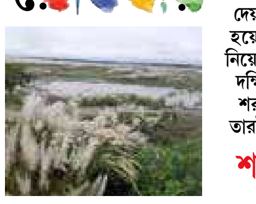
শরৎ এলেই বাঙালির সবচেয়ে আনন্দ। আকাশ এবং মেঘ বলে দেয়, শরৎ এসেছে অতিথি হয়ে। এবারের প্রচ্ছদে শরৎ নিয়ে তিনটি লেখা। উত্তরবঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ এবং কলকাতার শরতের ছবি ঠিক কেমন, তারই খোঁজ তিনটি লেখায়।

শরত-আলোর কমলবনে

▸▸ নয় থেকে বারোর পাতায়

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ১২ আশ্বিন ১৪৩১ রবিবার ৬.০০ টাকা 29 September 2024 Sunday 20 Pages Rs. 6.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 133

পুড়ল ২৩ দোকান

ডান্ডা ট্যাক্স। প্রত্যেকটি ট্রাক থেকে আদায় করা হয় গড়ে ৬ হাজার টাকা। মাসে কমপক্ষে ২ কোটি টাকা ভাগবাঁটোয়ারা হচ্ছে সিন্ডিকেটে। চক্রের মাথা এক বিডিও। এমভিআইয়ের এই দুষ্টচক্রে ঢিল পড়ল উত্তরবঙ্গ সংবাদের খবরের জেরে। আজ শেষ কিস্তি।

টার্গেট সেই বিতর্কিত বিডিও

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ২৮ সেপ্টেম্বর : আরজি কর কাণ্ডের পর্দা যতই সরছে ততই সামনে আসছে সন্দীপ ঘোষের দুর্নীতির নানা চাঞ্চল্যকর তথ্য। এক সন্দীপেই কার্যত ল্যাজেগোবরে দশা হয়েছে রাজ্য সরকারের। স্বাস্থ্য দুর্নীতির মতোই পর্দার আড়াল থেকে লাটাই হাতে এমভিআইয়ের তোলাবাজির সিন্ডিকেট চালানো প্রভাবশালী বিডিও'র কার্যকলাপে উত্তরবঙ্গে মুখ পুড়ছে শাসকদল তৃণমূলের। শুধু এমভিআই নয়, অভিযোগ আরও নানা দুর্নীতির মধ্যমণি হয়ে উঠেছেন বিতর্কিত সেই বিডিও। আরজি কর কাণ্ডের পর প্রশাসনিক মহলে 'উত্তরের সন্দীপ' নামে নতুন পরিচিতি পেয়েছেন তিনি। নাম না করে এমভিআই দুর্নীতির মাথা খুঁজে বের করে তাঁর শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছেন উত্তরের তৃণমূল নেতারাও। গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা থেকে কানাইয়ালাল আগরওয়াল একসুরে তোলাবাজ সিন্ডিকেট নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের তদন্তের দাবি তুলেছেন।

তৃণমূল নেতাদের বক্তব্য, প্রশাসনিক দুর্নীতির দায়ভার বহন করতে হচ্ছে তাঁদের। সেই দুর্নীতির ফলে বদনাম হচ্ছে সরকারের। হাতেগরম ইস্যু পাচ্ছেন বিরোধীরাও। তাই দল ও সরকারের ভাবমূর্তি রক্ষায় মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন তাঁরা। এমভিআই সিন্ডিকেটের কারবারের অন্যতম ঘাঁটির তালিকায় রয়েছে ইসলামপুরের নাম। রাখঢাক না রেখে তোলাবাজির বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন উত্তর দিনাজপুর জেলা তৃণমূল সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল। তাঁর কথা, 'শুধু বদলিতে থামলে হবে না। তোলাবাজ সিন্ডিকেটের মাথা খুঁজে বের করতে হবে। দ্রুত বিশেষ দল গঠন করে উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত হোক। মূল কারবারিদের চিহ্নিত করে কঠোর পদক্ষেপ করা হোক। সেটা না হলে ওদের নোংরামির ফল আরও বেশি করে আমাদের দল ও সরকারকে ভুগতে হবে। ওদের দুর্নীতির জন্য সরকারের বদনাম হচ্ছে।'

শুধু জাতীয় বা রাজ্য সড়কেই তোলাবাজি নয়, জেলায় জেলায় বিভিন্ন রুটে এমভিআই সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে বালি, পাথরের ট্রাক থেকে মাসিক হিসাবেও তোলাবাজির অভিযোগ উঠেছে। এর বাইরে পণ্যবাহী ট্রাক আটকে নিয়ম ভেঙে সেগুলিকে জোর করে ওয়েব্রিজে নিয়ে গিয়ে ওজন করানোর নামেও ঘুরপথে টাকা তুলছে সিন্ডিকেট। জাতীয় সড়কের ধারে থাকা বিভিন্ন ওয়েব্রিজের সঙ্গে আগে থেকেই লেনদেনের চুক্তি করে রাখছে সিন্ডিকেটের কারবারিরা। তারপর সেই ওয়েব্রিজের সামনে বসানো হচ্ছে নাকা চেকিং। ট্রাকচালকদের কাছে সরকার অনুমোদিত ওয়েব্রিজের

এরপর ষোলোর পাতায়

আগুন নেভানোর আপ্রাণ চেষ্টায় দমকলকর্মীরা। শনিবার সকালে বিধান মার্কেটে। ছবি : শান্তনু ভট্টাচার্য

ক্ষতি কয়েক কোটি, দাবি ব্যবসায়ীদের

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৮ সেপ্টেম্বর : পুজোর মুখে অপূরণীয় ক্ষতি।

শনিবার সকালে শিলিগুড়ির বিধান মার্কেটে আগুন লেগে পুড়ে গেল ২৩টি দোকান। এরমধ্যে ১০টি দোকান পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, বাকি ১৩টি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত। ক্ষতির অঙ্ক ১৫ কোটিরও বেশি বলে দাবি করছেন বিধান মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক বাপি সাহা। দমকলের প্রাথমিক অনুমান, শর্টসার্কিট থেকেই আগুন লেগেছিল। তবে, রিপোর্ট এলে বাকিটা স্পষ্ট হবে বলে মন্তব্য আধিকারিকদের।

এদিন সকাল সাড়ে ন'টা নাগাদ বিধান মার্কেটে ঢোকার মুখে একটি দশকর্মা ভাণ্ডারে প্রথম ধোঁয়া দেখতে পান ব্যবসায়ীরা। মুহূর্তের মধ্যেই ধোঁয়া ও আগুন আশপাশের দোকানগুলিতে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। একে একে পুড়ে যায় ৫টি মনিহারি, তিনটি দশকর্মা, দুটি বৈদ্যুতিক সামগ্রী, একটি জুতো ও ১২টি কাপড়ের দোকান।

আগুন লাগার খবর ছড়িয়ে পড়তেই হুলুস্থুল পড়ে যায় মার্কেট চত্বরে। কোনওভাবে শাটার ভেঙে ভেতরের মালপত্র বের করার আপ্রাণ লড়াই শুরু করেন ব্যবসায়ীরা। অসহায় ব্যবসায়ীদের পাশে দাঁড়াতে ছুটে আসেন শহরের অগণিত মানুষ। এগিয়ে আসে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোও। দমকলের ছয়টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে এসে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। প্রায় সাড়ে চার ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। আগুন নেভাতে হাত লাগিয়েছিল বিএসএফ-ও। এছাড়াও এসেছিল কুইক রেসপন্স টিম।

আগুন নিয়ন্ত্রণে এলেও দমকলের ভূমিকা নিয়ে এদিন প্রশ্ন তুলেছেন ব্যবসায়ীরা। তাঁদের অভিযোগ, খবর দেওয়ার এক ঘণ্টারও বেশি সময় পর দমকলের দুটি ইঞ্জিন প্রথমে আসে। যদিও একটি ইঞ্জিন বিকল হয়ে পড়ে। দমকল ঠিকমতন কাজ করলে এতটা ক্ষয়ক্ষতি হত না বলেই মনে করছেন ব্যবসায়ীরা। ইঞ্জিনের বিকলের বিষয়টি স্বীকার করে নিয়েছেন ডিভিশনাল ফায়ার অফিসার দেওয়ান লেপচা। তিনি বলছেন, 'প্রথম যে দমকলের ইঞ্জিন এসেছিল, সেটি একবারে জল বের করতে পারেনি। আমাদের কর্মী হতভম্ব হয়ে পড়েছিলেন। তবে দ্রুত আরও ইঞ্জিন এনে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া হয়েছে।'

বিধান মার্কেট কার্যত জতুগৃহে পরিণত হয়েছে। নিয়ম ভেঙে দোতলা বানিয়ে অনেকেই অবৈধ গুদাম তৈরি করেছেন। এদিন মূলত গুদামেই আগুন লাগায় তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। ফলে আগুন নেভাতে গিয়ে হিমসিম খেতে হয় দমকলকর্মীদের। ফলস সিলিং ভেঙে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করতে অনেকটা সময় লেগে যায়। ব্যবসায়ীরা দমকলের ইঞ্জিন দেরিতে আসার অভিযোগ তুললেও অন্য ছবি দেখা গিয়েছে এদিন। প্রায় প্রতিটি দোকানের সামনের অংশ অবৈধভাবে ভাড়া দেওয়ায় দমকলের গাড়ি ঢুকতে সমস্যা হয়েছে। অন্যদিকে, বাজারে জলাধার না থাকায় আরও ভোগান্তি হয়েছে দমকলকর্মীদের।

আগুন দেখে অসুস্থ মহিলাকে সরানো হচ্ছে।

ব্যবসায়ী সমিতির সদস্য অসিত দে'র ক্ষোভ, 'ভোটের আগে জল সংরক্ষণে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হলেও বাস্তবে সেব্যাপারে কোনও উদ্যোগ চোখে পড়েনি।'

পুজোর মুখে সর্বস্ব পুড়ে যেতে দেখে এদিন কান্নায় ভেঙে পড়তে দেখা গিয়েছে ব্যবসায়ীদের। তাঁদের পরিবারের একজন অসুস্থও হয়ে পড়েন। তাঁদের যুক্তি, ব্যক্তিগত মালিকানা না থাকায় দোকানের বিমা করানো যায়নি। তাই এত টাকা ক্ষতি হলেও তা পূরণ করা সম্ভব নয়। এই ইস্যুতে সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক বাপি সাহাও।

আগুন লাগার খবর পেয়ে বিধান মার্কেটে হাজির হন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব, বিধায়ক শংকর ঘোষ, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন সহ অনেকেই। বিধায়কের কাছে দমকলের বিরুদ্ধে ক্ষোভপ্রকাশ করতে থাকেন ব্যবসায়ীরা। কিছুক্ষণ পর দমকলের আরও ইঞ্জিনের পাশাপাশি বিএসএফের কদমতলা ফ্রন্টিয়ার থেকেও দমকল আসে। শংকর বলছেন, 'আমি বিএসএফের আইজি'র সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। কারণ আগুন নিয়ন্ত্রণে দমকলের পরিকাঠামো ও দক্ষতা, দুই ক্ষেত্রেই তখন সমস্যা হচ্ছিল। বিএসএফ আসায় ধন্যবাদ।'

এদিন ব্যবসায়ীরা কাঞ্চনজঙ্ঘা মেলা প্রাঙ্গণে দমকলের ইঞ্জিন প্রস্তুত রাখার দাবি জানাতে থাকেন। সেই প্রসঙ্গে মেয়র বলছেন, 'বিষয়টি আমরা দেখছি।'

এত বড় মার্কেট, তবু নেই জলাধার

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৮ সেপ্টেম্বর : পাঁচ বছরে তিন-তিনবার ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড শিলিগুড়ির বিধান মার্কেটে। কিন্তু অতীতের ঘটনা থেকে যে এতটুকুও শিক্ষা নেননি ব্যবসায়ীরা, তা স্পষ্ট হল শনিবার। যে ২৩টি দোকান এদিন সম্পূর্ণ ও আংশিকভাবে পুড়েছে, তার অধিকাংশতেই কোনও অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা ছিল না। অগ্নিনির্বাপণের কথা মাথায় রেখে মার্কেটে জলাধার তৈরির দাবি দীর্ঘদিনের। সেই দাবি পূরণে ব্যর্থ হয়েছে পুরনিগম, এসজেডিএ'র মতো সরকারি সংস্থা। আর তারই খেসারত দিতে হল ব্যবসায়ীদের একাংশকে।

এত বড় বাজার। অথচ আশপাশে বড় কোনও জলাধার নেই। দূরে ক্ষুদিরামপল্লিতে বহু পুরোনো কুয়ো আছে বটে, কিন্তু সেখান থেকেও জল পাওয়া দুষ্কর। এতবার অগ্নিকাণ্ড ঘটলেও কেন একটি জলাধার তৈরি করা গেল না, স্বাভাবিকভাবেই সেই প্রশ্ন তুলেছেন ব্যবসায়ীরা। উলটো দিকে ব্যবসায়ীরা কেন অগ্নিনির্বাপণের ব্যবস্থা রাখেননি সেই প্রশ্নও উঠেছে। বিধান মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি বাপি সাহা বলছেন, 'প্রত্যেক ব্যবসায়ী যাতে দোকানে অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র রাখেন সেই বিষয়টি বৈঠক করে জানিয়ে দেওয়া হবে।' জলাধার প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য, '২০১২ সাল থেকে মার্কেটে জলাধার তৈরির দাবি তুলেছিলাম। এসজেডিএর তরফে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল জলাধার তৈরি করে দেওয়া হবে। কিন্তু সেই আশ্বাস পূরণ হয়নি।'

এসজেডিএর প্রাক্তন চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তীর দাবি, 'আমি থাকাকালীন অনেক কাজ হয়েছে। তখন জলাধার তৈরির প্রক্রিয়াও এগিয়েছিল।'

এরপর ষোলোর পাতায়

আগুনের শিখা

- সকাল সাড়ে ন'টা নাগাদ একটি দশকর্মা ভাণ্ডারে ধোঁয়া নজরে আসে
- মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ে আশপাশের দোকানে
- মনিহারি, জামাকাপড়, বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের একাধিক দোকান পুড়ে যায়
- ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, দমকল সময়মতো কাজ শুরু করলে এত ক্ষতি হত না
- বাজারে কোনও দোকানের বিমা না থাকায় ক্ষতিপূরণ পাওয়া সম্ভব নয়

অভয়ার ডেপুটি মেয়র হওয়া নিয়ে চর্চা

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২৮ সেপ্টেম্বর : রঞ্জন সরকারকে সরিয়ে অভয়া বসুর ডেপুটি মেয়র হওয়া কি তাহলে সময়ের অপেক্ষামাত্র? মুখ্যমন্ত্রীর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সফরের প্রাক্কালে এই প্রশ্নেই এখন চর্চা তুঙ্গে পুরনিগমের রাজনীতিতে। কাউন্সিলারদের অনেকে ফোনাফোনিও শুরু করেছেন। সংযোজিত এলাকার এক কাউন্সিলার তো আবার মেয়র গৌতম দেবকে ফোন করে 'বিদ্রোহ' করার বার্তা দিয়েছেন। সূত্রের খবর, ওই কাউন্সিলার গৌতমকে বলেছেন, অভয়া ডেপুটি হলে তিনি মানবেন না। রঞ্জনকেই তাঁর চাই। আশ্রমপাড়া সংলগ্ন একটি ওয়ার্ডের কাউন্সিলার আবার সামনাসামনিই অভয়ার বিরোধিতা করেছেন। বাকি কাউন্সিলারদের অনেকে আবার জল মাপছেন।

রঞ্জন ও অভয়ার ঠান্ডা লড়াই আর এখন ঠান্ডা নেই। পরিস্থিতির আঁচ পৌঁছেছে কলকাতাতেও। রাজধানীতে গিয়ে নালিশ জানিয়ে শহরে ফিরেছেন অভয়া। সূত্রের খবর, পরিষদীয় দলের বৈঠকে তাঁকে রঞ্জন অপমান করেছেন বলে শীর্ষ এক নেতৃত্বকে জানিয়েছেন তিনি। এরই মাঝে মুখ্যমন্ত্রীর শিলিগুড়ি সফর জল্পনা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। অভয়া যাতে ডেপুটি না হতে পারেন, সেই ছকও কষতে শুরু করেছেন কাউন্সিলারদের একাংশ। দলের দুই কাউন্সিলারের এই বিবাদ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী যাতে কোনও বার্তা দেন, সেটাই চাইছেন অনেকে।

এরপর ষোলোর পাতায়

সীতারামনের বিরুদ্ধে এফআইআর

বেঙ্গালুরু, ২৮ সেপ্টেম্বর : বিপাকে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। নির্বাচনি বন্ডের নামে তোলাবাজির অভিযোগের একটি মামলায় বেঙ্গালুরুর একটি আদালত তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করার নির্দেশ দিয়েছে। ওই নির্দেশের পর শুক্রবার এফআইআরটি রুজু করেছে বেঙ্গালুরুর তিলকনগর থানার পুলিশ। প্রধান অভিযুক্ত সীতারামন হলেও এফআইআরে নাম আছে ইডি, বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের পাশাপাশি রাজ্য বিজেপির সভাপতি বিওয়াই বিজয়েন্দ্র, প্রাক্তন সাংসদ নলিনকুমার কাতিল প্রমুখের।

জনাধিকার সংঘর্ষ পরিষদ নামে

নির্বাচনি বন্ডে তোলাবাজির মামলা

একটি সংগঠনের সহ সভাপতি আদর্শ আইয়ারের ওই মামলায় তোলাবাজি, অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র ইত্যাদি অভিযোগে ভারতীয় ন্যায়সংহিতার বিভিন্ন ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। নির্বাচনি বন্ডকে বিশ্বের সবথেকে বড় তোলাবাজি চক্র বলে অনেক আগে নিন্দা করেছিলেন রাহুল গান্ধি। তখন সেই অভিযোগ মানেনি বিজেপি। কিন্তু গত ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনি বন্ডকেই অসাংবিধানিক বলে বাতিল করে দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট।

২০১৮ সালে প্রকল্পটি চালু করেছিল কেন্দ্রীয় সরকার। আদালতের নির্দেশের পর কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি তুলেছেন। তিনি বলেন, 'বিজেপি কি ওঁকে পদত্যাগ করতে বলবে? প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিরও উচিত পদত্যাগ করা।' মামলাকারীর অভিযোগ, নির্বাচনি বন্ডের মাধ্যমে ৮ হাজার কোটি টাকারও বেশি আদায় করা হয়েছে বিভিন্ন সংস্থার কাছ থেকে। চাপের মুখে অনেকে কোটি কোটি টাকার নির্বাচনি বন্ড কিনতে বাধ্য হয়েছেন। *এরপর ষোলোর পাতায়*

একনজরে

নিহত হিজবুল্লা প্রধান

মধ্যপ্রাচ্যে আরও একটি জঙ্গি সংগঠনের বিরুদ্ধে জোরদার সেনা অভিযান শুরু করেছে ইজরায়েল। হামলায় হিজবুল্লার শক্তঘাঁটি লেবাননে ৫০০-র বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। নিহতদের মধ্যে রয়েছেন হিজবুল্লার শীর্ষনেতা সৈয়দ হাসান নাসরুল্লা। শনিবার এমনটাই দাবি করেছেন ইজরায়েলি সেনার মুখপাত্র লেফটেন্যান্ট কর্নেল নাদাভ সোসানি। এক্স পোস্টে তিনি লিখেছেন, 'সৈয়দ হাসান নাসরুল্লা ইজরায়েলের বোমা হামলায় নিহত হয়েছেন।'

▸▸ *বিস্তারিত সতেরোর পাতায়*

বিনা নোটিশে নির্জলা রইল শহর

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৮ সেপ্টেম্বর : দু'দিন ধরে নির্জলা শহর। অথচ তা নিয়ে ভ্রূক্ষেপ নেই পুরনিগমের। শহরবাসীকে জানানোরও প্রয়োজন বোধ করেননি পুরকর্তারা। এমনই অভিযোগ উঠছে। পুরনিগমের জলের ওপর নির্ভরশীল বহু বাসিন্দা এদিন পুর বোর্ডের ভূমিকায় ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। তাঁদের অভিযোগ, হামেশাই জল নিয়ে ভোগান্তি হচ্ছে। অথচ এই সমস্যা কাটিয়ে ওঠার জন্য কোনও পদক্ষেপই করছে না পুরনিগম। দু'বেলা হাতে বালতি নিয়ে স্ট্যান্ডপোস্টের সামনে গিয়ে ভিড় করছেন, অথচ দীর্ঘ অপেক্ষার পরও জল না আসায় হতাশ হয়ে ফিরতে হচ্ছে।

পুরনিগমের পানীয় জল সরবরাহ বিভাগের মেয়র পারিষদ দুলাল দত্ত বলছেন, 'মহানন্দায় জলস্তর অনেকটাই বেড়ে যাওয়ায় ফুলবাড়িতে স্লুইস গেট খুলে দিতে হয়েছে। গেট খুলে দেওয়ায় জলস্তর অনেকটা নেমে যাওয়ায় আমাদের পানীয় জলের ইনটেক পয়েন্টে পর্যাপ্ত পরিমাণে জল থাকছে না। ফলে সমস্যা হচ্ছে। এই সমস্যা যে রবিবার থেকে কাটবে এমন নিশ্চয়তা নেই।'

তাঁর যুক্তি, ভারী বৃষ্টিপাত হলে আবার নদীর জল বাড়বে, হয়তো সেই জল ছেড়ে দিতে স্লুইস গেট খুলে দিতে হবে। তাহলে শহরের পানীয় জল পরিষেবা বিঘ্নিত হতে পারে। প্রত্যেক কাউন্সিলারকে মেসেজ করে বিষয়টি জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

১৯ নম্বর ওয়ার্ডের সুভাষপল্লির বাসিন্দা সুরজিৎ দাস বলছেন, 'দু'দিন ধরে জল আসছে না। অথচ পুরনিগম থেকে কিছু জানানো হয়নি। আমরা সকালে ভাবছি, বিকেলে জল আসবে। আবার বিকেলে ভাবছি, হয়তো সকালে জল আসবে। কিন্তু কেন জল আসছে না বুঝতে পারছি না। দোকান থেকে জল কিনে তৃষ্ণা মেটাচ্ছি। কিন্তু সংসারের অন্য প্রয়োজনের জল পাচ্ছি না। ভীষণ সমস্যা হচ্ছে।'

পুরনিগমের এই ভূমিকায় ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ। তিনি বলছেন, 'মেয়র, ডেপুটি মেয়র এবং মেয়র পারিষদদের বিরোধ মেটানো নিয়েই পুরনিগম ব্যস্ত। জনস্বার্থ দেখার সময় তাঁদের নেই। যার ফল ভুগছেন সাধারণ মানুষ।'

এরপর ষোলোর পাতায়

হাহাকার

- শুক্রবার শহরের একাধিক ওয়ার্ডে পানীয় জল আসেনি
- শনিবার সকালের পর বিকালেও নির্জলা থেকেছে প্রায় গোটা শহর
- মহানন্দার জলস্তর বেড়ে যাওয়ায় ব্যারেজের গেট খুলে দিতে হয়েছে
- পুরনিগমের যুক্তি, ইনটেক ওয়েলে পর্যাপ্ত জল না থাকায় সমস্যা হচ্ছে
- বৃষ্টি না কমলে আরও কয়েকদিন এমন সমস্যা হওয়ার ইঙ্গিত

ঢাকায় পড়ে মিতালি এক্সপ্রেস

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২৮ সেপ্টেম্বর : কারও পরিকল্পনা ছিল দার্জিলিংয়ে পা রাখার, কারও আবার আত্মীয়র বাড়িতে পৌঁছে ক'টা দিন কাটানোর। পুজো পর্যটনকে মাথায় রেখে বাড়তি কোচ চালানোর পরিকল্পনা ছিল উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের। কিন্তু বাংলাদেশের অস্থির পরিস্থিতিতে সমস্ত পরিকল্পনাই এখন বিশবাঁও জলে। অতিরিক্ত কোচ তো দূরের কথা, বরং অশান্ত বাংলাদেশে পড়ে থাকা মিতালির কামরাগুলিকে দেশে কী করে ফিরিয়ে আনা যায়, সেটাই এখন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে রেলের কাছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে যে দুই দেশের মধ্যে ট্রেন চালাচল অসম্ভব, তা অস্বীকার করছেন না রেলকর্তারা। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা বলছেন, 'এখন দুই দেশের মধ্যে ট্রেন চলাচল বন্ধ। নতুন করে কবে মিতালি এক্সপ্রেস চলাচল শুরু হবে, তা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নেবে।'

প্রায় আড়াই মাস হতে চলল চাকা গড়াচ্ছে না মিতালি এক্সপ্রেসের। নিউ জলপাইগুড়ি (এনজেপি) থেকে শেষবার ট্রেনটি ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট পৌঁছেছিল ১৭ জুলাই। কিন্তু ফিরে আসতে পারেনি কোটা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ওই সময় বাংলাদেশ অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠায়। বিশেষ বিমানে আরও কয়েকজন ভারতীয়র সঙ্গে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল রেলকর্মীদের। সেসময় কোচগুলি ফিরিয়ে আনতে না পারার জন্যই বাংলাদেশের মাটিতে পড়ে রয়েছে কামরাগুলি। রেলের একটি সূত্রে জানা গিয়েছে, শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কোচগুলি যাতে সুরক্ষিত থাকে বা কোচগুলির জন্য যাতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়, তার জন্য ভারতের তরফে গত মাসে চিঠি দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশের রেলপথ মন্ত্রণালয়কে। রেলের এক আধিকারিক বলছেন, 'কোচগুলি সুরক্ষিত রয়েছে বলে বাংলাদেশের তরফে আমাদের জানানো হয়েছে।'

মিতালি এক্সপ্রেসের কোচ বাংলাদেশে পড়ে থাকলেও মৈত্রী এবং বন্ধন এক্সপ্রেস ফিরে এসেছে ভারতের মাটিতে। ১৭ জুলাই বাংলাদেশে না যাওয়ার জন্যেই কলকাতা থেকে ছাড়া ওই দুটি ট্রেন দেশে থাকতে পেরেছে। মিতালির সঙ্গে মৈত্রী এবং বন্ধনও দুই দেশের মধ্যে চলাচল করছে না।

এরপর ষোলোর পাতায়

সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে যাচ্ছে মিতালি এক্সপ্রেস, যা আপাতত স্মৃতি।

এ সপ্তাহ কেমন যাবে

শ্রীদেবাচার্য্য, ৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : এ সপ্তাহে নতুন ব্যবসার পরিকল্পনা করতে হতে পারে। দূরের কোনও মানুষের জন্যে সারা সপ্তাহ মন খারাপ থাকবে। অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করায় সামান্য সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। পরিবারের সঙ্গে সপ্তাহের শেষদিকে ভ্রমণে আনন্দ। পথে চলতে খুব সতর্ক থাকতে হবে। রাজনীতি সম্পর্কে অহেতুক মন্তব্য করতে যাবেন না।

বৃষ : বাড়ির কোনও কাজের জন্যে বেশ দূরে যেতে হতে পারে। খেলোয়াড়রা নতুন কোনও সুযোগ পেতে পারেন। সামান্যে সন্তুষ্ট থাকুন। বিপন্ন কোনও পরিবারের পাশে দাঁড়াতে পেরে মানসিক তৃপ্তি। বিদেশে পাঠরত সন্তানের জন্যে বেশ কিছু অর্থ খরচ হবে। সংসারে নতুন অতিথি আসায় আনন্দ। নতুন অফিসে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত।

মিথুন : সপ্তাহজুড়ে ভালোমন্দে কাটবে। প্রিয় বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করে আনন্দলাভ। নতুন বাড়ি কেনার সুযোগ আসবে। জমি কেনার সুযোগ পেলে অভিজ্ঞ প্রিয়জনের সঙ্গে পরামর্শ করুন। যশ ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবে। বাড়িতে কোনও উৎসবের জন্যে বেশ খরচ হবে।

কর্কট : এ সপ্তাহে নতুন কোনও সম্পর্ক তৈরি হতে পারে। অফিসে কোনও জটিল কাজ সম্পূর্ণ করে প্রশংসিত হবেন। দূরের কোনও বন্ধুর কাছ থেকে সহায়তা পেয়ে ব্যবসার সমস্যা কাটিয়ে ফেলবেন। পরিবারের কোনও সদস্যের শরীর খারাপের জন্যে বেশ দুশ্চিন্তা। অল্পেই সন্তুষ্ট থাকুন। প্রেমের সমস্যা কাটায় স্বস্তি মিলবে।

সিংহ : ব্যবসার কারণে দূরে যেতে হতে পারে। কোনও পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ায় মানসিক কষ্ট। পরিবারের সঙ্গে বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা সফল হবে। বিপন্ন কোনও প্রাণীকে বাঁচিয়ে তৃপ্তি। রাস্তায় খুব সতর্ক হয়ে চলুন। এ সপ্তাহে প্রেমের সঙ্গীকে সময় দিন।

কন্যা : ব্যবসার সামান্য মন্দা চলবে। সপ্তাহের মধ্যভাগ থেকে তা কেটে যাবে। দাম্পত্যের সমস্যা মেটায় মানসিক শান্তি। অন্যায়ের প্রতিবাদ করে জনসমর্থন পাবেন। ছেলের পরীক্ষার ভালো ফলে খুশি। পেটের সমস্যার ভুগতে হতে পারে। মায়ের পরামর্শে পারিবারিক জটিলতা কাটবে।

তুলা : বিপন্ন কোনও সংসারকে সাহায্য করে মনে তৃপ্তি। বারবার যে কাজ করতে গিয়েও থমকে গিয়েছেন, সেই কাজ শুরু করুন। সফল হবেন। এ সপ্তাহে ঋণ পরিশোধ করে দিন। কর্মপ্রার্থীরা এ সপ্তাহে ভালো সুযোগ পাবেন।

বৃশ্চিক : ব্যবসার প্রয়োজনে ব্যাংক ঋণ মঞ্জুর হবে। মেয়ের বিয়ের বিষয়টি পাকা হওয়ায় বেশ নিশ্চিন্ত হবেন। কোনও মহৎ ব্যক্তির সঙ্গে সময় কাটিয়ে মানসিক শান্তিলাভ। অনৈতিক কাজ থেকে দূরে থাকুন। নতুন জমি কিনতে পারেন।

ধনু : পেটের অসুখের জন্যে সারা সপ্তাহ ভোগান্তি। বাড়ি সংস্কারে নেমে পড়শির সঙ্গে বাকবিতণ্ডা। রাজনীতির ব্যক্তি হলে এ সপ্তাহে নতুন দায়িত্ব নিতে হবে। অহেতুক কাউকে প্রশংসা করতে গিয়ে অপমানিত হতে পারেন। দাম্পত্যে বনিবনার অভাবে পারিবারিক শান্তি বিঘ্নিত হতে পারে।

মকর : এ সপ্তাহে টাকাপয়সা নিয়ে পারিবারিক সমস্যা বাড়তে পারে। দূরের কোনও বন্ধুর জন্যে মন খারাপ থাকবে। মায়ের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা কাটবে। তর্কবিতর্ক এড়িয়ে চলুন। কোনও বিশেষজ্ঞের পরামর্শে পারিবারিক সম্পত্তি নিয়ে ঝামেলার অবসান।

কুম্ভ : এ সপ্তাহে কাজের চাপ বৃদ্ধি পাবে। মায়ের পরামর্শে দাম্পত্যের সমস্যা কাটবে। হঠাৎ নতুন কোনও সম্পর্কে যুক্ত হতে পারেন। ভ্রমণে বের হলে জলপথ বাদ রাখলে ভালো হয়। হারানো মূল্যবান জিনিস ফিরে পেয়ে স্বস্তি। এ সপ্তাহে সাবধানে চলাফেরা করুন।

মীন : ব্যবসায় বাড়তি বিনিয়োগ করতে হলে অভিজ্ঞের পরামর্শ নিন। সন্তানের জন্যে দুশ্চিন্তা কেটে যাবে। হঠাৎ দূরে যেতে হতে পারে। শরীরের দিকে নজর রাখুন। নতুন সম্পত্তি কেনার সহজতম সুযোগ আসবে। পেটের অসুখে কোনও বড় কাজ বন্ধ রাখতে বাধ্য হবেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ১২ আশ্বিন ১৪৩১, ভাঃ ৭ আশ্বিন, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪, ১২ আহিন, সংবৎ ১২ আশ্বিন বদি, ২৫ রবিঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।৩১, অঃ ৫।২৫। রবিবার, দ্বাদশী সন্ধ্যা ৫।৫৪। অশ্লেষানক্ষত্র প্রাতঃ ৬।১৬। সাধ্যযোগ রাত্রি ৩।২১। তৈতিলকরণ সন্ধ্যা ৫।৫৪ গতে গরকরণ। জন্মে- কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মৃতে-দ্বিপাদদোষ, সন্ধ্যা ৫।৫৪ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- নৈর্ঋতে, সন্ধ্যা ৫।৫৪ গতে দক্ষিণে। বারবেলাদি ৯।৫৯ গতে ১২।৫৭ মধ্যে। কালরাত্রি ১২।৫৯ গতে ২।২৯ মধ্যে। যাত্রা-নাই। শুভকর্ম- ধান্যচ্ছেদন, প্রাতঃ ৬।১৬ গতে (অতিরিক্ত গাত্রহরিদ্রা ও অব্যূঢ়ান্ন) দীক্ষা শান্তিস্বস্ত্যয়ন। (অতিরিক্ত বিবাহ- রাত্রি ৮।০ গতে ১২।৫৯ মধ্যে বৃষ মিথুন ও কর্কটলগ্নে পুনঃ রাত্রি ২।২৯ গতে শেষরাত্রি ৫।৩১ মধ্যে সিংহ ও কন্যালগ্নে সুতহিবুকযোগে বিবাহ)। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- দ্বাদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। পূর্বাহ্ণ ৯।২৯ মধ্যে একাদশীর পারণ। সায়ংসন্ধ্যা নিষেধ। অমৃতযোগ- দিবা ৬।২৬ গতে ৮।৪২ মধ্যে ও ১১।৪৪ গতে ২।৪৬ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৩৪ গতে ৯।১৫ মধ্যে ও ১১।৪৬ গতে ১।১৮ মধ্যে ও ২।১৮ গতে ৫।৩১ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৩।৩১ গতে ৪।১৬ মধ্যে।

মালিকের জন্মদিনে বাগানে ভোজ

শুভজিৎ দত্ত

শনিবার ইনডং চা বাগানে পাত পেড়ে খাওয়ার লাইনে শ্রমিকরা।

নাগরাকাটা, ২৮ সেপ্টেম্বর : লাইন দিয়ে ব্যাংক থেকে টাকা তোলার ঝক্কি যাতে পোহাতে না হয় সে কারণে নগদে বোনাস দিয়েছিলেন শুক্রবার। নিজের ৮০তম জন্মদিনে শনিবার শ্রমিক পরিবারের প্রত্যেকের জন্য ভূরিভোজেরও ব্যবস্থা করলেন ইনডং চা বাগানের কর্ণধার হরিরাম গর্গ। মেনুতে ছিল ফ্রায়েড রাইস, পনির, কাশ্মীরি আলুর দম, চাটনি এবং শেষ পাতে মিষ্টি। এদিন সব মিলিয়ে অন্তত ৪ হাজার জন খাওয়াদাওয়া করেছেন। এখানেই শেষ নয়, মহিলা শ্রমিকদের শাড়ি এবং পুরুষদের একটি করে টি-শার্টও উপহার দেন ওই বাগান মালিক। অবসরপ্রাপ্ত ১২১ জন শ্রমিককেও দেওয়া হয় শাল। সব মিলিয়ে এদিন থেকেই মেটেলির ওই বাগানটিতে শিউলিঝরা পুজোর মেজাজ।

হরিরাম বলছেন, 'আনন্দের মুহূর্তগুলি সবার সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার জন্যেই এমন উদ্যোগ। এটা এমন কোনও বড় বিষয় নয়।' শ্রমিকরা অবশ্য একদিকে মালিকের জন্মদিন ও অন্যদিকে পুজোর প্রাক্কালে এমন আয়োজনের শরিক হতে পারবেন তা কস্মিনকালেও ভাবেননি। তাঁদেরও দেখা গিয়েছে অকাতরে এসে মালিককে শুভেচ্ছা জানিয়ে যেতে। কেউ আবার নিজের বাড়ি থেকে ফুলের তোড়া বানিয়ে এনে তা তুলে দেন। শনিবার এমনই নজিরবিহীন শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের সাক্ষী থাকল ডুয়ার্স।

ইনডং চা বাগানের ওই অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল শুক্রবার থেকেই। সেদিন রাতেই মালবাজার থেকে কেটারার এসে রান্নাবান্না শুরু করে দেয়। এদিন সারাদিন ধরে রান্না চলে। দলে দলে লোক ফ্যাক্টরি চত্বরে আয়োজিত খাওয়াদাওয়ার আসরে আসেন। সবার জন্যেই দ্বার ছিল অবারিত। বুফে প্রথায় নিজেদের প্লেট নিজেরাই সাজিয়ে নেন বাগানের শ্রমিকরা। তদারকির দায়িত্বে ছিলেন সুপারিন্টেন্ডেন্ট ম্যানেজার রজত দেব। তিনি বলেন, 'এত লোকের খাওয়াদাওয়া। কোথাও যাতে ত্রুটি না থাকে সেটা যতটা সম্ভব নিশ্চিত করা হয়েছে। মালিকের নির্দেশও ছিল এমনটাই।' এদিন হরিরাম গর্গ ও তাঁর ছেলে রাজেশ গর্গকেও দেখা গিয়েছে শ্রমিকদের পাতে খাবার তুলে দিতে। তাঁকে শ্রমিকরা জন্মদিনের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করতে ভোলেননি। সুমন্তী গোয়ালা নামে এক শ্রমিক বলেন, 'এর আগে নিজের ৭৫তম জন্মদিনে মালিক একবার আমাদের সবার জন্যে এরকম খাওয়াদাওয়ার আয়োজন করেছিলেন।' শান্তি ওরাওঁ আরেক শ্রমিকের কথায়, 'ওঁর দীর্ঘায়ু কামনা করছি।' জেমা মুন্ডা নামে এক মহিলা বলেন, চা বাগান মানেই মালিকের সঙ্গে শ্রমিকদের একটা দূরত্বের কথা, দেখাটুকুও হয় না। আমাদের বাগান কিন্তু সেখানে একেবারেই আলাদা। শুধু একদিনের খাওয়াদাওয়াই নয়। যখনই মালিক বাগানে আসেন আমাদের সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় করতে ভোলেন না।' কবিতা ওরাওঁ নামে এক শ্রমিক বলেন, দু'পক্ষের পারস্পরিক এমন সৌহার্দ্য রয়েছে বলেই আমাদের বাগান কিন্তু সমস্ত দিক থেকেই এগিয়ে চলেছে।

পাত্র চাই

■ SC, 25/4'-6", B.A., B.Ed. পাঠরতা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। কাস্টবার নেই। 9832231917. (C/112761)

■ শিলিগুড়ি, শিবগোত্র, রুদ্রজ ব্রাহ্মণ, ২৭/৪'-১১", কনভেন্ট গ্র্যাঃ (ইং অনাঃ), বেঃ সঃ কর্মী, দেবারি, সিংহ রাশি, একমাত্র কন্যা। উপযুক্ত পাত্র চাই। 9733240101, 9749698233. (C/112751)

■ EB, কায়স্থ, কলকাতা নিবাসী, 31/5'-4", M.Tech., নরগণ, ব্যাঙ্গালোর-এ কর্মরতা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য স্বঃ/অসঃ, 31-36/5'-8"-6'-এর মধ্যে সম্ভ্রান্ত পরিবারের শিক্ষিত (আয় 20 লক্ষের উর্ধ্বে), ব্যাঙ্গালোর/পুনে-তে কর্মরত পাত্র চাই। (M) 8777871604, W/A : 8017661003. (C/112744)

■ ৩৩, ব্রাহ্মণ, সঃ চাঃ, ৪০, উচ্চপদের ইঞ্জিঃ, বিদেশে গবেষণা/কর্মরত, সঃ চাঃ, দাবিহীন পাত্র কাম্য। ব্রাহ্মণ/কায়স্থ, দেবারি ও জলঃ অগ্রগণ্য। শুধু পিতা-মাতা যোগাযোগ- 8900316705. (C/111768)

■ এমএসসি, বায়োটেকনলজি, ২৮/৫'-২", সুশ্রী, স্লিম, কর্মকার, গুরগাঁওয়ে চকরিরতা রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট পাত্রীর জন্য স্ববর্ণ/অসবর্ণ উপযুক্ত সুদর্শন, অনূর্ধ্ব ৩২ পাত্র কাম্য। দাদা ও বৌদি ডাক্তার, মা রাজ্য সরকারের জেলা নার্সিং অফিসার, বাবা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি চিকিৎসক। যোগাযোগ : 9474720284. (C/111783)

■ পাত্রী বিহারি, 34/5', B.A.(H), Eng., SBI ব্যাংকে ক্লার্ক, সরকারি চাকরিজীবী বাঙালি পাত্র কাম্য। (M) 6295933518. (C/112254)

■ M.A., B.Ed., কম্পিউটার (DOAP) জানা, SC, রাজবংশী, ঘরোয়া, সুশ্রী, উচ্চতা ৫'-৪", বয়স ২৭, পিতা-মাতা সরকারি উচ্চপদে চাকরিরত, কন্যার জন্য সরকারি/বেসরকারি চাকরিজীবী সুপাত্র কাম্য। মোঃ ৯৭৩৪৪৫১২৩৫, ৯৮৩২৩৫০১০৯ (রাত ৭টার পর)। (C/112750)

■ পূঃ বঃ, কায়স্থ বোস, বয়স ৩৩, শ্যামবর্ণা, সঃ প্রাথমিক শিক্ষিকা পাত্রীর জন্য শিলিগুড়ি নিবাসী, সঃ চাকরিরত পাত্র চাই। ফোঃ 9475089762. (C/112754)

■ কায়স্থ ঘোষ, 34/5'-4", M.A., B.Ed., পাত্রীর জন্য সঃ সুচাকুরে পাত্র কাম্য। (M) 9635540357. (C/112757)

■ তেলি পাল, 31+/5'-3", M.A. Bengali, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, সুন্দরী, ঘরোয়া পাত্রীর জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসা/চাকরিজীবী পাত্র চাই। (M) 8345868832. (S/A)

■ পাত্রী 28/5'-4", কর্মকার, দেবগণ, মাঙ্গলিক, M.Tech. (NIT), ব্যাঙ্গালোরে কর্মরতা, পূর্বে রেজিস্ট্রি খারিজ হয়েছে (সামাজিক বিবাহ হয়নি)। পাত্রীর জন্য IIT/NIT/MBA চাকুরে বা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, মাঙ্গলিক, SC/ST ছাড়া, নেশাহীন পাত্র কাম্য। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। (M) 9434339270. (C/112773)

■ পাত্রী শিলিগুড়ি গন্ধবণিক, 5'-3", ফর্সা, 28, B.A. (Hon.), পিতা Rly. Retd., স্বঃ/অঃ বর্ণ, সরকারি চাকরিজীবী পাত্র চাই। মোঃ 9476387756. (C/112762)

■ পাত্রী OBC, 29/5'-2". B.Sc. Nursing, সঃ হাসপাতালে কর্মরতা। সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। উঃ বঙ্গ অগ্রগণ্য। (M) 9734048870. (U/D)

■ বিহারি, M.A. (Beng.), 35, উচ্চবংশ, 5'-3", সুশ্রী, সরকারি চাকুরে পাত্রীর সরকারি চাকুরে/সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, স্বঃ/অসবর্ণ বাঙালি পাত্র চাই। (M) 9474626233. (S/C)

■ পাত্রী বারুজীবী, 24/5'-2", B.A. (Hons.), ফর্সা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য ইসলামপুর নিবাসী, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র চাই। (M) 7970694899. (S/N)

■ পাত্রী পাল, অবিবাহিত, 39y. W.B.Govt. সিস্টার ইনচার্জ, গ্রেড-1. সরকারি চাকরিরত পাত্র কাম্য। (M) 9475026471. (C/112781)

পাত্র চাই

■ পূঃ বঃ কায়স্থ, 31+/5'-3", M.A., B.Ed.(Geo.), বেঃ সঃ হাইস্কুল শিক্ষিকা। সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। ফোন-9064021249. (C/111792)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, ব্রাহ্মণ, ডিভোর্সি, 34/5'-1", M.A. পাশ। সুপাত্র কাম্য। যোগাযোগ (M) 8972205990. (C/111794)

■ Gen., কায়স্থ, সুশ্রী, শ্যামলা, 4'-11", দেবগণ, T.G.W. অফিসার পাত্রীর মাল ব্লকের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত, সৎ পাত্র কাম্য। 9382437462. (B/B)

■ কায়স্থ, 30/5', M.A., সুশ্রী পাত্রীর জন্য সরকারি/বেসরকারি/ব্যবসায়ী উপযুক্ত পাত্র কাম্য। 8101402365. (C/112785)

■ পাত্রী কায়স্থ, 44/5'-4", B.A., ফর্সা, শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রীর জন্য প্রতিষ্ঠিত ব্যবসা বা সরকারি চাকুরে পাত্র কাম্য। (M) 8768076899. (M/M)

■ EB নমঃশূদ্র, 31/5'-1", দেবারি, কর্কট, সরকারি কলেজের অধ্যাপিকা পাত্রীর সবর্ণ অধ্যাপক/ডাক্তার/সঃ অফিসার/ইঞ্জিঃ পাত্র চাই। W+M-7047523756(M-112508)

■ কায়স্থ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, ২৯/৫'-২", Eng.(H), D.El.Ed., M.A. পাঠরতা, High School শিক্ষিকা (Contractual), তুলা রাশি, দেবারিগণ পাত্রীর জন্য উপযুক্ত সঃ চাকুরে/ব্যবসায়ী পাত্র চাই। পিতা সঃ ব্যাংক অফিসার। Mob. 9002710399. (B/S)

■ SSC শিক্ষিকা, M.Sc., B.Ed., 40/5'-4", নামমাত্র ডিভোর্সি, শিলিগুড়ি কেন্দ্রিক সঃ চাকরি/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র চাই। 9679335535. (K)

■ ব্রাহ্মণ English M.A, B.Ed, উচ্চতা 5'4", বয়স ৩১, ফর্সা, সুন্দরী, স্লিম পাত্রীর জন্য ব্রাহ্মণ, সরকারি অফিসার, অনূর্ধ্ব ৩৬ মাঙ্গলিক পাত্র কাম্য। Phone : 7001460991 (M-112508)

■ রাজবংশী, ক্ষত্রিয়, 28/5'-2", BE, WB Govt. Jr. Eng. (KMDA), Govt. Officer/Engineer/Professor, স্বঃ/অসঃ পাত্র কাম্য। 9832076985. (C/112787)

■ B.Tech. IT, বয়স 35/5'-3", সরকারি চাকরির চেষ্টা চলছে। সুপাত্র চাই, রাজবংশী অগ্রগণ্য। Ph.No. 9775016493. (C/111842)

■ M.A., B.Ed., পার্ট টাইম কলেজ শিক্ষিকা, বয়স 39+/5'-3", রাজবংশী পাত্রীর সুপাত্র চাই। Ph.No. 9775016493. (C/111841)

■ ঘোষ, আলিপুরদুয়ার, 34/5'-2", M.A. (Eng.), B.Ed., ফর্সা, স্লিম, সুশ্রী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত স্বঃ/অসঃ পাত্র কাম্য। (M) 9734189905. (C/111948)

■ রাজবংশী, 32/5'-2", M.A. পাশ, ঘরোয়া, সুশ্রী পাত্রীর জন্য সরকারি চাকুরে পাত্র কাম্য। M.No. 8927026255. (C/112775)

■ মাহিষ্য, সরকার, 29, M.A. পাঠরতা, 5'-3", ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর সরকারি/বেসরকারি চাকুরে/সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, স্বঃ/অসবর্ণ পাত্র কাম্য। (M) 8918795599. (S/C)

■ কায়স্থ, পাল, ৩১/৫'-২", M.A., ফর্সা, সুশ্রী, গৃহকর্মে নিপুণা পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 9851072474. (C/112763)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, বয়স ৩১, ইন্ডিয়ান রেলওয়েতে সিনিয়ার ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট (লেভেল ৫) পদে কর্মরতা পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী/ব্যবসায়ী পাত্র চাই। আগ্রহী হলে যোগাযোগ করুন। (M) 9874206159. (C/112472)

■ রাজবংশী, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৯ বছর বয়সি, প্রাইভেট ব্যাংক-এ কর্মরতা পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র চাই। (M) 7319538263. (C/112472)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, বয়স ২৫, M.A., B.Ed., ঘরোয়া, গৃহকর্মে নিপুণা। পিতা সেন্ট্রাল গভঃ কর্মচারী ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 9836084246. (C/112472)

পাত্র চাই

■ জন্ম ১৯৮৫, স্বল্পকালীন ডিভোর্সি, স্টেট গভঃ-এর পঞ্চায়েত দপ্তরে কর্মরতা পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। সন্তান গ্রহণযোগ্য (আলোচনাসাপেক্ষ)। (M) 7596994108. (C/112472)

■ পাত্রী কায়স্থ, 25/5'-1", সুমুখশ্রী, দুবাইতে কর্মরত, মহানগরীতে কর্মরত পাত্র চাই। Ph : 9064073300. (C/112471)

■ কায়স্থ, 29+/5'-2", B.A. পাশ, সঃ চাকুরে/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। (M) 9733438250. (M/G)

■ ১৯৯৬-তে জন্ম, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, বহুজাতিক সংস্থায় সফটওয়্যার প্রোফেসনাল পদে ব্যাঙ্গালোরে কর্মরতা, কন্যাসন্তান পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 8918177819. (C/112472)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, বয়স ২৯+, নামমাত্র ডিভোর্সি, গ্র্যাজুয়েট (নট ওয়ার্কিং)। পিতা ব্যবসায়ী ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। (M) 9330394371. (C/112472)

■ কায়স্থ, 23/5'-3", B.Sc., ঘরোয়া, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ভদ্র পরিবারের সুশ্রী পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9432076030. (C/112481)

■ রাজবংশী, 22/5'-3", M.A., সুন্দরী, ঘরোয়া পাত্রীর জন্য উত্তরবঙ্গের পাত্র চাই। (M) 9593965652. (C/112481)

■ পাত্রী নমশূদ্র, Age-29/5'-2", M.A., B.Ed., সরকারি চাকরিজীবী পাত্র চাই। Ph : 8436172005, জলপাইগুড়ি। (C/112472)

■ M.Sc., B.Ed., 30+, রায় (শীল), স্বঃ/অসঃ, চাকরি/ব্যবসায়ী পাত্র চাই। (M) 7872771749. (B/S)

পাত্র চাই

■ নমশূদ্র, 27/5'-3", গায়ের রং শ্যামলা, ইংরেজিতে মাস্টার ডিগ্রি পাত্রীর জন্য 29-32/5'-6"-6', উপযুক্ত পাত্র কাম্য। জাতিভেদ নেই। শিলিগুড়ি। (M) 9735011006. (C/112481)

■ সাহা, 24+/5'-3", M.A. (Hist.), সুশ্রী পাত্রীর জন্য শিলিগুড়ির মধ্যে সরকারি চাকরি/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী সুপাত্র কাম্য। Caste no bar. Mob.No. 8509417976, 9832032312. (C/112475)

■ পাত্রী কায়স্থ, বয়স ২৬, উচ্চতা ৫'২" মালদায় গ্রামীণ ব্যাঙ্কে স্থায়ী কর্মচারী। ব্যাঙ্ক, রেল, সরকারি অফিসার, কায়স্থ বয়স ৩২ মধ্যে পাত্র কাম্য। মালদা, (উঃ+দঃ) দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ অগ্রগণ্য। Mob-6296033567(M-112511)

■ পাত্রী SC, 34, B.A, সুন্দরী, গান জানে। পাত্রীর সাথে পাত্রীর মা থাকবে। রায়গঞ্জ নিকটস্থ সুপাত্র কাম্য। শীঘ্র শুধু রেজিস্ট্রি বিয়ে। 7679365141 (M-109679)

■ কুলীন কায়স্থ, 28/5'-3", M.A., B.Ed., ইংলিশ Convent Educated, Pvt. School Teacher, সুন্দরী পাত্রীর জন্য সরকারি/ইঞ্জিনিয়ার/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। পিতা Rtd. Central Govt., শিলিগুড়ি, কলকাতা, গৌহাটি, কায়স্থ/ব্রাহ্মণ অগ্রগণ্য। (M) 9435381225 (রাত্রি ৮টা-১০টা)। (C/112478)

পাত্রী চাই

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ২৮, MBBS, গভঃ হাসপাতাল-এর চিফ মেডিকেল অফিসার অফ হেলথ। এইরূপ পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 9874206159. (C/112472)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, বয়স ৩৫+, ডিভোর্সি, হিন্দু বাঙালি, স্টেট গভঃ-এর উচ্চপদে কর্মরত পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 7319538263. (C/112472)

পাত্রী চাই

■ পাত্র ২৮/৫'-৪", শিলিগুড়ি নিবাসী, ইঞ্জিনিয়ার (IIT), MNC ব্যাঙ্গালোরে কর্মরত। শিক্ষিতা, সুন্দরী পাত্রী চাই। Ph : 7908675440. (C/112725)

■ 39+, বেসরকারি কাজ করে, নিজস্ব বাড়ি শিলিগুড়িতে, সাধারণ বা অতি সাধারণ পরিবারের পাত্রী চাই। (M) 7908831522. (C/112749)

■ পাত্র কায়স্থ, 37/5'-6", B.com পাশ, বিদেশে বেসরকারি কোম্পানিতে কর্মরত। ওমান। পাত্রী চাই। W/A : 9933357298. (C/112756)

■ ঘোষ (কায়স্থ), শিলিগুড়ি নিবাসী, ব্যবসায়ীর পুত্র, 29+/5'-6", B.Tech.(Civil), MBA, MNC/Bagdogra-তে কর্মরত। সুশ্রী, শিক্ষিতা, রুচিসম্পন্না, 26 অনূর্ধ্বা পাত্রী কাম্য। ঘটক নিষ্প্রয়োজন। Ph : 8250624598. (C/112444)

■ পাত্র ঘোষ, 32+/5'-7", দেবগণ, প্রাইভেট ইন্সুরেন্স কোম্পানিতে কর্মরত (Fixed Salary) পাত্রের জন্য শিলিগুড়ি/নিকটে ঘরোয়া, ফর্সা, সুন্দরী পাত্রী চাই। দাবিহীন। ম্যাট্রিমনি/ঘটক নিষ্প্রয়োজন। SC/ST বাদে। (M) 8101315314. (C/112303)

■ সাহা, 37, বিকম, 5'-6", ওষুধ ব্যবসায়ীর জন্য সুশ্রী, স্লিম, অনূর্ধ্বা 30 পাত্রী কাম্য, শিলিঃ বাদে। (M) 9531621709. (C/112180)

■ বণিক, 33/5'-2", গ্র্যাজুয়েট, সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, বারবিশা নিবাসী পাত্রের জন্য ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। ফোটো সহ যোগাযোগ। মোঃ 9775878730. (C/111944)

■ মালদা, কর্মকার, 45/5'5" হাইস্কুল শিক্ষক। উপযুক্ত পাত্রী চাই। Mobile-7584911541(M-ED)

পাত্রী চাই

■ Gen., 28/5'-7 1/2", সিংহ, নর, M.Sc. (Agri.), (IARI DEL) Nabard-এ Asst. Manager (Central) বোম্বে পোস্টিং পাত্রের জন্য উঃ বঃ উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 9733340551. (B/S)

■ ব্রাহ্মণ, B.Tech., মকর, দেবারিগণ, 35+/5'-7", TCS পুনে, সুন্দরী, উচ্চশিক্ষিতা পাত্রী চাই। M.No. 9435128890, 7002300266. (C/112779)

■ পাত্র কায়স্থ, DOB-1984, Gazetted Officer DRDO, Scientist 'E' Level, M.Tech. from IIT Delhi, Posted Bangalore, Devorcee. ভালো পরিবারের লেখাপড়া জানা ঘরোয়া পাত্রী চাই। (M) 9932627286. (K/D/R)

■ জেনারেল, 33/5'-8", B.Tech., Railway-তে কর্মরত (1 Lakh/Month), পাত্রের জেনারেল, সুন্দরী, শিক্ষিতা, অনূর্ধ্ব 29 পাত্রী চাই। কোচবিহার অগ্রগণ্য। (M) 9641838707. (C/111834)

■ জন্ম ১৯৯১, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, M.Tech., MBA, Bangalore-এর বহুজাতিক সংস্থায় কর্মরত, উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারের পুত্রসন্তান পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। (M) 8918177819. (C/112472)

■ কায়স্থ, 35/5'-8", B.Tech., Civil Engineer, ব্যবসায়ী, একমাত্র সন্তান। চাকরিজীবী/ঘরোয়া, সুন্দরী, ফর্সা, সুপাত্রী চাই। (M) 9475331330. (U/D)

■ Gen., 31/5'-8", M.Pharma (Chemistry) (অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর) JRU (রাঁচি), একমাত্র সন্তান, বাবা Ret. Govt. Employee, উচ্চশিক্ষিত, বিজ্ঞান শাখার কর্মরত, সুন্দরী পাত্রী চাই। No Caste bar. (M) 8972818273. (S/M)

■ কায়স্থ, 29/5'-7", M.Sc., B.Ed., (Central Tet উত্তীর্ণ), মাদ্রাসা শিক্ষক (প্রাইভেট) পাত্রের B.A., সুন্দরী, ঘরোয়া পাত্রী চাই। (M) 9932315997. (S/M)

■ পাত্র রাজবংশী, 27/5'-10", B.E., সরকারি ব্যাংককর্মী। চাকরিজীবী মা-বাবার একমাত্র সন্তানের জন্য উচ্চশিক্ষিতা, সুন্দরী পাত্রী কাম্য। মোঃ নং- 9434126992. (C/112780)

■ নমঃ, জলঃ, সঃ বিত্তশালীর এক পুত্র, ৩৬+/৫'-৭", বিএ, ব্যবসায়ী। শিক্ষিতা, সুন্দরী, শিক্ষিকা পাত্রী চাই। গান অগ্রাধিকার। (M) 7872835973. (C/111759)

■ কায়স্থ, কাশ্যপ, একমাত্র সন্তান, ৩২/৫'-৭", H.S., NGO কর্মরত, দ্বিতল বাড়ি, Rtd. অফিসার, জলপাইগুড়ি। 9641978306 (স্থানীয় অগ্রগণ্য)। (C/111793)

■ ব্রাহ্মণ, নরগণ, 34/5'-8", M.A., বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত, নিজস্ব বাড়ি, সুযোগ্য সুশ্রী, ব্রাহ্মণ পাত্রী কাম্য। (M) 9547145467, 7679725717. (C/111791)

পাত্রী চাই

■ কায়স্থ, কেঃ সঃ গেজেটেড অফিসার, 38/5'-9", ডিভোর্সি। সংসারে আগ্রহী, অবিবাহিত, 28-34/5'-3" মধ্যে ভালোমনের শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। যোগাযোগে বিস্তারিত কথা হবে। (M) 6294824507. (C/111837)

■ পাল, 37/5'-7", Grade 'A' স্থায়ী রাজ্য সরকারি চাকরি। কমপক্ষে 5'-3", ফর্সা পাত্রী চাই। রাক্ষসগণ, মাঙ্গলিক বাদে। চাকরিজীবী অগ্রগণ্য। Ph : 8759580947. (C/111832)

■ পাত্র কায়স্থ, M. Pharm, MBA, ৩৩+, MNC-তে কর্মরত। নামমাত্র বিবাহ, ৫'-১১", পাত্রের উপযুক্ত শিক্ষিত পাত্রী চাই। অভিভাবক যোগাযোগ করুন। ৯৪৩৪৪৬৫০০৫. (C/112374)

■ কায়স্থ, 28+/5'-5", সঃ চাকরি, Gr-B, পাত্রের জন্য সুশ্রী, চাকরিরতা বা শিক্ষিতা পাত্রী চাই। কোচবিহার/জলঃ/অলিপুর অগ্রগণ্য। 6294384824. (C/111840)

■ শিলিগুড়িতে দ্বিতল বাড়ি, সফটওয়্যারে কর্মরত, 46/5'-7", ডিভোর্সি, পিছুটানহীন পাত্রের জন্য ঘরোয়া, সুশ্রী, স্বঃ/অসবর্ণ পাত্রী চাই। চাকরিরতা অগ্রগণ্য। (M) 9980569308. (C/112470)

■ কায়স্থ, LLB উকিল, 27/5'-10", নিজগৃহ, শিলিগুড়িতে কর্মরত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। (M) 9851086250. (C/112767)

■ কায়স্থ, 31+/5'-7", Private Job, পাত্রের জন্য ঘরোয়া, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 9593122258. (C/113278)

■ Gen., রায়গঞ্জ, 30/5'-7", B.Sc., D.Pharm, স্বাস্থ্যবিভাগে কর্মরত পাত্রের জন্য সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। (M) 9474435944. (C/112764)

■ পাত্র কায়স্থ, গ্র্যাজুয়েট, ৩৮/৫'-৮", বাড়ি আমবাড়ি ফালাকাটা, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। Ph : 9434810738. (C/112765)

■ কায়স্থ, 38/5'-8", B.Com., বেঃ সঃ সংস্থায় কর্মরত, AM, সংসারী, ঘরোয়া, 28-33, উপযুক্ত পাত্রী চাই, দেবারি বাদে। (M) 7872083516. (C/112786)

■ পাত্র কায়স্থ, 42 বৎসর, 5'-5", শ্যামবর্ণ, নিজস্ব ব্যবসা, শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রের জন্য ফর্সা, সুন্দরী পাত্রী চাই। (M) 9593659976. (M/M)

■ পাত্র ব্রাহ্মণ, 35/5'-7", সুদর্শন, B.Tech., রিলায়েন্স Jio-তে ইঞ্জিনিয়ার, একমাত্র পুত্র। 26-29'এর মধ্যে উত্তরবঙ্গের ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। 9474905419, 8768394547. (C/112788)

■ একমাত্র পুত্র, B.Com., ব্যবসায়ী, 40/5 Ft. 4 ইঞ্চি, উপযুক্ত সুশ্রী পাত্রী চাই, শিলিগুড়ির আশপাশে। (M) 8597282066. (C/112478)

পাত্রী চাই

■ বয়স ৩৫, উত্তরবঙ্গ-এর বাসিন্দা, সেন্ট্রাল গভঃ অধীন HPCL-এর পার্মানেন্ট কর্মচারী। এইরূপ পরিবারের কনিষ্ঠ পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 7596994108. (C/112472)

■ কায়স্থ, জলঃ, B.Sc. Math (H), D.El.Ed., B.Ed., 31/5'-3", গভঃ প্রাথমিক শিক্ষক পাত্রের জন্য সুপাত্রী চাই। পিতা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। 9641098063. (C/111790)

■ উত্তরবঙ্গীয়, বয়স ৪৮+, নিঃসন্তান বিপত্নীক, সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী (BSNL), পিতা ও মাতা মৃত। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। সন্তান গ্রহণযোগ্য। আগ্রহী থাকলে যোগাযোগ করুন। (M) 9836084246. (C/112472)

■ উত্তরবঙ্গ-এর রাজবংশী সম্প্রদায়-এর ৩১ বছরের পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। পাত্র ডিস্ট্রিক কোর্ট-এর পার্মানেন্ট স্টাফ। যোগাযোগ করতে পারেন। (M) 9330394371. (C/112472)

■ কর্মকার, 37/5'-3", ডিভোর্সি, B.Com., রেলে কর্মরত পাত্রের শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। (M) 9832357776. (C/112472)

■ পাত্র ডেন্টাল সার্জেন্ট, B.Sc., BDS. (WB). 12/85, 5'-7", শিলিগুড়িতে নিজস্ব চেম্বার ও বাড়ি, প্রতিষ্ঠিত নেশাহীন পাত্রের জন্য, অনূর্ধ্ব 31 বৎসর, কায়স্থ/বণিক ও জেনারেলকাস্ট পাত্রী কাম্য। অভিভাবকরা যোগাযোগ কাম্য। (M) 9434237005, 8389020719. (C/112474)

■ জেনারেল, 33/5'-8", M.Sc., Ph.D., গভঃ কলেজের অধ্যাপক, একমাত্র পুত্রের জন্য পাত্রী চাই। Caste no bar. (M) 7003763286. (C/112481)

■ ঘোষ, 31/5'-9", M.Com., MBA, কেন্দ্রীয় সরকারি অডিট অফিসার সুপাত্রের জন্য পাত্রী চাই। (M) 9734488968. (C/112481)

■ কায়স্থ, 48/5'-6", স্বল্পকালীন ডিভোর্সি (ইস্যুলেস)। ফর্সা, সুশ্রী (35-40)-এর মধ্যে B.A. পাশ পাত্রী চাই। (M) 9474879944. (C/112477)

■ বৈশ্য সাহা, M.Tech., 31/5'-5", Wholesale Medicine, অভিজাত পরিবার। শিক্ষিতা, সুন্দরী, উপযুক্ত স্বঃ/অসবর্ণ, 26 অনূর্ধ্ব পাত্রী চাই। (M) 8240900648. (S/M)

■ ব্রাহ্মণ, 30/5'-6", শিলিগুড়িতে নিজ বাড়ি, বিদেশি সংস্থায় কর্মরত পাত্রের জন্য অনূর্ধ্ব 26, ফর্সা, সুন্দরী পাত্রী চাই। অসবর্ণ (SC/ST বাদে) চলিবে। (M) 7001027147, 9749755558. (C/112478)

■ কায়স্থ 34+/5'4" MBA মালদা নিবাসী একমাত্র পুত্র, MNC ঔষুধ কোম্পানীতে Senior Sales Officer (শিলিগুড়ি) পদে কর্মরত পাত্রের জন্য ফর্সা, সুশ্রী, শিক্ষিতা ঘরোয়া সুপাত্রী কাম্য। M-9733080742 (M-ED)

■ ঘোষ, 35/5'8", B.A(H), ইভেন্ট ফটোগ্রাফি, মেডিসিন ব্যবসায়ী। ঘরোয়া, সুন্দরী সঃ/অসঃ পাত্রী চাই। রায়গঞ্জ। 9083287554(M-109679)

■ কিশনগঞ্জ নিবাসী, ব্রাহ্মণ 34, 5'4" High School Teacher, 21-27 মধ্যে ব্রাহ্মণ বা General সুন্দরী শিক্ষিত পাত্রী চাই। M-8797674127 (M-112509)

■ পাত্র কায়স্থ, বয়স ৩১, উচ্চতা ৫'৩" নেশাহীন M.N.C কলিতে স্থায়ী পদে কর্মরত। ঘরোয়া সুশ্রী, শিক্ষিতা বয়স ২৭ এর নীচে পাত্রী কাম্য। মালদা, (উঃ+দঃ) দিনাজপুর অগ্রগণ্য। Mob-6296033567 (M-112511)

বিবাহ প্রতিষ্ঠান

■ একমাত্র আমরাই পাত্র-পাত্রীর সেরা খোঁজ দিই মাত্র 599/-. Unlimited Choice. (M) 9038408885. (C/112472)

আমার উত্তরবঙ্গ

টোটোপাড়ায় নায়ু উৎসব

মাদারিহাট, ২৮ সেপ্টেম্বর : শুক্রবার নায়ু উৎসব শুরু হয়েছে টোটোপাড়ায়। রবিবার পর্যন্ত চলবে। টোটোদের ঢেমশায় এই উৎসব পালন করা হয়। টোটোরা তাঁদের মন্দিরকে ঢেমশা বলেন। তাঁদের প্রধান পানীয় হাঁড়িয়া ও মাংস খেয়ে এই উৎসব পালন করেন তাঁরা। নদীনালা, পাহাড়, পর্বত, গাছপালার পুজো করা টোটোদের নিজস্ব সংস্কৃতি। উৎসব কমিটির সদস্য ভক্ত টোটো জানালেন, তাঁরা কালেশ্বর পাহাড়ের পুজো করেন। টোটোদের মঙ্গলকামনায় পুজো করেন প্রধান পুরোহিত ইন্দ্রজিৎ টোটো। শুক্রবার টোটোদের এই উৎসবে আয়কর বিভাগের বেনারসের অ্যাডিশনাল কমিশনার অতুলকুমার পান্ডে উপস্থিত ছিলেন। টোটোদের মন্দির ঢেমশা নতুন সাজে সাজিয়ে তুলতে আর্থিক সাহায্য করেছে ব্যাক টু রুটস ফাউন্ডেশন নামের একটি সংগঠন। উৎসব উপলক্ষ্যে ঢেমশার গেট ও সীমানা প্রাচীর সাজানো হয়। সংগঠনের তরফে রাজীব দেবনাথ জানিয়েছেন, তাঁদের তরফে শুক্রবার টোটো মহিলাদের শাড়ি ও ছেলেদের টি-শার্ট দেওয়া হয়।

বারলার বাড়িতে নগেন

সাক্ষাৎ নিয়ে জল্পনা রাজনৈতিক মহলে

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২৮ সেপ্টেম্বর : হঠাৎই জন বারলার বাড়িতে হাজির হলেন নগেন রায়। শনিবার বিকেলে দুই নেতার সাক্ষাৎকে ঘিরে ব্যাপক কৌতূহল ছড়ায় রাজনৈতিক মহলে। জন বা নগেন দুজনের কেউই অবশ্য তাঁদের মধ্যে কী আলোচনা হয়েছে তা নিয়ে মুখ খোলেননি। দুজনেরই বক্তব্য, এটা নিছকই সৌজন্য সাক্ষাৎ। উত্তরবঙ্গকেন্দ্রিক কোনও আলোচনা বারলার সঙ্গে তাঁর হয়েছে কি না এই প্রশ্নের উত্তরে নগেন বলেন, 'উনি (জন বারলা) কি সরকার নাকি। এটা স্রেফ সৌজন্যমূলক আলাপ। আগেও ওঁর সঙ্গে বেশ কয়েকবার দেখা হয়েছে।' বারলা বলেন, 'নগেন রায়ের সঙ্গে জনমত আছে। সেকারণে কেন্দ্রীয় সরকার তাঁকে জায়গা দিয়েছে। তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছেন। আমিও ডুয়ার্সের উন্নয়নে নিজের সাধ্যমতো কাজ করেছি। এমপি, এমলএ না থাকলেও মানুষের জন্য সেই কাজ চালিয়ে যাব।'

নগেন-বারলার মধ্যে কি তবে নয়া কোনও সমীকরণ তৈরি হচ্ছে? খানিকটা হেঁয়ালি রেখেই বারলা বলেন, উন্নয়নই আমাদের সবার

জন বারলা ও নগেন রায়। শনিবার লক্ষ্মীপাড়া চা বাগানে।

একমাত্র লক্ষ্য। সময় এলে সবকিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে।

এদিন নয়াদিল্লি থেকে বাগডোগরা বিমানবন্দরে নেমে বাড়ি ফেরার পথে নগেন লক্ষ্মীপাড়ায় যান। বারলার বাড়িতে তাঁদের মধ্যে একান্তে প্রায় ঘণ্টাখানেক আলোচনা হয়। নগেন সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে খুব বেশি কথা না বললেও বারলা বলেন, 'উত্তরবঙ্গের উন্নয়নে কেন্দ্র ও রাজ্য দুই সরকারের কাছেই আমরা দাবি জানিয়ে আসছি। ভবিষ্যতেও দাবি জানাব।'

এবারের চা বোনাস নিয়ে বারলা বেশ কিছু মন্তব্য করেন। ১৬ শতাংশে বোনাস ফয়সালা হওয়ার পেছনে কলকাতার বৈঠকে অংশগ্রহণকারী ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন। তিনি বলেন, 'আমার স্ত্রী-র অসুস্থতার কারণে সেসময় দিল্লি ছিলাম। সেকারণে বোনাস বৈঠকে অংশ নিতে পারিনি। এজন্য আক্ষেপের অন্ত নেই। আমি থাকলে কিছুতেই ১৬ শতাংশে রফা হতে দিতাম না। ওই বৈঠকে উপস্থিত আমার লোকেরা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেনি। যে নেতা বা এমপি-এমএলএরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁরা চা শ্রমিকদের সঙ্গে ছেলেখেলা করে এসেছেন। বোনাসের সময় এখন চা শ্রমিকরা কাঁদছেন। এজন্য ওই নেতারাই দায়ী।'

নয়া সমীকরণ

- দুই নেতার সাক্ষাৎকে ঘিরে ব্যাপক কৌতূহল ছড়ায় রাজনৈতিক মহলে
- দুজনের কেউই অবশ্য তাঁদের মধ্যে কী আলোচনা হয়েছে তা নিয়ে মুখ খোলেননি
- নগেন-বারলার মধ্যে কি তবে নয়া কোনও সমীকরণ তৈরি হচ্ছে, উঠছে প্রশ্ন
- উন্নয়নই তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য বলে দুই নেতাই দাবি করেছেন

এর আগে কেন্দ্রের মন্ত্রী থাকাকালীন অবস্থাতেই উত্তরবঙ্গকে আলাদা রাজ্য করার কথা বলে শোরগোল ফেলে দিয়েছিলেন বারলা। নগেন বর্তমানে বিজেপির টিকিটে রাজ্যসভার সাংসদ। তিনিও নানা সময়ে নানা ধরনের মন্তব্য করেছেন। ফলে হঠাৎ করে দুজনের এই একান্ত বৈঠক নানা জল্পনার জন্ম দিচ্ছে।

প্রাণ বাঁচল হাতির

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ২৮ সেপ্টেম্বর : লোকোপাইলট ও সহকারী লোকোপাইলটের তৎপরতায় ফের রেল দুর্ঘটনার হাত থেকে বাঁচল একটি হাতি। শুক্রবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে রাজাভাতখাওয়া ও কালচিনির মাঝামাঝি রেললাইনের ওপর। হাতিটি লাইন পার করছিল রেল ইঞ্জিন থেকে মাত্র ৪০ থেকে ৫০ মিটার দূর দিয়ে। ইঞ্জিনের হেডলাইটে হাতিটিকে এক ঝলক দেখতে পান লোকোপাইলট ভিকে বাগদি ও সহকারী লোকোপাইলট এম প্রসাদ। তারপর দ্রুত ইঞ্জিন থামানোর সিদ্ধান্ত নেন তাঁরা। সেসময় ইঞ্জিনের গতি ছিল ঘণ্টায় প্রায় ৩০ কিলোমিটার। তবে রেল জানিয়েছে, ঝুঁকিপূর্ণ হলেও ট্রেন থামাতে তেমন বেগ পেতে হয়নি।

এভাবে হাতির প্রাণ বাঁচানোর ঘটনাকে কুর্নিশ জানিয়েছেন সকলে। রেল সূত্রে খবর, ডুয়ার্স রুটে গত ছয় মাসে প্রায় ৬০টি হাতির প্রাণ রক্ষা পেয়েছে রেলকর্মীদের সতর্কতা ও তৎপরতায়। এমনিতে ইঞ্জিনের হেডলাইটে প্রায় একশো থেকে দেড়শো মিটার পর্যন্ত দূরের জিনিস দেখা গেলেও জঙ্গলের রুটে বন্যপ্রাণী সহজে চেনা সহজ নয়।

রেলের এক কর্তা বলেন, 'জঙ্গল রুটে ট্র্যাক পার করার সময় হাতির প্রাণ বাঁচানো একটা বড় চ্যালেঞ্জ। প্রায়ই আমাদের এমন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হয়। গভীর রাতে সমস্যা আরও বেশি থাকে। তবে ওই দুইজন চালক বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।'

DESUN HOSPITAL
SILIGURI

রোজ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

ডিসান এক্সপ্রেস ক্লিনিকে সকাল 10টা-দুপুর 1টা

এই ক্লিনিকে মাত্র ৪ ঘন্টার ভেতরে ঃ ডাক্তার দেখিয়ে, তারপর টেস্ট করিয়ে, রিপোর্ট নিয়ে আবার ডাক্তার দেখিয়ে প্রেসক্রিপশন। যা অন্য কোথাও ৪ দিনও লেগে যায়। তাই ডিসান এক্সপ্রেস ক্লিনিকে দ্রুত সুচিকিৎসা হয়, সময় ও পয়সা দুটোই বাঁচে।

কার্ডিওলজি
Dr. Kailash Goyal, DM (Cardiology)

গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি
Dr. Vinit Khemka, DM (Gastro)

অর্থোপেডিক
Dr. Mrityunjoy Roy, MS (Orthopaedics)
Dr. Sankalp Kumar, MS (Orthopaedics)

নিউরো সার্জারি
Dr. Vishram Pandey, MCh (Neurosurgery)
Dr. Anurup Saha, MCh (Neurosurgery)

জেনারেল এবং ল্যাপ
Dr. Swalabh Suman, MS (General Surgery)
Dr. Sumit Agarwal, MS (General Surgery)

অবস্টেট্রিক্স এবং গাইনোকোলজি
Dr. Akansha Gupta, MS (ObGy)

চেস্ট মেডিসিন
Dr. S Mridha, MD (Pulmonology)
Dr. Sujil Gupta, MD (Pulmonology)

ইন্টারনাল মেডিসিন
Dr. S K Sharwan, MD (Int. Medicine)
Dr. Avirup Majumdar, MD (Int. Medicine)

পেডিয়াট্রিক্স ও নিওনেটোলজি
Dr. Ankit Agarwal, MD (Pediatrics) Fellow-Indian Academy of Pediatrics & Neonatology

প্লাস্টিক সার্জারি
Dr. Pravin Kumar, MCh (Plastic Surgery)

ইউরোলজি
Dr. Kundan Kumar, MCh (Urology)

নেফ্রোলজি
Dr. Abhinaba Debnath, DM (Nephrology)
Dr. Vikrant Deshmukh, DNB (Nephrology)

হেমাটো অঙ্কোলজি
Dr. Gunjan Prasad, DrNB (Clinical Haematology)

ইএনটি
Dr. Kasturi Mondal, MS (ENT)

ইন্টারভেনশন রেডিওলজি
Dr. Sanjay Sahu, MD (Radiology)

ডিসান হসপিটাল, শিলিগুড়ি
নর্থবেঙ্গল মেডিকেল কলেজের পাশে
বুকিং-এর জন্য যোগাযোগ করুন
90 5171 5171

ভাটিবাড়ির গর্ব ১৬ কিশোরী

রাজু সাহা

শামুকতলা, ২৮ সেপ্টেম্বর : কারও বাবা দিনমজুর, কারও বাবা আবার ক্ষুদ্র চাষি কিংবা ছোট ব্যবসায়ী। কাবাডি খেলার পোশাক কিংবা জুতো কেনার সামর্থ্য নেই তাদের। অভাবকে হারিয়ে রাজ্য স্তরে খেলতে যাচ্ছে কাকলি দাস, মায়া বর্মন, বিশাখা দেবনাথরা। এরা সবাই উত্তর ভাটিবাড়ি গার্লস হাইস্কুলের পড়ুয়া। প্রত্যন্ত গ্রামের ১৬ জন কিশোরী কাবাডিতে জোন এবং জেলা স্তরে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর রাজ্য স্তরের প্রতিযোগিতা জেতার লক্ষ্য নিয়ে যাচ্ছে।

ওই ১৬ জন অনূর্ধ্ব ১৯ এবং অনূর্ধ্ব ১৪ বিভাগে আলিপুরদুয়ার জেলার হয়ে প্রতিনিধিত্ব করবে। ৩০ সেপ্টেম্বর কলকাতার উদ্দেশে রওনা দেবে কাবাডি খেলোয়াড়রা।

রাজ্য স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার

স্কুলের শিক্ষিকাদের সঙ্গে কাবাডি টিম।

জন্য ইতিমধ্যে অনুশীলন চালিয়ে যাচ্ছে সোমা দাস, মৌমিতা দাস প্রমুখ। স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা দেবশ্রী রায় বলেন, 'আমার স্কুলের ছাত্রীরা রাজ্য স্তরের খেলায় অংশ নিচ্ছে। তারা প্রত্যেকেই দরিদ্র পরিবারের। ওদের জন্য আমার গর্ব হচ্ছে। ওরা যাতে ভালোভাবে খেলতে পারে, সেজন্য আমরা সবসময় পাশে আছি।' ওই স্কুলের ছাত্রী পাপিয়া দাসও অংশ নিচ্ছে প্রতিযোগিতায়। তার বাবা প্রদীপ দাস দিনমজুরি করেন। তিনি বললেন, 'জুতো বা পোশাক কিনে দেওয়ার সামর্থ্য ছিল না। স্কুলের শিক্ষিকাদের সাহায্যে সেগুলো কিনেছি। মেয়ে এবং আরও কয়েকজন কলকাতায় খেলতে যাচ্ছে দেখে আমি গর্বিত।'

স্কুলের ক্রীড়া শিক্ষিকা যূথিকা রায় ছাড়াও মেয়েদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন দুই স্থানীয় কোচ চিটন দাস এবং অমিয় রায়। তাঁদের আশা, রাজ্য স্তরের খেলাতেও মেয়েরা ভালো ফল করবে। ক্রীড়া শিক্ষিকার কথায়, 'সোমবার আমি স্কুলের ওই ছাত্রীদের নিয়ে কলকাতা রওনা দিচ্ছি। অভাবকে দূরে ঠেলে খেলার প্রতি ভালোবাসা এবং একাগ্রতা ওদের এই জায়গায় এনেছে। রাজ্য স্তরের খেলাতেও ওরা ছাপ ফেলে আসবে, সেই আশা নিয়েই কলকাতা যাচ্ছি।'

স্বপ্ন যদি হয় সাংবাদিকতা
হাতেখড়ির সুযোগ দিচ্ছে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

যদি বাংলায় সাবলীলভাবে লিখতে পারেন, রাজ্য থেকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কী ঘটছে তার খোঁজখবর রাখেন এবং সমাজের জন্য কিছু করে দেখাতে চান, তাহলে হয়তো আপনারই অপেক্ষায় রয়েছি আমরা।

পদের নাম : শিক্ষানবিশ সাংবাদিক

ন্যূনতম যোগ্যতা স্নাতক। বয়স অনূর্ধ্ব ৩০।
কাজের সময় বিকেল ৪টা - রাত ১২টা। কর্মস্থল শিলিগুড়ি।

- হাতেকলমে কাজ শেখার সুযোগ
- শিক্ষানবিশ পর্বে ভালো স্টাইপেন্ড
- শিলিগুড়ির বাইরের প্রার্থীদের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা

আজ রবিবার, ২৯ সেপ্টেম্বর সকাল এগারোটায় আবেদনপত্র সহ সরাসরি চলে আসুন শিলিগুড়িতে উত্তরবঙ্গ সংবাদের বাগরাকোট অফিসে।

বটলিফে বোনাস ১৫%

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২৮ সেপ্টেম্বর : বোনাস ফয়সালা হল জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিংয়ের বটলিফ ফ্যাক্টরিতে কর্মরত শ্রমিকদের। শনিবার শিলিগুড়িতে বটলিফ মালিকদের সংগঠন নর্থবেঙ্গল টি প্রোডিউসার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের কার্যালয়ে বৈঠক হয়। সেখানে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে ঠিক হয়েছে, এবছর শ্রমিকদের ১৫ শতাংশ হারে বোনাস দেওয়া হবে। বড় চা বাগানগুলির মতো বটলিফের ক্ষেত্রেও গতবারের থেকে বোনাসের হার কমেছে।

গতবার ২০২৩-এ বোনাসের হার ছিল ১৭.৫ শতাংশ। এদিন দীর্ঘ আলোচনার শেষে বোনাস চুক্তি সম্পাদিত হয়। প্রথম বৈঠকেই বোনাস ফয়সালা হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেছে শ্রমিক সংগঠনগুলি। নর্থবেঙ্গল টি প্রোডিউসার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সঞ্জয় ধানুটি বলেন, 'আগামী ৫ অক্টোবরের মধ্যে শ্রমিকদের বোনাসের টাকা দিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।'

কাস্টমার সার্ভিস পয়েন্ট থেকে বোনাসের টাকা তুলছেন লুকসান বাগানের শ্রমিকরা।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গিয়েছে, দুই জেলা মিলিয়ে ১৭০টির মতো বটলিফ ফ্যাক্টরি এই বোনাস চুক্তির আওতায় এসেছে। সব মিলিয়ে প্রায় ২৫ হাজার শ্রমিক ১৫ শতাংশ হারে বোনাস পাবেন। পরবর্তীতে উত্তর দিনাজপুর জেলার বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলির বোনাস চুক্তি হবে। এদিনের দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মালিকপক্ষের হয়ে বিপান সিঙ্গাল, বিক্রম কেদলা, বিনোদকুমার আগরওয়ালা, নিকুঞ্জ আগরওয়ালার মতো কর্তারা ছিলেন। অন্যদিকে, শ্রমিক সংগঠনগুলির হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেন মোশারফ হোসেন, তপন দে, হারাধান দাস, অমূল্যকুমার রায়, বাদল গুহ, মহম্মদ নাসিরুদ্দিন, স্বপন সরকারের মতো নেতারা। বর্তমানে বটলিফ ফ্যাক্টরিতে কর্মরত শ্রমিকদের মজুরি ২৮৩ টাকা। স্টাফদের ক্ষেত্রে বোনাস গণনার সর্বোচ্চ সিলিং ধার্য করা হয়েছে ১৬,৫০০ টাকা। এর অর্থ কারও মাসিক বেতন যদি ওই টাকার বেশি হয় সেক্ষেত্রে তাঁর বোনাসের পরিমাণ নির্ধারণ করা হবে মাসিক ১৬,৫০০ টাকা হিসেবে অর্জিত সারা বছরের মোট আয়ের ওপর। সিটু নেতা জিয়াউল আলম বলেন, 'শান্তিপূর্ণভাবে সবার সহযোগিতায় বোনাস চুক্তি সম্পাদিত হয়।

উত্তরবঙ্গের মোট বটলিফ ফ্যাক্টরির সংখ্যা ২৩২। একটি ফ্যাক্টরিতে ৩ শিফটে কাজ হয়। গড়ে অন্তত ৩০ জন করে শ্রমিক কাজ করেন সেখানে। ১৭০টির ফয়সালা হয়ে যাওয়ার পর এখন বাকিগুলির ফয়সালার দিকে তাকিয়ে আছে সেখানকার শ্রমিকরা। এদিকে, বটলিফ ফ্যাক্টরিতে যাঁরা কাঁচা পাতার জোগান দেন সেই ক্ষুদ্র চা চাষিদের বাগানের শ্রমিকদের বোনাস বৈঠক ডাকা হয়েছে আগামী সোমবার। জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির কার্যালয়ে ওই বৈঠকটি হবে। সেখানে জলপাইগুড়ির পাশাপাশি কোচবিহারের ক্ষুদ্র চা চাষিদেরও বোনাস ফয়সালা হবে। সব মিলিয়ে ওই বোনাস চুক্তির আওতায় আসতে চলেছে আরও ২৫ হাজার শ্রমিক।

মাটি পরীক্ষার নতুন যন্ত্র

হরিদ্বার, ২৮ সেপ্টেম্বর : পতঞ্জলি বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ অ্যাগ্রিকালচার রিসার্চ (ICAR) পতঞ্জলির তৈরি 'আর্থ কা ডাক্তার'-এর মাটি পরীক্ষার যন্ত্রকে শংসাপত্র প্রদান করে। এই উপলক্ষ্যে পতঞ্জলি যোগীপীঠের সভাপতি রামদেব বলেন, কৃষিজমিতে লাগাতার রাসায়নিক ব্যবহারের ফলে মাটি অনুর্বর হয়ে পড়ছে। তাদের তৈরি এই মাটি পরীক্ষার যন্ত্র অনুর্বর কৃষিজমিতে ব্যবহার করে উৎপাদনের সৃষ্টিতে সহায়ক হবে বলে দাবি করেছেন।

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৫৮০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৬২০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭২৪০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯০৯৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯১০৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

নদীতে জল, স্কুল ছুটি টোটোপাড়ায়

বাংড়ি নদীর দু'কূল ছাপিয়ে বইছে জল। স্কুলে যাওয়াই মুশকিল। -সংবাদচিত্র

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ২৮ সেপ্টেম্বর : কয়েকদিন ধরেই লাগাতার বৃষ্টি চলছে। এই বৃষ্টির ফলে আবার ফুলেফেঁপে উঠেছে টোটোপাড়া যাতায়াতের পথে থাকা তিতি, বাংড়ি, দয়ামারা, হাউড়ি সহ অন্য নদীগুলি। সবচেয়ে ভয়ংকর অবস্থা দয়ামারা নদীর। শনিবার সকালে এই নদীতে এতটাই জল ছিল যে, মাদারিহাট থেকে শিক্ষক-শিক্ষিকারা টোটোপাড়া যেতেই পারলেন না। ফলে ধনপতি টোটো মেমোরিয়াল হাইস্কুলের পঠনপাঠন বন্ধ থাকল এদিন।

সেই স্কুলের পার্শ্বশিক্ষক প্রকাশ নেওয়ারের বাড়ি টোটোপাড়ায়। এদিন তিনি অবশ্য স্কুলে যেতে পেরেছিলেন। তবে যেহেতু আর কোনও শিক্ষক আসতে পারেননি তাই প্রকাশ একটিও ক্লাস না নিয়েই ছুটি দিতে বাধ্য হলেন। স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক গোপেশ চক্রবর্তীর সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, শিক্ষক, শিক্ষিকা, পার্শ্বশিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী মিলে ওই স্কুলে মোট ১২ জন রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ১০ জন মাদারিহাট থেকে যাতায়াত করেন। গোপেশ বলেন, 'এদিনও আমরা স্কুলে যাওয়ার জন্য বের হয়েছিলাম। কিন্তু দয়ামারা নদীতে এত জল ছিল যে ফিরে আসতে বাধ্য হই।'

তবে খালি টোটোপাড়ার স্কুলের শিক্ষক ও পড়ুয়ারাই নয়, নদীতে জল বাড়ায় বিপাকে পড়ে মাদারিহাট হাইস্কুলের ৭ জন পড়ুয়া। তারা সকলেই টোটোপাড়ার বাসিন্দা। একাদশ শ্রেণির পরীক্ষা দেওয়ার জন্য তারা বাড়ি থেকে বের হয়েছিল। কিন্তু সেই দয়ামারা নদীর ধারে আটকে যায়। প্রায় দুই ঘণ্টা আটকে থাকার পর কোনওভাবে নদী পার হয়ে তারা মাদারিহাট হাইস্কুলে পৌঁছায়।

সেই পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, তাদের শনিবার রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরীক্ষা ছিল। তাদের মধ্যে ছুমি টোটো, মদিনা টোটো, অভীক টোটো, শ্যাম টোটোরা জানাল, কোনওভাবে হাউড়ি নদী পার করে দয়ামারা নদীর ধারে এসেছিলাম। দেখি, প্রবল বেগে নদী দিয়ে জল বইছে। এদিকে পরীক্ষার সময় বিকাল তিনটা। প্রায় দুই ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকার পর জল সামান্য কমলে বেলা দুটোর সময় স্কুলে পৌঁছাই। পরীক্ষা দিয়ে সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটা নাগাদ বাড়ি ফেরে সেই ৭ জন পড়ুয়া।

টোটো কল্যাণ সমিতির সভাপতি অশোক টোটোর কথায়,

> এমনিতেই স্কুলে পঠনপাঠন তলানিতে। এই পরিস্থিতিতে প্রচুর ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা ছেড়ে ভিনরাজ্যে দিনমজুরির কাজ করতে চলে গিয়েছে। সামান্য বৃষ্টিতেই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।
>
> **অশোক টোটো** *সভাপতি, টোটো কল্যাণ সমিতি*

'এমনিতেই স্কুলে পঠনপাঠন তলানিতে। এই পরিস্থিতিতে প্রচুর ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা ছেড়ে ভিনরাজ্যে দিনমজুরির কাজ করতে চলে গিয়েছে। সামান্য বৃষ্টিতেই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।' অথচ স্থানীয়দের দাবি ছিল, তোর্ষার পাড়বাঁধের উপর দিয়ে ট্রলি লাইন দিয়ে রাস্তা তৈরি করতে হবে। বন দপ্তরের বাধায় অর্থ অনুমোদনের পরেও কাজ হয়নি। অভিযোগ অশোকদের। তিনি আরও বলেন, 'প্রতি বছর বর্ষাকালে আমাদের সমস্যার মধ্যে পড়তে হচ্ছে। আর যত দিন যাচ্ছে ভুটান থেকে নেমে আসা নদীগুলি ভয়ংকর হয়ে উঠছে।'

আজ টিভিতে

পুজোর সবচেয়ে বড় জলসা- নাচেগানে উৎসব জমজমাট। দেবের সঙ্গে গ্র্যান্ড সেলিব্রেশনে থাকবে জলসা পরিবার। রাত ৯টায় স্টার জলসায়

ধারাবাহিক

জি বাংলা : সন্ধ্যা ৬.০০ পুবের ময়না, ৬.৩০ আনন্দী, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ নিমফুলের মধু, ৮.৩০ দিদি নাম্বার ১, ৯.৩০ সারেগামাপা
স্টার জলসা : বিকেল ৫.০০ রবিবার সঙ্গে জলসা পরিবার, সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ উড়ান- ১ ঘণ্টার মহাপর্ব, ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ পুজোর সবচেয়ে বড় জলসা
কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.০০ ইন্দ্রাণী, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণা, ৭.০০ সোহাগ চাঁদ, ৭.৩০ ফেরারি মন, ৮.০০ শিবশক্তি, ৯.০০ স্বপ্নডানা
আকাশ আট : সকাল ৭.০০ গুড মর্নিং আকাশ, দুপুর ১.৩০ রাঁধুনি, দুপুর ২.০০ আকাশে সুপারস্টার, বিকেল ৩.০০ আকাশ বার্তা, বিকেল ৩.০৫ ম্যাটিনি শো, সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস
সান বাংলা : সন্ধ্যা ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ দ্বিতীয় বসন্ত, ৮.৩০ কনস্টেবল মঞ্জু, রাত ৯.০০ অনামিকা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ মহাপীঠ তারাপীঠ, দুপুর ১.৩০ শাপমোচন, বিলে ৪.২৫ অচেনা অতিথি, সন্ধ্যা ৭.৪০ জামাই ৪২০, রাত ১০.৩৫ লাভেরিয়া
জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ পবিত্র পাপী, দুপুর ২.৪৫ বাবা কেন চাকর, বিকেল ৫.৩৫ টক্কর, রাত ৮.৩০ দাদার কীর্তি, রাত ১১.৩০ সুবর্ণলতা
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ ওয়ান্টেড, দুপুর ১.০০ নাটের গুরু, বিকেল ৪.০০ গ্রেফতার, সন্ধ্যা ৭.০০ তুলকালাম, রাত ১০.০০ লে হালুয়া লে
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ মানিক
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ সৎভাই, সন্ধ্যা ৮.৩০ বন্দিনী
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ বলিদান

জি বাংলায় প্রথমবার **ওগো বধূ সুন্দরী** বিকেল ৩টায় জি বাংলায়

ড্রিম গার্ল সকাল ১১.৩২ মিনিটে জি সিনেমা এইচডিতে

দেড় বিঘা জমিন রাত ৮টায় কালার্স সিনেপ্লেক্সে

ক্রু দুপুর ১২.৩৫ মিনিটে অ্যান্ড পিকচার্স এইচডিতে

স্টোর্স ই-প্রকিওরমেন্ট

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং- এস/৬৬/০৯/২৪-২৫, তারিখঃ ২৫-০৯-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ

ক্র.নং.১। টেন্ডার নং. এনজে২৪১২৬৯,
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ১৫-১০-২০২৪

সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও পরিমাণ : আরডিএসও স্পেস : - আরডিএসও/২০১৩/সিজি-০১(রেভ-২) সংশোধন-১ অনুযায়ী অর্গানিক ম্যাটেরিয়াল নির্মিত ব্রেক প্যাড হাফ ২০০সিএম^২। ... ১২০০ জোড়া।

... (www.ireps.gov.in) ...

ডিওয়াই. সিএমএম / নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

কোচ রেস্টুরেন্ট স্থাপন, পরিচালন এবং ইকো পার্কের হ্রদে মৎস্য ধরা অধিকার সহিত প্যাডেল বোটিং সেবা

০৫ (পাঁচ) বৎসরের এক সময়সীমার জন্য রঙ্গিয়া ইকো পার্কের হ্রদে মৎস্য ধরা অধিকার সহিত প্যাডেল বোটিং সেবা এবং কোচ রেস্টুরেন্টের স্থাপন, পরিচালনার জন্যে ই-নিলাম। ...

অকশন ক্যাটালগ নং.আরসিআর-আরএনওয়াই-ইকোপার্ক

এসাইনড নং	লট নং./শ্রেণী	বিবরণ
এএ/১	এমএসএস-আরএনওয়াই-আরএনওয়াই-১৮-২৪-২ (এসআইএনসি-উইডি-সার্ভিস - রেল কোচ রেস্টুরেন্ট)	৫ (পাঁচ) বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে রঙ্গিয়া ইকো পার্কের হ্রদে মৎস্য ধরা অধিকার সহিত কোচ রেস্টুরেন্টের স্থাপন এবং পরিচালন সহিত প্যাডেল বোটিং সেবা

নিলাম প্রারম্ভ করার তারিখ এবং সময়ঃ ১০-১০-২০২৪ তারিখের ১১.১৫ ঘণ্টায়। নিলাম বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ১০-১০-২০২৪ তারিখের ১১.৪৫ ঘণ্টায়। প্রত্যাশিত নিবিদাকারীগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এ ই-নিলাম লীজিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

ডিআরএম (সি), রঙ্গিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

পার্কিং স্ট্যান্ডের ঠিকা প্রদানের জন্য ই-নিলাম

০৩ (তিন) বছর সময়ের জন্য কাটিহার ডিভিশনের নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে পার্কিং স্ট্যান্ডের ঠিকা প্রদান করার জন্য ই-নিলাম। বিবরণঃ দু চাকা, তিন চাকা, চার চাকা ও যাত্রীবাহী বাণিজ্যিক যানবাহনের জন্য পার্কিং লট। নিলাম ক্যাটালগ নং.ঃ সি- কেএনই-ইকেআই-এআরআর২৪, নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (সবগুলি লট)ঃ ০৮-১০-২০২৪ তারিখের ১০.০০ ঘণ্টা, নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ ০৮-১০-২০২৪ তারিখের ১১.২০ ঘণ্টা, রেট ইউনিটঃ বার্ষিক লাইসেন্স মাসুল, ট্রিপ/দিনঃ ১০৯৫।

এসাইনড নং.	লট নং./ক্যাটাগরি	স্থান
এএ/১	পার্কিং-কেআইআর-এইউবি-এমএক্স-৯৬-২৪-২ (পার্কিং-মিক্সড)	আলুয়াবাড়ি রোড
এএ/২	পার্কিং-কেআইআর-এআরআর-এমএক্স-১১১-২৪-২ (পার্কিং-মিক্সড)	আররিয়া
এএ/৩	পার্কিং-কেআইআর-কেএনই-এমএক্স-১০৫-২৪-২ (পার্কিং-মিক্সড)	কিষানগঞ্জ/পিআরএস সাইড
এএ/৪	পার্কিং-কেআইআর-এফবিজি-এমএক্স-১২৫-২৪-৩ (পার্কিং-মিক্সড)	ফরবেসগঞ্জ স্টেশন
এএ/৫	পার্কিং-কেআইআর-ইকেআই-এমএক্স-১০৩-২৪-২ (পার্কিং-মিক্সড)	একলাখি স্টেশন
এবি/১	পার্কিং-কেআইআর-এনজেপি-পিসিসিভি-১০৪-২৪-১ (প্যাসেঞ্জার ক্যারিং কমার্শিয়াল ভ্যাহিকেল)	নিউ জলপাইগুড়ি গুডস শেড

এই প্রেস বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যে ২৩-০৯-২০২৪ তারিখে ই-নিলাম পোর্টাল www.ireps.gov.in-এর মাধ্যমে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

কাটিহার মণ্ডলে সেতু নবীকরণের কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. কেআইআর/ইএনজিজি/৩৯ অফ ২০২৪ তারিখঃ ২০-০৯-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ টেন্ডার নং. ১। কাজের নামঃ ...

... ঘণ্টা পর্যন্ত উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কাটিহার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ কেআইআর/জিএসইউ/১৬ অব ২০২৪, তারিখঃ ২৬-০৯-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ ১। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ অমৃত ভারত স্টেশন স্কিম ঃ- ...

... বিস্তারিত বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in দেখুন।

ডিওয়াই. চিফ সিগন্যাল ও টেলিকম. ইঞ্জিনিয়ার/নির্মাণ, নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (নির্মাণ সংস্থা)
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়"

CINEMA
সিনেমা

Now Showing at রবীন্দ্র মঞ্চ
শক্তিগড় ৩নং লেন (শিলিগুড়ি)
DEVARA Part-1 (Hindi)
*ing : Jr. NTR, Janhvi Kapoor, Saif Ali Khan
Time : 12.30, 3.30, 6.30 P.M.
Dolby Sound

শিক্ষা

■ ছাত্রছাত্রীদের নির্ভুল ইংরেজি দ্রুত শেখাতে প্রবীণ ইংরেজি শিক্ষকের সহজ পদ্ধতির কোচিং। ফোন : 9733565180, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি। (C/112472)

কিডনি চাই

■ A+ ব্লাড গ্রুপ, বয়স 40'এর মধ্যে, পুরুষ/মহিলা, অতি সত্বর যোগাযোগ করুন। Ph. No. 8167877394. (C/112768)

ক্রয়/বিক্রয়

■ ব্যবহার করে ফেলে রাখা পুরাতন গ্রহরত্ন ক্রয়/বিক্রয় করা হয়। (M) 9832661858. (C/112783)

বিক্রয়

■ সারদাপল্লি, শিবমন্দির মোট 1615 Sq.ft. (1140 Sq.ft.+475 Sq.ft.)-এর তিনতলার দুইটি Flat শীঘ্রই বিক্রয় হইবে। যোগাযোগ : 9436478914. (C/112776)

বিক্রয়

■ সুভাষপল্লি মেইন রোডে তিনতলা বাড়ি সহ 4 কাঠা জমি (F.S 77' ও 35' ফিট) বিক্রয় হইবে। 8509040772. (C/112793)
■ নতুন সোনালিকা ট্র্যাক্টর কেনার জন্য যোগাযোগ করুন। অনুমোদিত বিক্রেতা : রৌনক ট্র্যাক্টর্স, পাহাড়পুর, জলপাইগুড়ি। (M) 9832962901, 8617575394. (C/112771)
■ পৌনে ৫ কাঠা জমি বাড়ি সহ বিক্রয় হবে। আশ্রমপাড়া, শিলিগুড়ি। 9832378848. (C/112758)
■ ২ কাঠা জমি অতি সত্বর বিক্রয় হইবে, স্থান- উত্তর রায়কতপাড়া, জলপাইগুড়ি। যোগাযোগ নং- 8653211824. (C/111796)
■ 3 BHK Flat (3rd Flr.) for Sale. Subhashpally, Siliguri. (M) 9434045896. (C/112473)
■ শিলিগুড়ি রথখোলা বাজারের ভিতরে পৌনে তিন কাঠা জমি সহ বসতবাড়ি বিক্রয় হইবে। (M) 8509533002. (C/112472)

বিক্রয়

■ শিলিগুড়ির গোপাল মোড়ের কাছে 865 sq.ft. 2 BHK গ্যারাজ ছাড়া ফ্ল্যাট বিক্রয়। (M) 9775569909.
■ কোচবিহার শহরে 3 কাঠার একটু বেশি জমি সহ দুইতলা পাকা বাড়ি সত্বর বিক্রয় হইবে। (M) 8388973155. (C/112479)
■ রথখোলা নবীন সংঘ ক্লাবের পাশে ৪১/২' কাঠা জমি বিক্রয় হবে। একদিকে ১৮' রাস্তা, অন্যদিকে ৮১/২' রাস্তা ও ৮১/২' রাস্তায় ২ কাঠা জমি বিক্রয় হবে। (M) 9735851677. (C/112480)
■ বাইপাস-গোড়া মোড় সংলগ্ন দুইদিকে রাস্তা - ফ্রন্ট 100 ফুট চওড়া, 6 কাঠা খতিয়ান জমি সত্বর বিক্রয় হইবে। মূল্য প্রতি কাঠা 7 লক্ষ। (M) 9434889390. (C/112478)

ভাড়া

■ Rent for 3rd Floor near Matri Bhandar, Aurobindo Pally, Siliguri. 9434050112. (C/112792)

ভাড়া

■ 2 BHK Flat এবং Godown/ Office ভাড়া দেওয়া হবে। শক্তিগড় 5 নং রোড, শিলিগুড়ি। (M) 9832015809. (C/112789)

জ্যোতিষ

■ কুষ্ঠি তৈরি, হস্তরেখা বিচার, পড়াশোনা, অর্থ, ব্যবসা, মামলা, সাংসারিক অশান্তি, বিবাহ, মাঙ্গলিক, কালসর্পযোগ সহ যে কোনও সমস্যা সমাধানে পাবেন জ্যোতিষী শ্রীদেবঋষি শাস্ত্রী (বিদ্যুৎ দাশগুপ্ত)-কে তাঁর নিজগৃহে অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি। 9434498343, দক্ষিণা- 501/-। (C/112470)

কর্মখালি

■ শিলিগুড়ি এবং শিলিগুড়ি-এর আশপাশে এলাকাতে কাজ করবার জন্য প্রচুর সিকিউরিটি সুপারভাইজার চাই, বেতন 12000/-, থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। OT+PF+ESI. (M) 8170837161, 9046427575. (C/112472)

কর্মখালি

■ Urgent Experienced Accountant required Siliguri, 7908901106. (C/112753)
■ একটি নামী গোল্ড জুয়ালারি কোম্পানিতে জেলাভিত্তিক অভিজ্ঞ সেলস অফিসার ও ম্যানেজার চাই। উঃ বঃ 6291807514. (K)
■ Wanted experienced dynamic result oriented Marketing Executives, Marketing Persons having 2 wheelers prefered for Wooden Furnitures and School Utilities and an experienced Executive for participating In Defence/Para Military Department Dry & Wet Ration Tender Bidding etc. Office Dagapur, Siliguri. Send CV WhatsApp : 9831067632. (C/112784)
■ Association Off.-এর জন্য Computer জানা স্মার্ট (Smart) লোক চাই। পার্ট টাইম 3 P.M. to 8.30 P.M. যোগাযোগ Ph.No. WhatsApp CV. Ph.No. 7872436003. (C/112474)

কর্মখালি

■ We are hiring Female Pre-School Counselor. Experience required min 3 years. (Salary 10K to 15K). Location-Hakimpara, Siliguri. Interested candidates send your CV within 2 days. Apply now- highnessgrp@gmail.com
■ নতুন সোনালিকা ট্র্যাক্টর বিক্রির জন্য Salesman চাই। 2-3 বছরের অভিজ্ঞতা সহ গরুবাথান, মেটেলি, শালুগাড়া, চালসা, ধূপগুড়ি, হলদিবাড়ি এই জায়গাগুলির জন্য যোগাযোগ। (M) 8910746867. Rounak Tractors, Authorised Dealer, Paharpur, Jalpaiguri. (C/112771)
■ One of the leading Business House located in Siliguri is looking for two Graduate male candidates with min. 2 yr. sales experience for the role of Sale Executive at Siliguri and Malda headquarters, salary is 20k+TA+DA. Pls submit your resume by mail : biswajitsales@gmail.com (C/112479)

কর্মখালি

■ শিলিগুড়িতে শোরুম দেখাশোনা অফিশিয়াল কাজে সাব-স্টাফ (পুরুষ) চাই। প্রার্থী রান্না জানাও আবশ্যক। (M) 70983-96716. (C/112481)
■ পিকআপ গাড়ি চালানোর জন্য কমার্শিয়াল লাইসেন্স আছে এমন ড্রাইভার প্রয়োজন। (M) 7001928843. (C/112480)
■ শিলিগুড়িতে বাড়িতে থেকে কাজের জন্য ফ্যামিলি কার ড্রাইভার ও পরিচারিকা চাই। (স্বামী ও স্ত্রী), বেতন - সাক্ষাতে। 7797712353. (C/112478)

টেলিকলার চাই (Female)

■ শিলিগুড়িতে নামী অফিসে ফিমেল টেলিকলার চাই। বেতন 12000/- to 15000/- P.M. ইন্টারভিউ 30/09/2024 সোমবার From 5 P.M. যোগাযোগ ঃ প্রবীন আগরওয়াল ন্যাশনাল কমার্স হাইস, 2nd ফ্লোর, চার্চ রোড, শিলিগুড়ি। - 9647855333. (C/112481)

কর্মখালি

■ The Paan Palace শিলিগুড়িতে খিলি পানের কাজ জানা এবং Sales & Service-এর জন্য দক্ষ পুরুষ/মহিলা কর্মী প্রয়োজন। (M) 8918394139. (C/112479)
■ Male Graduate Candidate, preferable Siliguri resident having a Two-wheeler & Driving Licence, required for a branded Bakery Company for the position of Office Clerk. Salary 12K+Allowances. Contact : 7001928843. (C/112480)

অ্যাফিডেভিট

■ কেস রেকর্ডে ভুল নাম ঠিকানা উল্লেখ থাকায় 27/9/2024 তারিখে মাথাভাঙ্গা নোটারি পাবলিক অ্যাফিডেভিট বলে আমি নিত্যানন্দ রায় প্রামাণিক ও নিত্যানন্দ বর্মন এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হলাম। তৎসহ জানাই, আমার সঠিক ঠিকানা : গ্রাম- ধুলিয়া খলিসা, থানা-মেখলিগঞ্জ। (B/S)

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

রাতে দৌরাত্ম্য থামছেই না মদ্যপদের

নির্দিষ্ট সময়ের পরেও পাবে হইহুল্লোড়

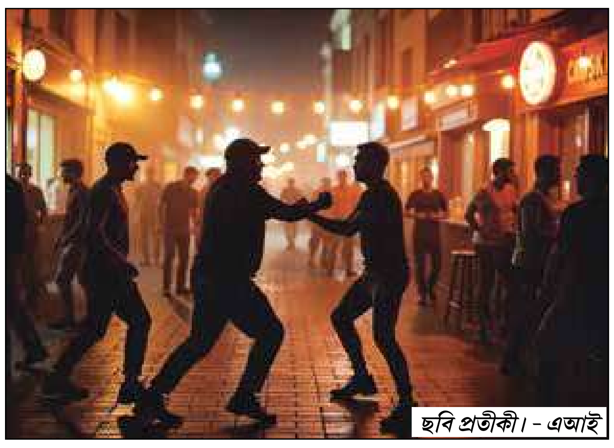

ছবি প্রতীকী। - এআই

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২৮ সেপ্টেম্বর : রাত বাড়তেই উৎপাত বাড়ছে শিলিগুড়ির সিটি সেন্টারে। মধ্যরাতে মদ্যপ অবস্থায় প্রায়ই নিজেদের মধ্যে ঝামেলায় জড়াচ্ছে একদল তরুণ। অনেকে আবার উত্ত্যক্ত করছে বাকিদের। ভোর তিনটে, চারটে পর্যন্ত চলছে এধরনের ঘটনা। শপিং মলের বেসরকারি নিরাপত্তারক্ষীরাও মাঝেমধ্যে পরিস্থিতি সামাল দিতে হিমসিম খান। তাই বারবার আসতে হচ্ছে পুলিশকে।

নির্দিষ্ট সময়ের পর বাড়তি এক ঘণ্টা খোলা রাখতে আবগারি দপ্তরকে টাকা দিয়ে অনুমতি নিচ্ছে পাবগুলি। অভিযোগ, এক ঘণ্টার বদলে দুই থেকে তিন ঘণ্টা বেশি সময় ধরে খোলা থাকছে সেগুলো। নির্দিষ্ট সময়ে প্রবেশ বন্ধ হলেও যারা ভেতরে থাকছে, তারা বেরোচ্ছে রাত দুটো-তিনটের পর। তারপর মদ্যপ অবস্থায় জড়িয়ে পড়ছে বিবাদে।

সম্প্রতি এধরনের একাধিক ঘটনা ঘটেছে পাবগুলিতে। তাই রাত ১২টার মধ্যে সেসব বন্ধ করে দেওয়ার দাবি উঠছে। এদিকে, লোক টানতে রীতিমতো বিজ্ঞাপন দিচ্ছে ওইসব পাব। সেখানে রাত দুটো, তিনটে পর্যন্ত খোলা রাখার সময় উল্লেখ থাকছে। তা সত্ত্বেও কেন পদক্ষেপ করা হচ্ছে না, উঠছে প্রশ্ন। অভিযোগ, আবগারি দপ্তরের নজরদারি না থাকায় নির্দিষ্ট সময়ের পরেও হইহুল্লোড় চলছে অবাধে।

এব্যাপারে কথা বলতে দার্জিলিংয়ের আবগারি সুপার পাখরিনের সঙ্গে একাধিকবার ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও তিনি না ধরায় বক্তব্য মেলেনি। শিলিগুড়ি ডেপুটি পুলিশ কমিশনার (পশ্চিম) বিশ্বচাঁদ ঠাকুরের বক্তব্য, 'যারা আবগারির থেকে বেশি সময় চালানোর অনুমতি নিয়ে আসছে, তাদের ওই সময়টুকু দেওয়া হচ্ছে। এর বেশি চালালেই অভিযান চালানো হচ্ছে। প্রয়োজনীয় আইনে পদক্ষেপ করা হচ্ছে।'

কিছুদিন আগে সিটি সেন্টারের একটি পাবের বাইরে দুই পক্ষের মধ্যে ব্যাপক ঝামেলা হয়। অভিযোগ, সেখানে এক তরুণীর শ্লীলতাহানি করা হয়েছিল। তার কিছুদিন আগে সিটি সেন্টারের আরও একটি পাবে গণ্ডগোল হয়। সেখানে জড়িয়ে গিয়েছিলেন বাউন্সাররাও। এসবের বাইরে ওই শপিং মলে একাধিক পাবে হুক্কাবার চালানো হচ্ছে। অভিযোগ, হুক্কাবারের আড়ালে মাদকেরও কারবার চলছে সেখানে।

এই পাবগুলোর বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ উঠছে। একাধিক মামলা দায়ের হয়েছে মাটিগাড়া থানায়। তারপরেও কোনও অজ্ঞাত কারণে বারবার ছাড় পেয়ে যাচ্ছে প্রত্যেকেই। পরিস্থিতি এমন যে, দিন পনেরো আগে পাবগুলির পরিস্থিতি দেখতে রাতে নিরাপত্তারক্ষী ছাড়া ভাড়া করা গাড়ি নিয়ে সারপ্রাইজ ভিজিটে বেরিয়েছিলেন শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর। সঙ্গে ছিলেন শহরের ডেপুটি পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর। এরপর কিছুদিন ১২টার মধ্যে পাবগুলি বন্ধ করে দেওয়া হত। কড়াকড়ি কিছুটা শিথিল হতেই ফের আগের অবস্থায় ফিরছে পাবগুলি।

প্রত্যেকটি পাব বিজ্ঞাপন দিচ্ছে। খদ্দের টানতে আকর্ষণীয় সব অফার। কেউ বলছে রাত দুটো পর্যন্ত খোলা থাকবে, তো কেউ বিজ্ঞাপনে লিখছে রাত তিনটের কথা। সপ্তাহান্তে অনেক জায়গায় মহিলাদের জন্যে প্রবেশমূল্য শূন্য করে দেওয়া হয়। কোথাও মিলছে খাবারের বিলে ছাড়। যেটা যত রাত পর্যন্ত খোলা রাখছে, সেখানে তত ভিড় বাড়ছে। তারপর মদ্যপ অবস্থায় ঝামেলা, মারপিটে জড়ানো থেকে দুর্ঘটনার কবলে পড়া- বাদ পড়ছে না কিছুই।

নিয়ম ভাঙার খেলা

- বাড়তি এক ঘণ্টা খোলা রাখতে আবগারি দপ্তরকে টাকা দিয়ে অনুমতি
- অভিযোগ, এক ঘণ্টার বদলে দু'তিন ঘণ্টা বেশি খোলা থাকছে পাবগুলো
- নির্দিষ্ট সময়ে প্রবেশ বন্ধ হলেও খদ্দেররা বেরোচ্ছে রাত দুটো-তিনটের পর
- নিজেদের মধ্যে ঝামেলা, অন্যদের উত্ত্যক্ত করা, দুর্ঘটনা- বাদ নেই কিছু
- পাবগুলো নিয়ে অভিযোগ দীর্ঘদিনের, তবুও লাগাম টানা যায়নি

মদ্যপানে বাধা, মারধরে আহত ৩ পুলিশ

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৮ সেপ্টেম্বর : মদ্যপানে বাধা পেয়ে পুলিশকে মারধরের অভিযোগ উঠল শিলিগুড়িতে। শনিবার ভোরে উত্তরায়ণের মূল গেটের কাছে ঘটনাটি ঘটেছে। মারধরে আহত হয়েছেন তিন পুলিশকর্মী। অভিযুক্ত দুই তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে মাটিগাড়া থানা। ধৃতদের নাম বিবেক বিশ্বকর্মা ও নিময় থাপা। ধৃতদের এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। বিচারক জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার ভোর তিনটে নাগাদ মোবাইল ভ্যানে টহলদারি চালানোর সময় পুলিশকর্মীদের নজরে পড়ে, উত্তরায়ণের মূল গেটের সামনে একটি গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। পুলিশকর্মীরা সামনে যেতেই দেখতে পান, গাড়ির ভেতরে দুই তরুণ মদ্যপান করছে। এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য পুলিশ তাদের গাড়ির কাচ খুলতে বলে। এরপরই গাড়িতে থাকা এক তরুণ কাউকে ফোন করে। কিছুক্ষণ পর প্রায় পনেরোজন তরুণ ওই গাড়ির কাছে চলে আসে। পুলিশের সঙ্গে শুরু হয় মারপিট। অভিযোগ, মারধরে তিন পুলিশকর্মী আহত হয়েছেন। পরে যদিও পুলিশের প্রতিরোধের মুখে পড়ে অভিযুক্তরা পালিয়ে যায়। গাড়ির মধ্যে থাকা মূল অভিযুক্ত দুই তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে মাটিগাড়া থানা।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের মধ্যে বিবেক ও নিময় দুজনই শালবাড়ির বাসিন্দা। তাদের এদিন আদালতে তোলা হয়েছে।

তবে পুলিশের ওপর হামলার ঘটনা শিলিগুড়ি শহরে নতুন নয়। এর আগেও গাড়ির মধ্যে মদ খাওয়া বন্ধ করতে গিয়ে মারধরের শিকার হয়েছিলেন পুলিশকর্মীরা। জলপাই মোড়ের ওই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতে একই ধরনের ঘটনা ঘটেছিল সেবক রোডেও। তারপর ফের এদিন মাটিগাড়া এলাকায় আক্রান্ত হল পুলিশ। এদিন মদ্যপানে বাধা পেয়ে যেভাবে ফোন করে বাইরে থেকে দলবল ডেকে এনে পুলিশের ওপর হামলা চালানো হয়েছে, তা নিয়ে চর্চা চলছে শহরে। হামলাকারীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি উঠেছে।

অন্যদিকে পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, এধরনের কার্যকলাপ কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। শহরে আইনবিরুদ্ধ কোনও কিছু দেখলেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

দাদাগিরি

- টহলদারি চালানোর সময় পুলিশকর্মীদের নজরে পড়ে, উত্তরায়ণের মূল গেটের সামনে গাড়ি দাঁড়িয়ে
- গাড়ির ভেতরে মদ্যপান করছিল দুই তরুণ
- জিজ্ঞাসাবাদের জন্য গাড়ির কাচ খুলতে বলেন পুলিশকর্মীরা
- কিছুক্ষণ পর প্রায় পনেরো জন চলে আসে, পুলিশের সঙ্গে শুরু হয় মারপিট

বালাসন ও মহানন্দার সংগমে উপচে পড়েছে জল। লাগাতার বৃষ্টিতে ফুলেফেঁপে উঠেছে দুই নদী। শনিবার নৌকাঘাট থেকে। ছবি : রণজিৎ ঘোষ

মুখ্যমন্ত্রী আসার আগে সাফাই

বাগডোগরা, ২৮ সেপ্টেম্বর : রবিবার বিকেলে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী। তার আগেই তড়িঘড়ি বাগডোগরা উড়ালপুলের নীচে জমে থাকা আবর্জনা সাফাই শুরু হল। লোয়ার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে শনিবার সকাল থেকে আর্থমুভার, ট্র্যাক্টর, শ্রমিকদের কাজে লাগানো হয়।

লোয়ার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েতের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিশ্বজিৎ ঘোষের দাবি, 'বিভিন্ন এলাকা থেকে আবর্জনা এনে উড়ালপুলের নীচে ফেলা হয় বলেই এত পরিমাণে জঞ্জাল জমে থাকে। লোয়ার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েতের ২টি মাত্র সংসদ থেকে আবর্জনা সংগ্রহ করা হচ্ছে। বাকি এলাকার আবর্জনা এনে ফেলা হয় এখানে।' স্বাভাবিকভাবে স্থানীয় মানুষ প্রশ্ন তুলছেন, মুখ্যমন্ত্রী আসার আগেই কেন এত তৎপরতা? অনেকের কটাক্ষ, 'মুখ্যমন্ত্রী যদি প্রতিমাসে অন্তত একবার করে সফরে আসতেন, তাহলে এমন দূষণ ছড়াত না বাগডোগরায়। ভুগতে হত না স্থানীয়দের।'

সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প না থাকায় বাগডোগরা থেকে মাটিগাড়া- সর্বত্র যেখানে সেখানে আবর্জনা জমে থাকতে দেখা যায়। আপার বাগডোগরা থেকে এয়ারপোর্ট মোড় পর্যন্ত উড়ালপুলের নীচে রীতিমতো স্তূপাকারে জমে থাকে। হুলিয়া, লচকা ও মাগুরমারি নদী, এশিয়ান হাইওয়ে টু-এর দু'পাশে, ফাঁসিদেওয়া মোড়, মাটিগাড়া হরসুন্দর হাইস্কুলের সামনে একই পরিস্থিতি। পাশাপাশি উত্তরবঙ্গ বিজ্ঞানকেন্দ্রের সামনের অংশ যেন অঘোষিত ডাম্পিং গ্রাউন্ড। এদিন সাফাই অভিযান দেখে সবিতা রায় নামে এক বধূ বললেন, 'আজ যেভাবে পরিষ্কার করা হচ্ছে, সেটা দেখে ভালো লাগছে। নিয়মিত কেন করা হয় না, জানি না।'

মৃতদেহ উদ্ধার

কানকি, ২৮ সেপ্টেম্বর : কানকি ফাঁড়ির বিধানপল্লি সংলগ্ন এলাকায় রেললাইনের ধার থেকে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হয় শনিবার। এদিন এলাকার কয়েকজন বাসিন্দা রেললাইনের পাশে মৃতদেহটি পড়ে থাকতে দেখেন। খবর দেওয়া হয় ডালখোলা রেল পুলিশকে। তারা এসে দেহটি উদ্ধার করে রায়গঞ্জ জেলা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। রেল পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, মৃতের কোনও পরিচয় পাওয়া যায়নি। পরিচয় জানার চেষ্টা করা হচ্ছে।

জমি বাঁচাতে চিঠি দেবাশিসের বোনের

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ২৮ সেপ্টেম্বর : জমি দখলের মামলায় দেবাশিস প্রামাণিককে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। বর্তমানে জামিনে মুক্ত তিনি। তাঁকে বহিষ্কার করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। এবার পরিবারের 'দখল হওয়া' জমি উদ্ধার করতে প্রশাসনের দ্বারস্থ হলেন দেবাশিসের বোন স্বপ্না সরকার। স্বপ্না ইতিমধ্যে প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে চিঠি লিখে ব্যবস্থা নেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন। গত দু'তিনদিনে রাজগঞ্জ ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর, ভোরের আলো থানা সহ জেলা প্রশাসনের একাধিক আধিকারিকের কাছে জমি উদ্ধার করে দিতে আবেদন জানিয়েছেন তিনি।

সেই চিঠিতে বাবা দেবনারায়ণ প্রামাণিককে 'স্বাধীনতা সংগ্রামী' উল্লেখ করেছেন স্বপ্না। একজন স্বাধীনতা সংগ্রামীর কষ্টার্জিত টাকায় কেনা জমি উদ্ধারের কথা বলা হয়েছে তাতে। সেখান থেকে পাওয়া তথ্য বলছে, ১৯৬০-'৬৩ সালের মধ্যে রাজগঞ্জ ব্লকের মান্তাদারি গ্রাম পঞ্চায়েতের একাধিক জায়গায় দেবনারায়ণ বেশ কিছু জমি কেনেন। মোট পরিমাণ ১৪.২৩ একর। স্বপ্নার কথায়, 'ছয়ের দশকের বন্যায় জমিগুলি বসবাসের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে।

তাই বাবা পরিবার নিয়ে ফুলবাড়িতে বসবাস শুরু করেন।' সেই সুযোগে কিছু মানুষ তাঁদের জমি দখল করে বসবাস শুরু করেন বলে অভিযোগ। স্বপ্নার দাবি, মান্তাদারি গ্রাম পঞ্চায়েতের তিনটি এলাকা মিলিয়ে প্রায় ৪৫ বিঘা জমি দখল হয়ে গিয়েছে।

তবে অনেকেই মনে করছেন, দেবাশিসের গ্রেপ্তার এবং জামিনের পর জমি উদ্ধারের চিঠি দিয়ে আদতে প্রশাসনের ওপর চাপ বাড়ানোর কৌশল নেওয়া হয়েছে। যদিও তা মানতে নারাজ দেবাশিসের আরেক বোন শিখা বিশ্বাস। শিখা বর্তমানে শিলিগুড়ি ভারতনগরের বাসিন্দা। তাঁর ব্যাখ্যায়, 'উত্তরসূরিদের জন্যই জমি উদ্ধার করার চেষ্টা। এর আগে বাম জমানায় চেষ্টা করেও উদ্ধার করা যায়নি। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর ওপর আস্থা রয়েছে। তিনি আমাদের জন্য সুবিচারের ব্যবস্থা করবেন বলে আশা করছি।' বোন প্রশাসনের দ্বারস্থ হলেও এব্যাপারে মন্তব্য করতে নারাজ দাদা। দেবাশিসরা দশ ভাইবোন। বছরকয়েক আগে এক বোনের মৃত্যু হয়েছে।

সকলের সন্তান মিলিয়ে তৃতীয় প্রজন্মের সদস্য সংখ্যা অনেক। চিঠিতে সেই উত্তরসূরিদের নামও উল্লেখ করা হয়েছে। দেবাশিস জমি দখল করতে পারেন, সেটা একেবারেই মানতে নারাজ তাঁর পরিবারের সদস্যরা। যেমন শিখা বলছেন, 'সারাবছর আমার ভাই হাজার হাজার মানুষের উপকার করে। আমাদের পরিবারের কত জমি দখল হয়ে রয়েছে, হিসাব নেই। সেই ভাই দেড় কাঠা জমি দখল করতে যাবে? এটা অবিশ্বাস্য। রাজনৈতিক কারণে ষড়যন্ত্র হয়ে থাকতে পারে। গ্রেপ্তারের আগে তদন্ত হওয়া উচিত ছিল।'

এ নিয়ে কথা বলতে যোগাযোগ করা হলে রাজগঞ্জ ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক এবং দপ্তরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর সুখেন রায় ফোনে সাড়া দেননি। জলপাইগুড়ির অতিরিক্ত জেলা শাসক (ভূমি) প্রিয়দর্শিনী ভট্টাচার্যও ফোন ধরেননি। ফলে প্রশাসনের বক্তব্য মেলেনি।

প্রশাসনের দ্বারস্থ

- ব্লক ভূমি দপ্তর, থানা সহ জেলা প্রশাসনের আধিকারিকদের আবেদন
- চিঠিতে বাবাকে 'স্বাধীনতা সংগ্রামী' বলে উল্লেখ করেছেন স্বপ্না
- মান্তাদারির তিনটি এলাকায় প্রায় ১৪.২৩ একর জমি দখল বলে অভিযোগ
- দাবি, ছয়ের দশকের বন্যায় জমিগুলি বসবাসের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে
- তখন পরিবার নিয়ে ফুলবাড়িতে বসবাস, সেই সুযোগে জমি দখল

বোনাস সমস্যা মেটাতে মমতাকে চিঠি

বাগডোগরা, ২৮ সেপ্টেম্বর : চা বাগান শ্রমিকদের বোনাস সমস্যা মেটাতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি দিলেন দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্ট। শনিবার মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে বোনাস সমস্যার সমাধানে মমতার হস্তক্ষেপ দাবি করেন বিজেপি সাংসদ।

রাজু বলেন, 'পাহাড়ের চা বাগানের শ্রমিকদের ন্যায্য দাবিতে আন্দোলনের বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি করেছি। তরাই ও ডুয়ার্সের শ্রমিকরা বছরে একবার পুজোর মরশুমে বোনাস পান। বর্তমানে ন্যায্য বোনাস পাওয়া চা শ্রমিকদের জন্য একটি কঠিন সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

চা শ্রমিকরা এক মাসেরও বেশি সময় ধরে ২০ শতাংশ বোনাসের দাবিতে আন্দোলন করছে। তখন রাজ্য সরকার, শ্রম বিভাগ এবং গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কেউই শ্রমিকদের সমস্যা নিয়ে কোনও কথা বলেনি বলে অভিযোগ করেন রাজু। সাংসদের কথায়, 'বোনাস পরিস্থিতির দ্রুত সমাধান না করা হলে, এই আন্দোলন এই অঞ্চলে শান্তির ব্যাঘাত ঘটাতে পারে।'

রাজ্যে শ্রম কোড চালুর দাবি রাজুর

রাজুর বক্তব্য, 'রাজ্য সরকার ভারতের পার্লামেন্ট দ্বারা পাশ করা চারটি নতুন শ্রম কোড বাস্তবায়নের জন্য এখনও নিয়ম তৈরি করতে পারেনি। এই শ্রম কোড চালু হলে শ্রমিকদের বেশি মজুরি, উন্নত জীবনযাপন, স্বাস্থ্য সুবিধা এবং সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে।'

অন্যদিকে, পুজোর কয়েকদিন আগে শনিবার শিলিগুড়ির বিধান মার্কেটে আগুন লাগা প্রসঙ্গে রাজু বলেন, 'দুর্যোগ মোকাবিলায় রাজ্য সরকারের পরিকাঠামো আরও বাড়ানো উচিত।' তিনি জানান, আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য শিলিগুড়ির সাধারণ মানুষ, বিধান মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতি, ফায়ার ব্রিগেড, পুলিশ, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাছে কৃতজ্ঞ এবং বিএসএফকেও বিশেষভাবে ধন্যবাদ।

তাঁর কথায়, 'পাহাড়ের বিভিন্ন অংশে ধস নামছে। তিস্তার তীরবর্তী গ্রামগুলি প্লাবিত হচ্ছে। সরকারের কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই।' তিনি বলেন, 'সরকারকে মনে করিয়ে দিতে চাই, দার্জিলিং, তরাই, ডুয়ার্স এবং উত্তরবঙ্গের নাগরিকদেরকে কর আদায়ের নিছক উৎস হিসাবে বিবেচনা করা উচিত নয়। তাঁরা আরও ভালো পরিষেবা পাওয়ার যোগ্য। যা রাজ্য সরকার বারবার দিতে ব্যর্থ হয়েছে।'

বিষ্ণু-নগেনের বৈঠকে জল্পনা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৮ সেপ্টেম্বর : বিজেপির বিক্ষুব্ধ বিধায়ক বিষ্ণুপ্রসাদ শর্মা ওরফে বিপি বজগায়েনের বাড়িতে গিয়ে বৈঠক করলেন দলের রাজ্যসভার সাংসদ নগেন রায়। বিজেপির এই দুই জনপ্রতিনিধির একান্ত বৈঠক ঘিরে শিলিগুড়িতে হইচই পড়েছে। বিষ্ণুপ্রসাদ বলেছেন, 'আমরা যে দাবি নিয়ে লড়াই করছি, সেই দাবি আদায়ের রুটম্যাপ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আগামীতে আমরা আবারও বৈঠকে বসব।' নগেন অবশ্য অন্য সুর গাইছেন। তাঁর কথায়, 'একান্তই ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার। সেখানে রাজনৈতিক কোনও বিষয়ে আলোচনা হয়নি।'

পৃথক কোচবিহার রাজ্যের দাবিতে অনেকদিন ধরেই সোচ্চার নগেন। বর্তমানে তিনি বিজেপির টিকিটে রাজ্যসভার সাংসদ। অন্যদিকে, পৃথক গোর্খাল্যান্ড রাজ্যের দাবিকে সামনে রেখে অনেকদিন ধরেই লড়াই করেছেন বিষ্ণুপ্রসাদ। ২০২১ সালে বিজেপির টিকিটে তিনি কার্সিয়াং থেকে বিধায়ক হয়েছেন। কিন্তু পৃথক রাজ্যের আশ্বাস দিয়ে বারবার বিজেপি পাহাড়ের ভোট নিয়ে জিতলেও এখানকার দাবির প্রতি সম্মান জানায়নি বলে অভিযোগ তাঁর। দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্টের বিরুদ্ধেও দীর্ঘদিন ধরে সরব তিনি। বিষ্ণুর বক্তব্য, 'বারবার গোর্খাল্যান্ডের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিজেপি পাহাড়বাসীর ভোট নিয়েছে। কিন্তু দাবি পূরণে কোনও পদক্ষেপ করেনি। এখানকার সাংসদও পুরো বিষয়টি নিয়ে চুপচাপ। কিন্তু বিধায়ক হওয়ায় আমাকে মানুষ এসে প্রশ্ন করছেন, দাবি জানাচ্ছেন।' এরই প্রতিবাদে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের ভূমিকার সমালোচনা করেছিলেন বিষ্ণুপ্রসাদ। এমনকি গত লোকসভা ভোটে রাজু বিস্টের বিরুদ্ধে নির্দল হিসাবে দার্জিলিং থেকে প্রার্থীও হয়েছেন। যদিও তিনি ভোটবাক্সে কোনও প্রভাব ফেলতে পারেননি।

শনিবার দিল্লি থেকে ফিরে বেলা ১১টা নাগাদ চম্পাসারির দেবীডাঙ্গায় বিষ্ণুপ্রসাদের বাড়িতে আসেন নগেন। প্রায় দু'ঘণ্টা তিনি ওই বাড়িতে ছিলেন। বৈঠক শেষে বিষ্ণু বলছেন, 'সাংসদ আমাকে শুক্রবার টেলিফোন করে দেখা করার ইচ্ছাপ্রকাশ করেছিলেন। আমি শুক্রবার কলকাতায় ছিলাম। রাতে ট্রেন ধরে এদিন শিলিগুড়িতে ফিরেছি। সাংসদও দিল্লি থেকে ফিরে এদিন আমার বাড়িতে এসেছিলেন। দেড় ঘণ্টা আমাদের মধ্যে বৈঠক হয়েছে।'

বৈঠকের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমরা পৃথক রাজ্যের দাবি থেকে সরে আসিনি। কিন্তু আমরা এটাও জানি যে বিজেপিও এই দাবিকে মান্যতা দেবে না। তবে, আমাদের দাবি তো আদায় করতে হবে। কীভাবে দাবি আদায় করা সম্ভব সেই সমস্ত বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। আগামীতে আমরা আবার আলোচনায় বসব।'

নগেন অবশ্য রাখঢাক করছেন। তাঁর মন্তব্য, 'আমাদের পৃথক রাজ্যের দাবি রয়েছে। তবে, এসব নিয়ে কথা হয়নি। পুরোটাই পারিবারিক আলোচনা হয়েছে।'

বৈঠকের বিষয়ে কিছু জানা নেই বলে দাবি করেছেন বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডল।

শিলিগুড়ির দেবীডাঙ্গায় বিষ্ণুপ্রসাদ শর্মার বাড়িতে নগেন রায়।

শংকরের মোবাইল চুরি

শিলিগুড়ি, ২৮ সেপ্টেম্বর : বিধান মার্কেটে আগুন নিয়ে তখন চারদিকে হইচই। ঘটনাস্থলে পরিদর্শনে গিয়ে মোবাইল চুরি গেল শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষের। মার্কেটে এদিক-সেদিক ছোটাছুটির মাঝেই বিধায়ক হঠাৎ খেয়াল করেন, তাঁর পাঞ্জাবির পকেটে মোবাইল নেই। এরপর তিনি পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়িতে অভিযোগ দায়ের করেন। পরে বলেন, 'পকেটে কেউ হাত ঢুকিয়ে মোবাইলটা নিয়েছে। এখন আর কী করা যাবে। আমি তো মানুষের কাজ করছিলাম। চোর চোরের কাজ করল। মনটা একটু খারাপ।'

গ্রেপ্তার ২

ফাঁসিদেওয়া, ২৮ সেপ্টেম্বর : গোপন খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে অসমে পাচারের আগে ২৯টি মোষ উদ্ধার করল ফাঁসিদেওয়া থানা। ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে ২ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃত দুজনের নাম মহম্মদ ফরমান। উভয়েই উত্তরপ্রদেশের মুজফফরনগরের বাসিন্দা। শনিবার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের মহম্মদবক্স সংলগ্ন এলাকায় ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে একটি কনটেনার আটক করে পুলিশ। ঘোষপুকুরের দিক থেকে ফুলবাড়ির দিকে যাচ্ছিল। কনটেনারে তল্লাশি চালাতেই উদ্ধার হয় ২৯টি মোষ। লাইভস্টক নিয়ে যাওয়ার বৈধ নথি ছিল না। এদিন ধৃতদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়।

চল ভিজি...

শনিবার বালুরঘাটের বোল্লায়। ছবি : মাজিদুর সরদার

নিম্নমানের কাজ, বিক্ষোভ

খড়িবাড়ি, ২৮ সেপ্টেম্বর : নিকাশিনালা তৈরির কাজ অত্যন্ত নিম্নমানের হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলে শনিবার বিক্ষোভ দেখালেন খড়িবাড়ি পানিশালী গ্রাম পঞ্চায়েতের জায়গীরজোত সংসদের রূপনজোত গ্রামের বাসিন্দারা। স্থানীয়দের কথায়, নিকাশিনালা তৈরির ক্ষেত্রে কম পরিমাণে সিমেন্ট ব্যবহার করা হচ্ছে। ফলে নিকাশিনালার গার্ডওয়ালের জয়েন্টে ফাটল দেখা দিচ্ছে। গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান পরিমল সিংহ জানিয়েছেন, তদন্ত করে দেখা হবে। ঠিকাদার সংস্থার গাফিলতি থাকলে সংস্থার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হবে।

স্থানীয় বাসিন্দা পার্থ সরকারের অভিযোগ, 'সঠিক বালি-সিমেন্টের মিশ্রন দিয়ে কাজ করা হচ্ছে না। কোথাও ৬:১ আবার কোথাও ৯:১ ভাগ দিয়ে কাজ করা হচ্ছে।' অত্যন্ত নিম্নমানের কাজের অভিযোগ করে ওই এলাকার বাসিন্দা বাবলু সিংহ বলেন, 'ঠিকাদার কাজের শিডিউল দেখাতে চাইছেন না। নিকাশিনালা শুরুতে গার্ডওয়াল ৯ ইঞ্চির করা হয়েছে, অথচ শেষের দিকে ৬ ইঞ্চি করা হচ্ছে।' দ্রুত গ্রাম পঞ্চায়েত উপযুক্ত পদক্ষেপ না করলে কাজ বন্ধের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন গ্রামবাসী।

ঠিকাদার সংস্থার প্রতিনিধি পঙ্কজ ঘোষ বোর্ড না লাগানোটা ভুল হয়েছে বলে স্বীকার করে নিয়েও দাবি করেন, 'আমি বাইরে ছিলাম, মিস্ত্রি ভুল করে ৯ ইঞ্চি গার্ডওয়াল করেছে। শিডিউলে ৬ ইঞ্চি গার্ডওয়ালের কথা রয়েছে।' গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের কথায়, 'কাজের শুরুতেই বোর্ড লাগানো নিয়ম। কিন্তু কেন ঠিকাদার সংস্থা বোর্ড লাগায়নি তা দেখতে হবে। আগামী সোমবার পঞ্চায়েতের ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে তদন্ত করে দেখা হবে।'

খড়িবাড়ি পানিশালী গ্রাম পঞ্চায়েতের রূপনজোত গ্রামে পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের টায়েড ফান্ডের ৬ লক্ষ ৭০ হাজার ৯৬৩ টাকা খরচে ২০০ মিটার নিকাশিনালা তৈরির কাজ চলছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, ২ অগাস্ট থেকে কাজ শুরু হলেও ঠিকাদার সংস্থা তথ্য সংবলিত বোর্ড লাগায়নি। এমনকি নিম্নমানের কাজ করছে বলে অভিযোগ।

পর্যটনে গুরুত্ব

শিলিগুড়ি, ২৮ সেপ্টেম্বর : নেপালের পর্যটনের প্রসারে হল কাঞ্চনজঙ্ঘা ট্যুরিজম ফেস্টিভালের দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠান। চলতি বছর বিশ্ব পর্যটন দিবসের থিম মেনে পরিবেশবান্ধবের বার্তা দিয়ে নেপাল থেকে একদল তরুণ সাইকেল চালিয়ে এদিন পৌঁছান শিলিগুড়িতে।

মাটিগাড়ার একটি শপিং মলে আয়োজিত ফেস্টিভালে নেপালের পর্যটনশিল্পের উন্নতি এবং পর্যটকদের সুরক্ষা নিয়ে ভিডিও বার্তা দেন নেপালের ট্যুরিজম ও ফরেস্ট দপ্তরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি বিশাল ঘিমিরে। অ্যাসোসিয়েশন ফর কনজারভেশন অ্যান্ড ট্যুরিজম (অ্যাক্ট)-এর কনভেনার রাজ বসু বলেছেন, 'উত্তরবঙ্গের পাশাপাশি সিকিম, নেপাল, ভুটানের পর্যটনশিল্পের নানা দিক এখানে তুলে ধরা হয়েছে।' রবিবার ভুটানের পর্যটন নিয়ে ফেস্টিভালের সমাপ্তি অনুষ্ঠান হবে।

মৃত্যু নিয়ে চাপানউতোর

রাজগঞ্জ, ২৮ সেপ্টেম্বর : হুকিং করে বিদ্যুৎ নেওয়ার পর বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে একই পরিবারের এক শিশু সহ চারজনের মৃত্যুর ঘটনায় এলাকাবাসী ও বিদ্যুৎ দপ্তরের মধ্যে চাপানউতোর শুরু হয়েছে। বাসিন্দাদের দাবি, এলাকায় অনেকেরই বাড়িতে বৈদ্যুতিক মিটার অচল হয়ে রয়েছে। বহুবার সংশ্লিষ্ট দপ্তরের দ্বারস্থ হলেও সমস্যা মেটেনি। ফলে বাসিন্দাদের অনেকে হুকিং করতে বাধ্য হচ্ছেন। দপ্তর অভিযোগ মানতে চায়নি।

টাকিমারি-১ সংসদের পঞ্চায়েত সদস্য বীণা দাস বলেন, 'বহুদিন ধরেই ওই বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ ছিল না বলে হতভাগ্য পরিবারটির তরফে সুফলা দাস আমাকে জানিয়েছেন। এলাকার আরও অনেক পরিবারই একই সমস্যায় ভুগছে। সমস্যা মেটাতে হুকিং কোনও সমাধান হতে পারে না। তবে এটাও ঠিক যে, দপ্তর যদি সময়মতো ব্যবস্থা নিত তবে পরিবারটিকে এমন সমস্যায় পড়তে হত না।' এলাকাবাসী গোপাল দাস, যুগল দাস বা তৃণমূল কংগ্রেসের স্থানীয় নেতা ধরণীকান্ত রায়ের মতো অনেকেরই একই দাবি। কেউ যাতে ফের হুকিং করে বিপদে না পড়েন সেজন্য বাসিন্দাদের কাছে আবেদন করা হয়েছে বলে জেলা পরিষদের বিদ্যুৎ কর্মাধ্যক্ষ রণবীর মজুমদার জানিয়েছেন।

দপ্তরের বিরুদ্ধে অভিযোগ রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার আঞ্চলিক ম্যানেজার সঞ্জয় মণ্ডল মানতে চাননি। তিনি বলেন, 'গোটা জেলায় হাজার পাঁচেক মিটার খারাপ হয়ে রয়েছে। তবে মিটার খারাপ হলে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়েছে বলে কোনও ঘটনার খবর জানা নেই। যে সমস্ত মিটার খারাপ হয়েছে সেগুলি বদলে দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া, জরুরি পরিস্থিতির মোকাবিলায় খারাপ মিটারকে বাইপাস করেও বেশ কিছু জায়গায় বিদ্যুৎ পরিষেবা বজায় রাখা হয়েছে।' তবে কোনও পরিস্থিতিতেই বাসিন্দারা কেউ যাতে হুকিং করে বিদ্যুৎ না নেন সেজন্য সবার কাছে আর্জি জানানো হয়েছে বলে বিদ্যুৎ আধিকারিক জানান।

পরিদর্শনে গৌতম দেব

শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব শনিবার টাকিমারির ধূপগুড়ি বস্তিতে গিয়ে সুফলার সঙ্গে কথা বলেন। সহযোগিতার আশ্বাসও দেন। সুফলার ভাই অনিমেষ ইতিমধ্যেই বেঙ্গালুরু থেকে বাড়ির উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন। তাঁরা সবাই মিলে দরিদ্র পরিবারটির পাশে রয়েছেন বলে রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায় জানিয়েছেন।

ঘরে ঘরে সকাল-সন্ধের রেওয়াজের শব্দ কই?

মণিদীপা নন্দী বিশ্বাস

'গানে গানে তব বন্ধন যাক টুটে'... গানই প্রতিবাদ, গানই প্রকৃতিকে নিবিড় করে পাওয়া, গানই ভীষণ ভালো রাখতে পারে, যতই কালো অন্ধ সময় আসুক। উত্তীর্ণ হতেই হবে সময়। মানুষ ছোটে, গায়। ছন্দোবদ্ধ গানে কর্মময়তায় ঢুকে পড়ে। ছন্দস্পন্দ : আমাদের প্রত্যেকের শরীরের আনাচে-কানাচে। এই ছন্দ উৎস ব্রতচারীর গানে নৃত্যে মজ্জাগত।

শাস্ত্রীয় সংগীত, যা সব গানের মূলে, তার উৎস সাম বেদ। আরও সহজভাবে 'সমন গান'। গুরুপরম্পরায় যা প্রজন্মের পর প্রজন্ম যুগের পর যুগ নদী স্রোতধারা যেন।

কোনও কোনও মানুষ জন্মসূত্রেই আশ্চর্য সুরের ভাণ্ডার নিয়েই আসেন। আবার কোনও কোনও কণ্ঠ সুরের ধার দিয়েও যায় না, অথচ তিনিই শ্রোতা হয়ে উঠতে পারেন মনন জাত সংগীতের। যে সুর যেখানেই জন্ম নিক, বুকে অজস্র জমানো কুলকুল ধ্বনি, সুরের নামা ওঠা থাক, সব সুরই স্বরের মুখাপেক্ষী। ভারতের বিশাল বিচিত্রতায় সংগীতের বিভিন্ন ধরন বা ফর্ম, অসংখ্য শৈলী তাতে অন্তর্ভুক্ত। মূল শাস্ত্রীয় সংগীতের সঙ্গে লোকজ, পপ, রক মিউজিক সব যুক্ত বা অন্তর্গত হয়েছে।

সংগীত সাধনার কথা আজন্ম শুনেছি, বড় হয়েছি নানাভাবে বিস্তার, প্রসার, পরিবর্তন, বর্জন, গ্রহণ, একটানে গায়ক হয়ে ওঠার বিস্তৃতি ও নমুনা দেখেছি, কখনও শিক্ষায় তৃপ্তি পেয়েছি, কখনও পরিবর্তিত ধারা অনুভব বা উপলব্ধিকে পীড়িত করেছে। কষ্ট পেয়েছি। উত্তরের এই বিরাট প্রাকৃতিক সবুজে বড় হয়ে ওঠা খেলে বেড়ানো আমাদের ছোটবেলায় ওই 'ছাম গাইনের' ধুপ ধুপ হলুদ কোটার ছন্দ বা ঢেঁকি পাড় দেওয়ার শব্দের এক অন্তর্সংগীত শরীরে কণ্ঠে ঢুকে গিয়েছিল। তাতে স্বর সাধনার জায়গা ছিল। সকালের আলোয় রাজনগরের জোয়ারদারবাড়ির সামনে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে শুনেছি ভৈরবীর অদ্ভুত আলাপ। তানপুরায় সুরের মূর্ছনায় পূরবী দি, সোহিনী, রাগেশ্রী... শ্রদ্ধেয় সংগীত শিক্ষক তাদের বাবা প্রীতিনাথ জোয়ারদার তিন মেয়ের এরকমই নামকরণ করেছিলেন। সকালের আলো ফুটতে মশারির আবছা দোল খাওয়া সুরের চলনে। মুগ্ধ হতাম বারবার।

আমার শ্রুতি শৈশব পূর্ণ করত তখন রেকর্ড প্লেয়ার বা টেপরেকর্ডারে বেজে যাওয়া অথবা রেডিওতে সুচিত্রা মিত্র, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবব্রত বিশ্বাসে। পূর্বা দাম, রমা মণ্ডল, সুশীল মল্লিক, অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় কেউ বাদ নেই। পূর্ণ হয়ে ওঠা একেই বোধহয় বলে। মায়ের প্রবল চেষ্টায় বাড়িতে সংগীত শিক্ষক এলেন। একে একে শুধুই স্বর সাধনায় সপ্ত স্বরের যাতায়াত, ওঠা নামা, রাগ ঠাটের তীব্রতা বাড়ির উঠোনময় সন্ধের ডোয়ারকিন হারমোনিয়ামে ছুঁয়ে থাকত। রবীন্দ্রনাথের সংগীত শিক্ষা শ্রুতি গড়ে ওঠার ইতিহাস গল্পে গল্পে যত জেনেছি আগ্রহ বেড়েছে।

আব্বাসউদ্দিন : উত্তরবঙ্গের সর্বকালের সেরা গায়ক

সন্ধেবেলায় ছেলেমেয়েরা খেলা শেষে বাড়ি ফিরে হারমোনিয়ামে সরগম সাধছে, সন্ধের হাওয়া মুখর। তাদের কচি কণ্ঠে শ্রুতি ভরছে। এ ছবি আমাদের হয়ে ওঠায় বেড়ে ওঠায়। এভাবেই যাঁরা তারযন্ত্র বাজানোয় আগ্রহী তাঁরাও শুনেছি গুরুর কাছে শিক্ষা নিতে মহানগরীতে গুরুগৃহে যাতায়াত করেছেন। কণ্ঠসংগীত শিক্ষা করতেও জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, চিন্ময় লাহিড়ী, তারাপদ চক্রবর্তী এঁদের মতো অনেকের কাছেই শিক্ষাগ্রহণে আগ্রহীরা বহু আগে থেকেই কয়েক দশক ধরে যাতায়াত করেছেন, উত্তরবঙ্গের পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে সুষ্ঠু সংগীত ছড়িয়ে গিয়েছে। সেসময় প্রয়াগ বা এলাহাবাদ কেন্দ্র, চণ্ডীগড়, বঙ্গীয় পরিষদ শিক্ষাকেন্দ্র থেকে পরীক্ষা ব্যবস্থাও ছিল, এখনও আছে। ফলত সংগীত শিক্ষা নেওয়ার প্রবল ধারায় সমস্ত আগ্রহী পরিবার প্রভাবিত ছিল।

যুগ বদলেছে, রকম বদলে গেলেও সংগীত শ্রোতা বা শেখার ইচ্ছের মানুষের অভাব নেই, কিন্তু সেটা সঠিক পদ্ধতিতে হচ্ছে তো! এটা জানাও খুব দরকার।

আশি নব্বই দশক পর্যন্তই বলব উত্তরবঙ্গের তোর্সা তিস্তার শহরে কিন্তু উচ্চাঙ্গ সংগীতের আসর বসত। রবীন্দ্র, নজরুল অনুষ্ঠানও হত। মহানগরী বা আরও দূর থেকে ওস্তাদদের নিয়ে এসে সারারাতব্যাপী উচ্চাঙ্গ সংগীতের আসরে মনে আছে সুনন্দা পট্টনায়ক, গিরিজা দেবী, ভীমসেন যোশী, যন্ত্রে ভিজি যোগ, নৃত্যে বন্দনা সিংহ এঁদের অনুষ্ঠান দেখেছি। সংগীতগুরু জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষও এসেছেন। সামনে বসে শোনা এবং শেখার এক স্তর তৈরি করে নেওয়া মনে মনে এটাও জরুরি। যেমন জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের সঙ্গে আসা তরুণ শিল্পী অজয় চক্রবর্তী, তনিমা ঠাকুর এঁদের তখনকার গান শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল আমাদের। জেনেছিলাম সংগীতকে কীভাবে মননচর্চা সাধনচর্চার মধ্যে নিতে হয়। তাছাড়া অনেকদিন পর্যন্ত সরকারিভাবে সংগীতের ওয়ার্কশপগুলো চলেছিল। ঋদ্ধ হতাম।

বদল খুব দ্রুতই দেখলাম। ঘরে ঘরে সকাল-সন্ধের রেওয়াজের শব্দ শোনা যায় না বহুবছর। পিঠে ব্যাগ ছাত্রছাত্রীদের প্রাইভেটের দরজায় সারিতে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। দাঁড়ান তাদের মা-বাবা। যিনি পড়ান তাঁরও সন্ধেটা স্কুল বা কলেজের পর এভাবেই ব্যস্ত সময়ের দিকে এগিয়ে যায়। রাত বাড়ে।

সংগীতচর্চা বাড়তি বোঝা এখন। ওরই মধ্যে অদ্ভুত সুরেলা কণ্ঠ নিয়ে জন্মায় কেউ কেউ। পড়া ভুলে অমল কিশোরের মতো গেয়ে ওঠে দু'কলি গান। মায়েরা তেমন উৎসাহ দিতে আজ আর ভরসা পান না, ক্ষতি হবে লেখাপড়ায়... ইত্যাদি। যাদের আগ্রহ বাড়তে বাড়তে বড় হওয়ার পরও টিকে থাকে, তারা মহানগরীর দিকে গুরুর কাছে যাতায়াত করে, ফিরে এসে সংগীতচর্চা আজও চালিয়ে যায়। তবে উত্তরের বহু অভাবের মতো শিক্ষার্থীরা ঠিকঠাক প্রশিক্ষক, যন্ত্রানুষঙ্গে নিজস্বতাকে কষ্টিপাথরে যাচাই করার সুযোগ পায় না। প্রকৃত দক্ষতা অর্জনের সঙ্গে অর্থের ওতপ্রোত যোগ রয়েছে। হাতেগোনা মুষ্টিমেয় ক'জন লম্বা রেসের ঘোড়া হয়ে সংগীতচর্চা চালাতে পারেন! নয়তো একটা সময় প্রবল ইচ্ছেগুলো মাঝপথে বন্ধ হয়।

তিস্তাপাড়ে রায়কত পরিবারকে ঘিরে গুরুমুখী সংগীতের শিক্ষার্থী শিল্পীরা উঠে এসেছেন, জল শহরের অন্যান্য সংগীত শিক্ষক ভোলা চক্রবর্তী, সন্দীপ তালুকদার, চিন্ময় ভট্টাচার্যের মতো মানুষ এখন কোথায়?

ফলে, 'অনলাইন', ফেসবুক কিংবা গুগল ইউটিউব ভরসা বাড়ছে। একটু শুনতে না শুনতেই নিজেদের ইউটিউব পেজ তৈরি করছে। রিলস-এ টুকরো গানের নীচে হাজার হাজার লাইকে শিল্পী তৈরি হয়ে যায়!! সবচেয়ে বড় কথা, নিজেদের ঐকান্তিকতার এত স্বল্পায়াস অর্জনে তারা মনোযোগী হয়, হচ্ছেন। এখন হাতের মুঠিতেই সংগীত সম্ভারের বিপুল আধার। এর বাইরেও কিন্তু সংগীতচর্চা চলছে। গুরুরা চেষ্টা করে চলেছেন, বেশিরভাগ উত্তরবঙ্গের বাইরে। রবীন্দ্রসংগীত, উচ্চাঙ্গ সংগীত চর্চা চলছে নিজের নিজের মতো। কখনও অনুষ্ঠান ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা। এভাবেই এগিয়ে চলবে নানাভাবে, নানা পথে। সংগীতের সুর বিভিন্ন রূপে সুর মূর্ছনায় এগিয়ে যাবেই পাখির কলতানের মতো।

(লেখক সাহিত্যিক ও শিক্ষক। জলপাইগুড়ির বাসিন্দা)

আব্বাসউদ্দিনের পরে উত্তরবঙ্গ থেকে কোন গায়ক বাংলাজুড়ে জনপ্রিয়তা পেয়েছেন? দক্ষিণবঙ্গের সংগীত মহল যাঁদের এক ডাকে চেনেন। শুভমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌমিত্র রায় বা মৌসুমী ভৌমিক, ময়ূখ-মৈনাকের মতো উত্তরবাংলায় জন্মে বাংলাজোড়া পরিচিতি এখন কাদের? এই জায়গায় কি অনেকটাই ভাটার টান? উত্তরবঙ্গের সাহিত্যচর্চা, নাট্যচর্চার পর পুজোর মুখে উত্তর সম্পাদকীয়র চর্চায় উত্তরবঙ্গের গান।

উত্তরের সংগীতচর্চা

রংমহল লেন এবং সুরের রং

সুস্মিতা সোম

দিনের শেষে একটা নিরালা নির্জন সময় আমরা চাই যেখানে কেবল সুর-ই আধিপত্য বিস্তার করবে। আমি ততক্ষণ পর্যন্ত গানগুলি শুনি যতক্ষণ না প্রার্থিত সুরটি খুঁজে পাই। সেই সুর হতে পারে যৌবন উদ্দীপক, প্রেমিকের সুরভিত আকুতি, প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্য অথবা আধ্যাত্মিক সমর্পণ। সুরের আলোকিত সৌন্দর্যে উদ্বেল হওয়ার অনুভবই আমার সৃষ্টির প্রেরণা। এখানে এই উত্তরবঙ্গের আকাশে-বাতাসে গান, তাই বারবার ফিরে আসা উত্তরবঙ্গের স্নিগ্ধ ছায়ায়- কথাগুলি বলছিলেন চলচ্চিত্রকার বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের চলচ্চিত্র সংক্রান্ত আলোচনার শুরুতে।

উত্তরবঙ্গের মানচিত্রের দিকে তাকালে এই কথার যথার্থতা বুঝতে অসুবিধা হয় না। পশ্চিমবাংলার এক বিরাট ভূখণ্ড এই উত্তরবঙ্গ। বিপুল তার প্রাকৃতিক সম্পদ, উদার ভৌগোলিক বিস্তৃতি। প্রকৃতির বিচিত্র কর্মকাণ্ডে তাদের কণ্ঠে যে গান জাগে তার পরিধি, প্রকারও বিচিত্র ধারায় উৎসারিত।

এই মাটিতে রাগরাগিনী সৃষ্টি হয়ে লোকগানকে সমৃদ্ধ করেছে, নাকি লোকগানগুলির অন্তর্নিহিত আবেদনে সৃষ্টি হয়েছে রাগরাগিনী- সেকথা আলাদা করে জানার উপায় যেমন নেই প্রয়োজনও নেই। কারণ সুর-ই যে সুরের সৃষ্টির আধার এটি পরম সত্যি। দেখা যায় এই মাটিতে চর্যাপদের কবিরা একাধিক রাগরাগিনী সৃষ্টি করেছিলেন যার মধ্যে আছে- ভৈরবী, কামোদ, ধানশ্রী, দেশাখ, মল্লারী, পটমঞ্জুরী, কামোদগুঞ্জরি, বড়ায়ী, রামক্রী বা রামকিরি। রামকিরি রাগের সৃষ্টির উৎসস্থল বলে মালদহ জেলার চৈতন্য পদধূলিধন্য 'রামকেলি' আজও সমগ্র বৈষ্ণব সমাজের কাছে আদরনীয় স্থান। অন্যদিকে উত্তরবঙ্গের মাটিতে রয়েছে লোকগানের অনন্ত উপাদান যার কয়েকটি হল খন, গমিরা, গম্ভীরা, ডোমনি, বোলান, বন্ধুয়ালা, যুগীপর্ব, সৈতপীরের গান, আলকাপ, পঞ্চরস, রাম বনবাস, চোরচুন্নি, কোয়ালিমনসা, অষ্টক রামায়ণ, পদাবলি, গাজনের গান, সানজা, জারি, হোলি, ভাওয়াইয়া, ভাজই, মেচেনি, জলমাঙ্গা, ঝারণি, পাঁচালি, সারিগান, লক্ষ্মীয়ালা, বাউল, ফকিরিগান, কেচ্ছাগান, নবান্নের গান, গাজির গান, আদিবাসীদের গান, বিয়ের গান ইত্যাদি ইত্যাদি।

মালদার নিজস্ব চারিত্রিক গান গম্ভীরার কথাই ধরা যেতে পারে। এই লোক আঙ্গিকটির আছে নিজস্ব ভাষারীতির গানের কথা, নিজস্ব নৃত্যশৈলী ও নিজস্ব প্রকাশরীতি। এই লোকগানের শাখাটির জনপ্রিয়তার পিছনে মহম্মদ সুফি, যোগেন্দ্রনাথ চৌধুরী, সোলেমান ডাক্তার, ইন্দ্রদমন শেঠ, অমর মণ্ডল, নির্মল দাস চৌধুরী, প্রশান্ত শেঠ, বাবলু মণ্ডল।

গম্ভীরা গানের অন্য একটি ধারা আলকাপ। গম্ভীরা গানের ধর্মীয় গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যাওয়া পাঁচমিশালি মজাদার গান হল আলকাপ। আলকাপের বিখ্যাত শিল্পীরা হলেন বনমালী প্রামাণিক,

মৌসুমী ভৌমিক

রঘু খলিফা, হাফি খলিফা, যোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী, নজর মোহাম্মদ, ক্ষুরমোহন পান্ডে প্রমুখ।

গঙ্গা-কালিন্দ্রী-ফুলহর-কোশীর ক্রোড়ে লালিত এক বিশেষ সংগীতধারার নাম ডোমনি। এই গানের শব্দবন্ধে ব্যবহৃত হয় বিহারের পূর্ণিয়া, দ্বারভাঙ্গা, পাটনা, গয়া, মুঙ্গের, ভাগলপুর, সাঁওতাল পরগনা, ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চল থেকে আসা বিভিন্ন জাতির কথ্যরীতির ভাষা।

ঝারনি গান উত্তরবঙ্গের ফসল। লালনক্ষেত্র মধ্যবঙ্গ বা গৌড়বঙ্গ। মালদা জেলাতেই এই গানের অঙ্কুরভূমি। কারবালার যুদ্ধ বৃত্তান্ত ও কষ্টদায়ক বিবরণ এই গানের মূল বিষয়বস্তু। বাঁশের ফাঁপা অংশকে ফালি ফালি করে চিরে একগুচ্ছ কাঠির আকার দেওয়া হয়, যা একটির উপর আরেকটিকে আঘাত করলে ঝন ঝন শব্দ সৃষ্টি হয়। বাঁশের তৈরি এই ঝারনি বাদ্য বাজিয়ে ছন্দময় পদচারণার সঙ্গে কারবালাকেন্দ্রিক গান গাওয়া হয় বলে এর নাম ঝারনি গান। শেখ ইব্রাহিম ও তাঁর পুত্র এমডি ইউনুস আলি ঝারনি গানকে জনপ্রিয় করেছেন।

উত্তরবঙ্গের প্রাণের সংগীত বলতে যা বোঝায় সেটি হল ভাওয়াইয়া। এই গানের অন্তর্নিহিত সুর আবার দুই ধরনের বৈশিষ্ট্য বহন করে। একটি 'দরিয়া' অন্যটি 'চটকা'। দরিয়া শব্দের অর্থ নদী বা নদীগর্ভ। উত্তরবঙ্গের তিস্তা-তোর্সা-মহানন্দার জলকল্লোলের সঙ্গে মিলিয়ে লম্বা টানের সুর মেশানো গানগুলি হল 'দরিয়া'। আর 'চটকা' হল ছোট টানের গান। ফলে রঙ্গ রসিকতার সুযোগ চটকা

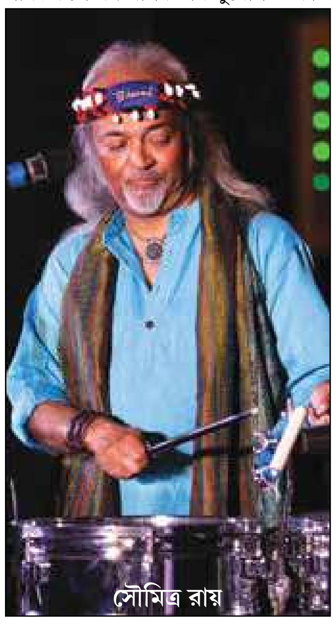

সৌমিত্র রায়

গানে অনেক বেশি। এই গানের শিল্পীদের মধ্যে আছেন আব্বাসউদ্দিন স্বয়ং। সঙ্গে কাছিমুদ্দিন, প্রতিমা বড়ুয়া, আয়েষা সরকার, পারুল রায়, কবিতা রায় সহ আরও অনেকে।

বাউলগানের আকরভূমি বীরভূমকে বলা হলেও উত্তরবঙ্গেও এই গান যথেষ্ট জনপ্রিয়। শ্রী রাধারানির কৃষ্ণপ্রেমের উজ্জ্বল রসের যাঁরা ধারক, বাহক ও প্রচারক, তাঁরাই বাউল বা বাউরি। উত্তর, দক্ষিণ ও মালদহ জেলায় বাউলশিল্পীদের মধ্যে আছেন সদানন্দ মহান্ত, ধরণী বিশ্বাস, খগেন মণ্ডল, দুর্গা ক্ষেপি, মনোহর গোঁসাই, নীলমণি গোঁসাই, শর্মিলা ক্ষেপি, মাধব গোঁসাই, গৌরাঙ্গ হালদার, করুণাময় গোঁসাই, রঘুনাথ দাস, বীরেন গোঁসাই, কৃষ্ণদাস, হারাধন ঠাকুর, দশরথ হালদার, মহাদেব সূত্রধর, তপন পণ্ডিত প্রমুখ। এখন এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েরাও বাউলগানের প্রতি আগ্রহ দেখাচ্ছে।

জলজঙ্গলে পূর্ণ বাংলাদেশে সাপের দেবী মনসার আবির্ভাব বহু প্রাচীনকালে। কিন্তু মনসা দেবীকে কেন্দ্র করে পালাগানের প্রচলন খুব বেশিদিনের নয়, সম্ভবত উত্তরবঙ্গের কবি তন্ত্রবিভূতি, জগজীবন ঘোষাল, জীবন মৈত্র ইত্যাদি কবিদের কাব্য রচনার পর থেকে। সাধারণত মনসাপালার বিষাদমূলক পরিণতি ও তার থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায় হল মনসা পালাগানের প্রভূত জনপ্রিয়তার কারণ।

উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সাধারণ পরিশ্রমী মানুষের ভাবনাচিন্তা থেকে গড়ে ওঠা 'খন' এক জনপ্রিয় লোকগান। সংস্কৃত 'ক্ষণ' যার অর্থ 'সময়'। সেখান থেকে 'খন' শব্দের উৎপত্তি। এই গানের বিষয়বস্তু বিভিন্ন সময় ঘটে যাওয়া গোপন প্রণয়, অসবর্ণ বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, মামলা-মোকদ্দমা ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্র করে মুখে মুখে তৈরি হওয়া পালাগান।

শুভমিতা

মালদার আরেকটি জনপ্রিয় লোকসংগীত হল কোজাগরি খনগান। প্রচলিত ধারণা কোজাগরি পূর্ণিমার দিন রাত্রিতে জেগে থাকতে হয়। বিশ্বাস, এইদিন দেবীলক্ষ্মী শস্যখেতের শস্যদানায় দুধ সঞ্চার করেন। শস্য পাহারায় থেকে দেবীর আবাহন না করলে তিনি আশীর্বাদ না করেই ফিরে যান। রাত জাগতে হয় বলে নৃত্যগীতের অনুষ্ঠান করা হয়। থাকে দিনোপযোগী ভ্রাম্যমাণ নৃত্যগীত শিল্পীদের দল। স্থানীয় মানুষ তাদের বলেন কোজাগর-মাঙ্গা বা কোজাগর মাগা। এই গানের বিষয়বস্তু দেবীলক্ষ্মীর আরাধনা ছাড়াও সমসাময়িক সমস্যা। তবে মানবিক প্রেম এই গানের একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়।

লোকগানের পাশাপাশি নাগরিক সংস্কৃতিতেও সংগীত এক উল্লেখযোগ্য স্থানের দাবিদার। ঔপনিবেশিক শাসন আমলে উত্তরবঙ্গের একাধিক জমিদার বাড়িতে উচ্চাঙ্গ সংগীতের আসর বসত। সামাজিক অথবা পারিবারিক উৎসবকে কেন্দ্র করে কলকাতা, বেনারস অথবা লখনউ থেকে উচ্চাঙ্গ সংগীতের শিল্পীরা আসতেন সংগীত পরিবেশন করতেন। মালদহ জেলার চৌধুরী এবং হরিশ্চন্দ্রপুরে জমিদার বাড়িতে নিয়মিত এই সংগীতের আসর বসত। ইংরেজবাজার চৌধুরী জমিদারদের যে বাড়িতে এই আসর বসত সেই গলিটি এখনও 'রংমহল লেন' নামে পরিচিত। হরিশ্চন্দ্রপুরের জমিদারির উত্তরাধিকারীরা এখনও সংগীতের সেই ধারা বজায় রেখে চলেছেন। জেলায় আছে উচ্চাঙ্গ সংগীতের একাধিক প্রতিষ্ঠান। সবরং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আছেন সাহাদাত রানা খান, সুরসঙ্গমে শিক্ষিকা অন্তরা বিশ্বাস, এছাড়া ত্রিদিব সান্যাল, বনানী মিশ্র সান্যালরাও নিয়মিত চর্চা করে চলেছেন। রবীন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী শেখান সেতার, সরোদ, বাঁশি।

শুধু উচ্চাঙ্গ সংগীতই নয়, রবীন্দ্রসংগীত ও অন্যান্য লঘু সংগীতের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা অত্যন্ত যত্ন নিয়ে সংগীতচর্চা করছে। যাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজন জেলার বাইরেও যথেষ্ট নাম কিনেছেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন হলেন তনুশ্রী চক্রবর্তী, বাসবী দত্ত, মানবী ঘোষ, সুখময় মজুমদার, ইন্দ্রাণী বন্দ্যোপাধ্যায়, তপতী দে। মালদার শুভমিতা, সৌমিত্র রায়, দেবদীপ মিশ্র, বালুরঘাটের মেখলা দাশগুপ্ত, জলপাইগুড়িতে জাত মৌসুমী ভৌমিক উচ্চাঙ্গ সংগীত, লঘু সংগীতের জগতে যথেষ্ট স্বনামধন্য।

শুধু কণ্ঠ সৌন্দর্যই নয়, উত্তরবঙ্গের মানুষ এখানকার প্রকৃতির অন্তর্নিহিত আহ্বান বা দর্শনজাত সুরকে আত্মস্থ করে তৈরি করেছে নিজস্ব স্বতন্ত্র ঘরানার একাধিক বাদ্যযন্ত্র, যেমন- সারিন্দা, দোতারা, করকা, ঢোলক, বেঞ্জু, সানাই, একতারা, খঞ্জরি, খমক ও ঘুণ্টি সহ দেশীয় নানা বাদ্যযন্ত্র। সহজ মনের মানুষের সহজ সুরের সহায়ক এই যন্ত্রগুলি। যুগযুগান্তরের ঐতিহ্য ও পরম্পরা বহন করছে উত্তরবঙ্গের সংগীতের ধারা। পাহাড়-নদীতে লুকিয়ে থাকা এই একান্ত সুর যেন মানুষের কণ্ঠবাহিত হয়ে নিজের অস্তিত্বের কাছে দায়বদ্ধ হয়, বলে-

তোমার সুরে ভরিয়ে নিয়ে চিত্ত
যাব যেথায় বেসুর বাজে নিত্য।

(লেখক সাহিত্যিক ও শিক্ষক। মালদার বাসিন্দা)

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

গেট ভেঙে ঢুকল গাড়ি

শুক্রবার রাতে বসিরহাটের স্থলবন্দর ও বাংলাদেশের তিনটি গেট ভেঙে ওপার বাংলায় ঢুকে গেল একটি পণ্যবাহী গাড়ি। পরে সতর্কতায় গাড়ির চালক ও খালাসিকে গ্রেপ্তার করেছে বাংলাদেশ পুলিশ।

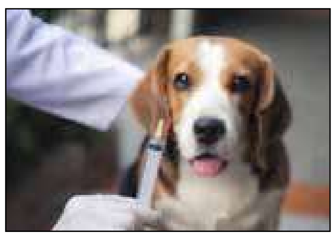

জলাতঙ্ক প্রতিষেধক

প্রাণীসম্পদ বিকাশ বিভাগের হুগলি জেলার উদ্যোগে শনিবার চুঁচুড়া প্রাণী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পালিত হল বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস। চিকিৎসক জয়জিৎ মিত্র জানান, এদিন ২৬৮টি পথ কুকুর ও বিড়ালকে টিকা দেওয়া হয়েছে।

কাশ্মীরে মৃত্যু

কাশ্মীরে বেড়াতে গিয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে মারা গেলেন হুগলির এক ব্যবসায়ী। কয়েকদিন আগে পরিবার নিয়ে তিনি কাশ্মীর গিয়েছিলেন।

সাটসা-র উদ্যোগ

কৃষি প্রযুক্তিবিদদের সংগঠন 'সাটসা' শনিবার দক্ষিণ বারাসতের এক অনাথাশ্রমে ৫৫ জন শিশু ও প্রবীণকে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণ করে।

সাগর দত্ত হাসপাতালে জুনিয়ার ডাক্তারদের কর্মবিরতি

রোগীর পরিবারের হামলা

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ২৮ সেপ্টেম্বর : আরজি কর কাণ্ডের পর যখন নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন জুনিয়ার ডাক্তাররা, সেইসময় সাগর দত্ত মেডিকেল কলেজে ডাক্তার, নার্স ও হাসপাতাল কর্মীদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটল। এর প্রতিবাদে শুক্রবার রাত থেকেই ওই হাসপাতালে কর্মবিরতি চালাচ্ছেন জুনিয়ার ডাক্তাররা। পরিস্থিতি সামাল দিতে শনিবার হাসপাতালে যান রাজ্যের স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগম। তাঁর কাছে ১০ দফা দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। স্বাস্থ্যসচিব তাঁদের মৌখিক আশ্বাস দিয়েছেন। কিন্তু লিখিত আশ্বাস না পাওয়া পর্যন্ত কর্মবিরতি চলবে বলে সাফ জানিয়েছেন তাঁরা। ইতিমধ্যেই চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে কামারহাটি থানার পুলিশ। ধৃতদের মুক্তির দাবিতে পরিবারের লোকেরা দীর্ঘক্ষণ মৃতদেহ রেখে বিক্ষোভ জানান।

পুলিশ সূত্রে খবর, শুক্রবার রাতে রঞ্জনা সাউ (৩৬) নামে এক মহিলাকে ওই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। তিনি প্রবল শ্বাসকষ্টে ভুগছিলেন। তাঁর পরিবারের অভিযোগ, হাসপাতালে আনার পরেও দীর্ঘক্ষণ কোনও চিকিৎসা হয়নি। শেষে তাঁর শারীরিক অবস্থা সংকটজনক হওয়ায় স্বাস্থ্যকর্মীরা অক্সিজেন সিলিন্ডারের ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু তাঁকে বাঁচানো যায়নি। এরপরই ক্ষোভে ফেটে পড়েন রোগীর আত্মীয়রা। রীতিমতো মারধর ও হেনস্তা করা হয় চিকিৎসক থেকে নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের। যদিও পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়।

এভাবে রোগীর পরিবারের হাতে আক্রান্ত হওয়ার পরেই প্রতিবাদে ফেটে পড়েন হাসপাতালের ডাক্তার, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীরা। শুরু হয় কর্মবিরতি। শনিবার সকালেও একই ছবি। ক্ষুব্ধ নার্সদের বক্তব্য, হাসপাতালে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আছে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। যদি তা-ই হয়, তাহলে রোগীর পরিবারের এতজন লোক চারতলায় উঠে কী করে হামলা চালাল? অভিযোগ, ওইসময় পুলিশ দূরে দাঁড়িয়েছিল। কোনও ব্যবস্থাই নেয়নি। ক্ষুব্ধ নার্সরা বলেন, 'আমরা মানুষকে পরিষেবা দিতে আসছি, মার খেতে নয়।' হাসপাতালে স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য প্রয়োজনীয় 'চেঞ্জিং রুম' নেই বলেও অভিযোগ। পরিস্থিতি সামাল দিতে হাসপাতালের এমএসভিপি সুজয় মিস্ত্রি দফায় দফায় কথা বলেন বিক্ষুব্ধ ডাক্তার, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে। হামলার ঘটনার তীব্র নিন্দা করেন তিনি। সাফ বলেন, 'সব রোগী অমর হবেন, এটা ভাবা অন্যায়। মৃত্যুর বা দীর্ঘদিন রোগে ভোগা রোগীদেরও সুস্থ করে বাড়ি পাঠাতেই হবে এমন ভগবান এখানে নেই। এখানে যাঁরা আছেন, তাঁরা ডাক্তার ও নার্স। ভুলে যাবেন না তাঁরাও মানুষ।' তিনি জানান, নিরাপত্তা বিষয় নিয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা হয়েছে। আরজি করের ঘটনার পর স্বাস্থ্য ভবন থেকে 'চেঞ্জিং রুম' তৈরির জন্য অনুদানও মিলেছে। কিন্তু তা করতে সময় লাগবে।

দাবি ১০

- শ্বাসকষ্টে ভোগা এক মহিলা রোগীর মৃত্যু ঘিরে উত্তপ্ত হল হাসপাতাল
- রোগীর পরিবারের তাণ্ডবের প্রেক্ষিতে কর্মবিরতি চালানো ডাক্তারদের ১০ দফা দাবি
- দাবিসনদ পাঠানো হল রাজ্যের স্বাস্থ্য সচিব সহ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে

জুনিয়ার ডাক্তারদের দাবি নিয়ে হাসপাতালের অধ্যক্ষ পার্থপ্রতিম প্রধানও সহমত প্রকাশ করেন। তাঁদের কর্মবিরতি প্রত্যাহার করে কাজে যোগ দেওয়ার অনুরোধ জানান তিনি। ঘটনার পরই তিনি স্বাস্থ্য ভবনে সবকিছু জানান। সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে হামলাকারীদের চিহ্নিত করা শুরু হয়েছে। নিরাপত্তা খতিয়ে দেখতে ব্যারাকপুরের পুলিশ কমিশনার অলোক রাজোরিয়াও হাসপাতালে আসেন। জুনিয়ার ডাক্তাররা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও স্বাস্থ্য সচিবের কাছে ১০ দফা দাবি জানান। তার মধ্যে কী কারণে শুক্রবারের ঘটনা ঘটল, কোথায় ঘাটতি আছে তা লিখিতভাবে কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে। ঘটনার সময় উপস্থিত পুলিশ ও বেসরকারি সংস্থার নিরাপত্তা কর্মীদের শোকজ করতে হবে। কেন মহিলা ওয়ার্ডের ভিতরে ও বাইরে পর্যাপ্ত সিসি ক্যামেরা নেই, তা জানাতে হবে বলে দাবি করেছেন তাঁরা।

চলছে পরিবেশবান্ধব প্রতিমা তৈরি। উত্তর কলকাতার লালা বাগান নবাঙ্কুর ক্লাবে। শনিবার। ছবি : আবির চৌধুরী

ফের নিশানায় জুনিয়ার ডাক্তাররা

দলীয় সতর্কতা মানতে নারাজ দিলীপ

মেদিনীপুর, ২৮ সেপ্টেম্বর : দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তাঁকে যতই সতর্ক করুক না কেন রাজ্য বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ তার পরোয়া করেন না। কলকাতায় জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলনকে কটাক্ষ করা নিয়ে তাঁকে কিছুদিন আগেই সতর্ক করেছিল দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। এমন সতর্কতাকে তিনি যে গুরুত্ব দিতে নারাজ শনিবার মেদিনীপুরে তার প্রমাণ মিলল। তিনি নাম না করে এদিন ফের জুনিয়ার ডাক্তারদের আক্রমণ শানালেন। আবারও বললেন, 'আন্দোলন আন্দোলন খেলা বন্ধ হোক।' এদিন তিনি ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান, মেদিনীপুরের বন্যা নিয়ন্ত্রণ নিয়েও রাজ্যকে তোপ দাগেন। মেদিনীপুরে বিজেপির সদস্য সংগ্রহ অভিযানের প্রস্তুতি বৈঠকে এসেছিলেন দিলীপ। সেখানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি রাজ্য সরকারের উপর খড়্গহস্ত হন।

বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রসঙ্গে বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি বলেন, 'ডিভিসি শুধু জলই ধরে রাখে না, বিদ্যুৎও তৈরি করে। সেই বিদ্যুতে পশ্চিমবঙ্গ চলছে। যখন বন্যা হয় তখন ডিভিসিকেই গালাগালি করে। ডিভিসির ওপর লক্ষাধিক মানুষ নির্ভরশীল। আসলে রাজ্যে বিপর্যয় মোকাবিলার কোনও ব্যবস্থাই নেই। এই সরকার ইচ্ছে করেই কিছু

করেনি। বন্যা জিইয়ে রেখে এরা বার্ষিক আয়ের রাস্তা তৈরি করেছে। বন্যা হলেই ত্রাণ বিলি, লুটপাট চেনা ঘটনা। কেন্দ্রের কাছে লুটপাটের জন্য আবেদন করে। মানুষ মরে মরুক, ওদের কোনও দায়িত্ব নেই। খালি ত্রাণ বিলি, আর লুটপাটের জন্য বন্যাকে ব্যবহার করে।'

আরজি কর প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য, 'যতক্ষণ না সুবিচার আসছে, দোষীরা শাস্তি পাচ্ছে- আন্দোলন চলবে। হঠাৎ করেই ওরা (পড়ুন জুনিয়ার ডাক্তাররা) ঘোষণা করল আর অবস্থান উঠে গেল। সবাই দেখছি মিষ্টিমুখ করছে, আবির মাখছে।' দিলীপের প্রশ্ন, 'শৌচাগার তৈরি, সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানোর দাবি মেনে নিল বলেই আন্দোলন উঠে যাবে? এজন্যই কি মানুষ কষ্ট করল? আমি আবারও বলতে চাইছি, এই আন্দোলন আন্দোলন খেলা বন্ধ হোক।'

এদিন ঘাটালের তৃণমূল সাংসদ দেবকেও আক্রমণ করে দিলীপ জানান, মানুষ তিন-তিনবার তাঁকে (দেবকে) সাংসদ বানিয়েছেন। কিন্তু তিনি কী করেছেন? শুধু মুখ দেখালেই কি মানুষের দুঃখ-কষ্ট ঘুচবে? মুখ্যমন্ত্রীও ছবি তুলছেন, তিনিও ছবি তুলতে যাচ্ছেন। এখনই এসব বন্ধ হোক।

বৃষ্টি থামতেই নিউ মার্কেটে ফের পুজোর কেনাকাটা। শনিবার। ছবি : রাজীব মণ্ডল

এক ব্যক্তি, এক পদ নিয়ে ফের সরব অভিষেক

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৮ সেপ্টেম্বর : দলে 'এক ব্যক্তি, এক পদ' নীতি চালু করা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই সরব তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দলের অভ্যন্তরে এই নিয়ে তিনি বারবার দাবি তুলেছেন। কিন্তু এখনও এই নীতি কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। এই নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে অভিষেকের দূরত্ব তৈরি হয়েছে বলে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা। কিন্তু কোনও পক্ষই তা স্বীকার করেনি। দলে নবীন-প্রবীণ দ্বন্দ্ব নিয়েও মমতার সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ রয়েছে বলে বারবার জল্পনা প্রকাশ্যে এসেছে। ফের এই ইস্যু নিয়েই সরব হলেন অভিষেক। দলে নবীন-প্রবীণ দ্বন্দ্ব মেটাতে ও সাংগঠনিক সংস্কার আনতে পুজোর পরই মেগা বৈঠকের সিদ্ধান্ত হয়েছে। সম্ভবত কালীঘাটে দলের শীর্ষ নেতৃত্বকে নিয়ে এই বৈঠক করতে পারেন মমতা। বৃহস্পতিবারই অভিষেকের সঙ্গে দেখা করেছেন দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী। ওই বৈঠকেই অভিষেক 'এক ব্যক্তি, এক পদ' নীতি কার্যকর করা নিয়ে তাঁর মনোভাব স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

কলকাতা পুরসভার মেয়র পদে ফিরহাদ হাকিমকে বসানোর সময় থেকেই অভিষেক এক ব্যক্তি, এক পদ ইস্যুতে সরব হয়েছিলেন। ফিরহাদকে মন্ত্রিত্বের পাশাপাশি মেয়র পদে বসানো কেন হল, তা নিয়েই তিনি প্রশ্ন তুলেছিলেন। শুক্রবারই ফিরহাদের ওএসডি কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তোলাবাজির অভিযোগ তুলে কলকাতার শেক্সপিয়র সরণি থানায় এফআইআর দায়ের করেছেন অভিষেকের অফিসের এক কর্মী অয়ন ঘোষদস্তিদার। তারপরই এই নিয়ে জল্পনা আরও বেড়েছে। তৃণমূল সূত্রে খবর, ওই বৈঠকেই আরও কয়েকজন নেতার দৃষ্টান্ত তুলে ধরে তাঁদের একাধিক পদে কেন রাখা হয়েছে, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন দলের সেকেন্ড ইন কমান্ড। অভিষেকের বক্তব্য, কেন এক ব্যক্তি, এক পদ নীতি কার্যকর করা হচ্ছে না? এতে সাংগঠনিক ক্ষতি হচ্ছে বলেও মনে করছেন অভিষেক।

উত্তরবঙ্গে দলের ফল খুবই খারাপ হয়েছে। আটটি আসনের মধ্যে শুধুমাত্র কোচবিহার দখল করতে পেরেছে তৃণমূল। বাকি সাতটি আসনে পরাজয় মেনে নিতে হয়েছে। আর দেড়বছর পরই বিধানসভা ভোটের মুখোমুখি হতে হবে। তার আগে সাংগঠনিক সংস্কার না করা হলে বিধানসভায় উত্তরবঙ্গের ফল যে ভালো হবে না, সেই কথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন অভিষেক। তৃণমূল সূত্রে জানা

বক্সীর সঙ্গে বৈঠক

গিয়েছে, আলিপুরদুয়ারে একুশের বিধানসভা নির্বাচনে একটা আসনও তৃণমূল দখল করতে পারেনি। লোকসভাতেও হার মানতে হয়েছে। অথচ দেখা যাচ্ছে, প্রকাশ চিক বরাইককে দলের আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি, টি কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যান, রাজ্যসভার সাংসদ, জেলার আইসিডিএস কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান ও দলের চা-বাগান এলাকার শ্রমিক সংগঠনের সহ সভাপতি পদে রাখা হয়েছে। আবার গঙ্গাপ্রসাদ শর্মাকে দলের জেলা চেয়ারম্যান, জয়গাঁ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান, টি কাউন্সিলের সদস্যপদে রাখা হয়েছে। এক ব্যক্তিকে কেন এতগুলি পদ দেওয়া হয়েছে, তা নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন অভিষেক। পুজোর পর কালীঘাটে মেগা বৈঠকে দলের সংস্কারের রূপরেখা তৈরি করা হতে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে। ২ অক্টোবর চিকিৎসার জন্য বিদেশ যাচ্ছেন অভিষেক। তিনি ফেরার পরেই এই বৈঠকের সম্ভাবনা রয়েছে।

তৃণমূলে শুদ্ধিকরণের দাবি তুললেন জহর

কলকাতা, ২৮ সেপ্টেম্বর : কয়েকদিন আগেই আরজি কর ইস্যুতে রাজ্য সরকারের ভূমিকায় অসন্তোষ প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে রাজ্যসভার সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন অবসরপ্রাপ্ত আইএএস জহর সরকার। এরপর রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমের আপ্তসহায়ক কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কলকাতার শেক্সপিয়র সরণি থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিস থেকে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, অভিষেকের নাম করে তিনি টাকা তুলেছেন। এই নিয়ে হইচই শুরু হয়েছে। এই ইস্যুতে যখন তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব তুঙ্গে উঠেছে, তখন ফের তৃণমূলের মধ্যে দুর্নীতি নিয়ে সরব হলেন জহর সরকার। শনিবার তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে তিনি পোস্ট করেছেন, 'দলের শুদ্ধিকরণ করুন দয়া করে। আমি যখন দুর্নীতি নিয়ে কথা বলি, তখন সেই কথা তৃণমূলের পছন্দ হয় না।'

জহরবাবু এই ইস্যুতে মুখ খোলার পর তৃণমূলকে পালটা আক্রমণ শানিয়েছেন রাজ্যসভার সাংসদ তথা বিজেপির মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, 'জহরবাবু স্বচ্ছ ভাবমূর্তির লোক। কিন্তু তৃণমূলের বিরুদ্ধে যখন প্রচুর দুর্নীতির অভিযোগ ছিল, তখন কিন্তু তিনি তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ ছিলেন। এখন তিনি প্রতিবাদ

করছেন। কিন্তু তখনই রাজ্যসভার সাংসদ পদ না নিলেই তাঁর ভাবমূর্তি আরও ভালো হত।'

রাজ্যসভার সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দলের মধ্যে দুর্নীতি নিয়ে ২ পাতার চিঠি দিয়েছিলেন জহরবাবু। তখনই তিনি ইস্তফা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। এরপর আরজি কর ইস্যুতে কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলের বিরুদ্ধে তিনি প্রকাশ্যে সরব হয়েছেন। এমনকি আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষকে বরখাস্ত করতে সরকার কেন দেরি করেছে, তা নিয়েও তিনি প্রশ্ন তুলেছেন। এরই মধ্যে তৃণমূলের দুই বড় নেতার এমনভাবে দুর্নীতি ইস্যুতে পরস্পরের বিরুদ্ধে মুখ খোলায় রাজনৈতিক জল্পনা আরও বেড়েছে। তাঁর আপ্তসহায়কের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগের পর ফিরহাদ বলেছিলেন, 'আমার ওএসডির বিরুদ্ধে যখন অভিযোগ, তখন তো আমাকেই বলা যেতে পারত। থানায় অভিযোগের কী দরকার ছিল? আমি জানলে নিজে বিভাগীয় তদন্ত করতাম।' এদিন জহরবাবু লিখেছেন, 'এখন তৃণমূলের দ্বিতীয় শীর্ষ নেতা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমের ঘনিষ্ঠের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছেন। কলকাতার মেয়র ওই ঘনিষ্ঠকে আড়াল করার চেষ্টা চালাচ্ছেন। দয়া করে দলের মধ্যে শুদ্ধিকরণ নিয়ে আসুন।'

সাসপেন্ড হতেই রাজন্যার নিশানায় কুণাল

কলকাতা, ২৮ সেপ্টেম্বর : গত বছর ২১ জুলাই শহিদ সমাবেশের মঞ্চে প্রথম বক্তা হিসেবে হঠাৎ দেখা গিয়েছিল এক অজানা মুখকে। অত্যন্ত ধারালো ভাষায় ভাষণ দিয়ে উপস্থিত তৃণমূলকর্মীদের মন জয় করতে পেরেছিলেন তিনি। তখনই কৌতূহল হয়েছিল, কে এই তরুণী? জানা গিয়েছিল, তৃণমূল ছাত্র পরিষদের যাদবপুর-ডায়মন্ড হারবার সাংগঠনিক জেলার সহ সভাপতি পদে তিনি রয়েছেন। নাম রাজন্যা হালদার। এরপর রকেট গতিতে দলের মধ্যে তাঁর উত্থান। বিভিন্ন সমাবেশে তাঁর ভাষণ শোনার জন্য অনেকে আগ্রহে বসে থাকতেন। কিন্তু শুক্রবার রাতে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্যের তরফে প্রেস বিবৃতিতে জানিয়ে দেওয়া হয়, দলবিরোধী কাজের জন্য রাজন্যাকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। একইসঙ্গে সাসপেন্ড করা হয়েছে রাজ্য তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সহ সভাপতি প্রান্তিক চক্রবর্তীকেও। দলীয় সূত্রের খবর, আরজি করের ঘটনার ওপর নির্ভর করে রাজন্যা 'আগমনী : তিলোত্তমাদের গল্প' নামে স্বল্প দৈর্ঘ্যের একটি ছবিতে অভিনয় করেছেন। আর এই ছবির পরিচালক প্রান্তিক চক্রবর্তী।

দলের নেতা কুণাল ঘোষ এরপরই তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে জানিয়ে দিয়েছিলেন, আরজি করের ঘটনার নিন্দা তৃণমূল করলেও এই ছবির সঙ্গে দলের কোনও সম্পর্ক নেই। এই ছবি করা নিয়ে রাজন্যা দলের কোনও অনুমতি নেননি। কুণালের এই টুইটের পর পালটা প্রশ্ন তুলতে ছাড়েননি রাজন্যা। শনিবার তিনি এই নিয়ে পালটা নিশানা করেছেন কুণালকে। রাজন্যার পালটা প্রশ্ন, 'কুণাল ঘোষ যখন গান লিখেছিলেন বা দেব যখন 'প্রধান' ছবিতে অভিনয় করেছেন, তখন কি তাঁরা দলের কাছ থেকে অনুমতি নিয়েছিলেন? আমার তো মনে হয় না। প্রতিটি মানুষের শিল্পীসত্তা আলাদা। দলের সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই।' অন্যদিকে প্রান্তিক চক্রবর্তীও পালটা বলেছেন, 'ছবিটা না দেখেই কেন এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল জানি না। আরজি করের ঘটনার সঙ্গে এই ছবির কোনও সম্পর্ক নেই।' দল তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলেও ২ অক্টোবর ছবির মুক্তি যে কোনওভাবেই পিছিয়ে দেওয়া হবে না, তা স্পষ্ট করে দেন প্রান্তিক।

বায়োমেডিকেল বর্জ্য নিয়ে কেলেঙ্কারি

কলকাতা, ২৮ সেপ্টেম্বর : রাজ্যের সরকারি হাসপাতালগুলিতে বায়োমেডিকেল বর্জ্য পরিশোধন ও নিষ্পত্তি নিয়ে এক অন্ধকার জগতের রহস্য সামনে এসেছে। অর্থ উপার্জনের কারণে বেশি টাকায় এই বর্জ্যগুলি পরিশোধনের নামে বেচে দেওয়া হত। কিন্তু রাজ্যের সরকারি হাসপাতালগুলিতে শয্যাপিছু উদ্ভূত বর্জ্য ও তার পরিশোধনের পরিমাণ দেখলেই বোঝা যাবে যে, এর পিছনে ছিল বেআইনি কেনাবেচা। সেখানে বর্জ্যগুলি শোধন না করে বেশি দামে বিক্রি করা হত। আরজি করের ঘটনায় আর্থিক দুর্নীতির তদন্তে নেমে এই তথ্যই সামনে এসেছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রতিদিন শয্যাপিছু ১০০ গ্রাম বর্জ্য উদ্ভূত হয়। তার মধ্যে সার্জিক্যাল গ্লাভস, স্যালাইনের বোতল, আইভি টিউব, সিরিঞ্জ সহ অনেক কিছু থাকে। তা পুনর্ব্যবহারকারীদের কাছে বিক্রি করলে কেজিপ্রতি যে অর্থ পাওয়া যায়, তার চেয়েও বেআইনিভাবে বিক্রি করে বেশি টাকা মুনাফা অর্জন করা হয়। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী, ২০১৪ সালে মোট ১ লক্ষ শয্যাপিছু যে বর্জ্য উদ্ভূত হয়, তার ৪৭ শতাংশ বায়ো বর্জ্য অশোধিত অবস্থায় ছিল। কিন্তু ২ বছর পর অপরিশোধিত বর্জ্যের পরিমাণ শূন্যে নেমে আসে। সমস্ত বর্জ্যই পরিশোধিত হিসেবে দেখানো হয়। অথচ শয্যার সংখ্যা একই ছিল। তাৎপর্যপূর্ণভাবে ২০১৭ সালে হিসাব অনুযায়ী উৎপন্ন বর্জ্যের পরিমাণ ২৯.৮ শতাংশ দেখানো হয় এবং পরিশোধিত বর্জ্যের পরিমাণ ২৯.৯ শতাংশ দেখানো হয়।

২০১৪ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল মিলিয়ে শয্যার সংখ্যা ৬৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু বায়োমেডিকেল বর্জ্য উদ্ভূতের পরিমাণ মাত্র ২ শতাংশ বেড়েছে বলে হিসেবে দেখানো হয়েছে। সারা দেশে হাসপাতালগুলিতে শয্যাপিছু বায়োমেডিকেল বর্জ্যের পরিমাণ ২০১৪ সালে ২৭৭ গ্রাম থেকে ২০২২ সালে ২৮৬ গ্রাম পর্যন্ত বেড়েছে।

র‍্যাশন দুর্নীতির চার্জশিটে জ্যোতিপ্রিয়

কলকাতা, ২৮ সেপ্টেম্বর : র‍্যাশন দুর্নীতি মামলায় তৃতীয় অতিরিক্ত চার্জশিট দিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। সেই চার্জশিটে নতুন ৪ জন ও অভিযুক্তদের সঙ্গে যুক্ত ৪টি সংস্থার উল্লেখ করেছে ইডি। শনিবার ব্যাংকশাল আদালতে চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে এই চার্জশিট জমা করা হয়। এতে প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ঘনিষ্ঠ দেগঙ্গার তৃণমূল নেতা আনিসুর রহমান ও তাঁর ভাই আলিফ নুরের নাম রয়েছে। দুই ডিলারের নামও উল্লেখ করা হয়েছে। এই চার্জশিট সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতে পাঠানোর আবেদন করেছে ইডি।

১৫৭ পাতার তৃতীয় অতিরিক্ত চার্জশিটের সঙ্গে প্রায় ৩ হাজার নথি জমা দেওয়া হয়েছে। চার্জশিটে উল্লেখ করা হয়েছে, এই দুর্নীতিতে আনিসুর ও আলিফের মাধ্যমে হাজার কোটি টাকার লেনদেন হয়েছে। জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ও বাকিবুর রহমানের সঙ্গেও এই দুই ভাইয়ের লেনদেন হয়েছে। বাকি দুই র‍্যাশন ডিলারের মাধ্যমেও প্রায় হাজার কোটি টাকার লেনদেন করা হয়েছে। ইডি জানিয়েছে, এখনও পর্যন্ত তদন্তে ৩৫০টির বেশি ব্যাংক অ্যাকাউন্টের হদিস পাওয়া গিয়েছে। সম্প্রতি র‍্যাশন দুর্নীতি মামলায় বাকিবুর রহমান, শংকর আঢ্য ও বিশ্বজিৎ দাসের জামিন মঞ্জুর করেছে ইডির বিশেষ আদালত। এই প্রেক্ষিতে তৃতীয় অতিরিক্ত চার্জশিটে তাঁদের নাম যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। সূত্রের খবর, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের বিরুদ্ধেও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে। একের পর এক জামিনে আশাহত হচ্ছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। এখন জ্যোতিপ্রিয়র বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তাঁর জামিনের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায় কি না সেটাই দেখার।

১ অক্টোবর থেকে উদ্বোধনে মমতা

কলকাতা, ২৮ সেপ্টেম্বর : পিতৃপক্ষে মঙ্গলবার থেকেই কলকাতা শহরে পুজোর ঢাকে কাঠি পড়ে যাচ্ছে। বুধবার মহালয়ার দিন দেবীপক্ষ শুরু। সাধারণত পিতৃপক্ষে পুজোর সূচনা করা যায় না। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরেই রাজ্যের দমকল মন্ত্রী সুজিত বসুর শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাবে পিতৃপক্ষেই পুজো মণ্ডপের উদ্বোধন হয়ে যায়। এবারও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না। ১ ক্টোবর মঙ্গলবারই এই পুজোর উদ্বোধন হচ্ছে। উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও সুজিতের দাবি, 'দেবী নয়, মণ্ডপের উদ্বোধন হবে।'

সিপিএম মুখপত্রে বিজ্ঞাপন ঘিরে কটাক্ষ

কলকাতা, ২৮ সেপ্টেম্বর : আরজি কর আবহে সক্রিয় ভূমিকায় দেখা গিয়েছে সিপিএমকে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'উৎসবে ফেরা'র মন্তব্যেও তীব্র সমালোচনা করেছিলেন বাম নেতারা। তবে শনিবার সিপিএমের মুখপত্র 'গণশক্তি' পত্রিকায় ছাপা পুজোর বিজ্ঞাপনের বার্তায় লেখা, দুর্গাপুজো উদযাপন করুন গৌরবের সঙ্গে। এই ছবি সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে কুণাল ঘোষ লেখেন, 'এটা দ্বিচারিতা। টাকার জন্য আত্মাকে বিক্রি করা যায় না।'

এদিন গণশক্তির প্রথম পাতা জুড়ে একটি জুতোর ব্র্যান্ডের জ্যাকেট বিজ্ঞাপন ছিল। তাতে অভিনেতা অমিতাভ বচ্চনের ছবি ও উৎসবের বার্তা দেওয়া ছিল। আর এই থেকেই শুরু বিতর্ক। আরজি করের আবহে সিপিএম নেতারা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উৎসবে ফেরার কথা নিয়ে যেভাবে জলঘোলা করেছিলেন, এখন তাঁদের মুখপত্রে এই বিজ্ঞাপন কেন? বামেরা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী নয়। তাই দুর্গাপুজোকে উৎসব হিসেবে ব্যাখ্যা দিলেও তাতে সক্রিয়ভাবে যোগদানে দ্বিমত রয়েছে সিপিএমের অন্দরে। এই বিষয়টি নিয়েই কটাক্ষ করেছেন কুণাল ঘোষ। তিনি সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'ফেসবুকে বিপ্লব-পুজো নয়, উৎসব নয়। আর টাকা পেলে উলটো স্লোগান কাগজে। কমরেড, এটা পার্টির কাগজ, বাণিজ্যিক নয়। টাকার জন্য আত্মাকে বিক্রি করা যায় না। দ্বিচারিতার দৃষ্টান্ত।' পালটা গণশক্তির সম্পাদক শমীক লাহিড়ি বলেন, 'বিজ্ঞাপনের বিষয়টি এডিটোরিয়াল পলিসির মধ্যে পড়ে না। আসলে তৃণমূল আরজি করের ঘটনায় যে বিরূপ মনোভাব তৈরি হয়েছে তা থেকে নজর ঘোরাতে এই বিষয়গুলি সামনে এনে প্রচারে থাকতে চাইছে।' সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'কুণাল ঘোষের সমস্ত মন্তব্য নিয়ে উত্তর দেওয়ার কোনও অর্থই হয় না।'

> বিজ্ঞাপনের বিষয়টি এডিটোরিয়াল পলিসির মধ্যে পড়ে না। আসলে তৃণমূল আরজি করের ঘটনা থেকে নজর ঘুরিয়ে প্রচারে থাকতে চাইছে।
>
> **শমীক লাহিড়ি**
> *সম্পাদক, গণশক্তি*

টানা বৃষ্টিতে জলবন্দি শিলিগুড়ি শহর লাগোয়া এলাকা

জলছবি।। রাজপৌড়িতে রাস্তা ভেঙে বইছে জল (বাঁদিকে)। জলের তলায় ডোবা কলোনির রাস্তা। শনিবার। - সংবাদচিত্র

জমি দখলেই সমস্যা

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ২৮ সেপ্টেম্বর : মুখ্যমন্ত্রী শিলিগুড়িতে আসার আগেই জলমগ্ন এলাকা পরিদর্শন করলেন মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ। শনিবার সকালে তিনি নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন জায়গায় যান। প্রথমে তাঁর গন্তব্য ছিল, সাতভাইয়া ও রায়পাড়া সংসদ। তারপর কোটিয়াজোত, তালতলা এবং তেঁতুলতলার জলমগ্ন এলাকায় যান। কথা বলেন স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে। দেন সমস্যা সমাধানের আশ্বাস।

সাতভাইয়া এবং রায়পাড়ায় জল জমার সমস্যা দীর্ঘদিনের। এই দু'জায়গায় আনুমানিক সাত থেকে আটশো পরিবারের বসবাস। বছরের অধিকাংশ সময় জল জমে গিয়ে ভুগতে হয় তাঁদের। অল্প বৃষ্টিতেই সমস্যা বাড়ে। সাতভাইয়া সংসদের ১ থেকে ৪ নম্বর গলি, রায়পাড়া সংসদের অধিকাংশ এলাকায় গত তিনদিন ধরে বৃষ্টির জল জমে। বাসিন্দাদের অভিযোগ, প্রায় পাঁচশো পরিবার সংশ্লিষ্ট জায়গায় রয়েছে। কেউ খোঁজ নিতে আসেনি এতদিন। এখানে মূল সমস্যা, সুষ্ঠু নিকাশিব্যবস্থা না থাকা।

দুর্ভোগ

- সাতভাইয়ার ১ থেকে ৪ নম্বর গলি, রায়পাড়ার অধিকাংশে বৃষ্টির জল জমে
- বাসিন্দাদের দাবি, প্রায় পাঁচশো পরিবারের বাস সেখানে
- মূল সমস্যা সুষ্ঠু নিকাশি ব্যবস্থা না থাকা
- সভাধিপতির মতে, রাস্তা ও কাঁচা নালা দখল করে নির্মাণের ফলে এই অবস্থা
- স্থানীয়দের ক্ষোভ, প্রতিবার আশ্বাস মিললেও সমাধান অধরা

সভাধিপতি এদিন সাতভাইয়া ও রায়পাড়া পরিদর্শন করে বলেন, 'হঠাৎ করে এই বাড়িঘরগুলি গজিয়ে উঠেছে। অধিকাংশই সরকারি জমি। আমাদের সরকার এই দুই এলাকায় প্রায় তিনশো পরিবারকে এখনও পর্যন্ত পাট্টা দিয়েছে। নকশালবাড়ির সবচেয়ে নীচু এলাকা এটা। অনেকে বেআইনিভাবে রাস্তা দখল করে, নালা বন্ধ করে বাড়িঘর তুলেছেন। যার ফলে গোটা এলাকায় জল জমছে। বছরে সাত-আট মাস সমস্যা থাকছে।' অরুণের দাবি, 'আমাদের ফান্ড রয়েছে, তবে জায়গার অভাবে নিকাশিনালার আউটলেট তৈরি করতে পারছি না। জবরদস্তি জমি অধিগ্রহণ করাও যাবে না। তাই এদিন বাড়ি বাড়ি গিয়ে নিকাশিনালা নির্মাণের জন্য জমি দিতে বলেছি।'

এদিকে, বাসিন্দাদের অধিকাংশই সভাধিপতির মন্তব্যের বিরোধিতা করছেন। স্থানীয় বাপ্পি সরকারের কথায়, 'গত তিনদিন ধরে আমরা জলে ডুবে রয়েছি। কেউ খোঁজ নেয়নি। বাড়িঘরে জল ঢুকেছে। রান্না করার জায়গা পর্যন্ত নেই। বাচ্চাগুলোকে নিয়ে কোনওরকমে বেঁচে আছি। এর আগেও সভাধিপতি এমন কথা বলেছেন। কাজের কাজ কিছু করেননি। প্রতিবার সমাধান হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, কিন্তু বর্ষা পেরিয়ে গেলে কেউ ফিরে তাকায় না।'

এব্যাপারে নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান সিপিএমের রাধাগোবিন্দ ঘোষের ব্যাখ্যা, 'সরকারি জমি, রাজ্যের প্রশাসন- অথচ নিকাশিনালা তৈরির জন্য দশ বছর ধরে জায়গা খুঁজে পাচ্ছেন না সভাধিপতি। এসব মানুষ আর শুনতে রাজি নন। জল জমার সমস্যা দীর্ঘদিনের। শুধুমাত্র এলাকায় গিয়ে ছবি তুলেই সমাধান হয় না। উদ্যোগ নিয়ে কাজ করতে হবে।'

রাস্তা ভাঙল রাজপৌড়িতে

বাগডোগরা, ২৮ সেপ্টেম্বর : একটানা বৃষ্টিতে পাথরঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের রাজপৌড়ি, বানিয়াখাড়ি, চাঁদমণিতে প্রায় ৬০টি বাড়িতে জল ঢুকেছে। রাজপৌড়ির মূল রাস্তা এবং অলিগলি ভেঙে গিয়েছে জলের তোড়ে। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হতে বসেছে গ্রামটি। অস্থায়ীভাবে যাতায়াতের ব্যবস্থা করেছে পাথরঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ। প্রধান মহম্মদ শাহিদের ব্যাখায়, 'পাথরঘাটার হাগুয়াবস্তি হয়ে জল ইটভাটার দিকে বইছে। রাজপৌড়িতে রাস্তা ভাঙা। এছাড়া বানিয়াখাড়ি, চাঁদমণির বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন। বাঁশ কেটে, বালির বস্তা ব্যবহার করে আপাতত যোগাযোগ ব্যবস্থা ঠিক রাখা হয়েছে। ত্রাণসামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হয়েছে ওইসব বাড়িতে।'

> চাঁদমণির বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন। বালির বস্তা ব্যবহার করে যোগাযোগ ঠিক রাখা হয়েছে।
>
> **মহম্মদ শাহিদ,** প্রধান পাথরঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েত

মাটিগাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি ভোলা ঘোষ চাঁদমণির ভাটা লাইনে জল জমার কারণ হিসেবে, মাটিগাড়ার উপনগরীর সামনে একটি বেসরকারি সংস্থার প্রকল্পকে দায়ী করেছেন। ভোলা বলছেন, 'যেখানে ওই প্রকল্পে কাজ চলছে, সেখানে নিকাশিনালা রয়েছে। ওটা দখল করে প্রাচীর তোলায় জল বের হতে পারছে না। আমরা সরকারিভাবে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব।'

তিনি জানালেন, আঠারোখাইয়ের আলসিয়া বাজারের বেকায়দা বস্তিতে বালাসনের ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত একটি পরিবারকে সেখানকার শিশুশিক্ষাকেন্দ্রে রাখা হয়েছে। সেই পরিস্থিতি নিয়ে মাটিগাড়ার বিডিও বিশ্বজিৎ দাস জানান, বেকায়দা বস্তিতে বালাসনের ভাঙন রুখতে সেচ দপ্তরকে ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে।

দায়ী নিকাশি ব্যবস্থা

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ২৮ সেপ্টেম্বর : চারদিন ধরে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ভারী বৃষ্টি হচ্ছে। এর ব্যতিক্রম নয় শিলিগুড়ি শহর ও শহর লাগোয়া এলাকাও। বৃষ্টির জেরে ফুলবাড়ি-১ ও ২, ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন অংশ জলমগ্ন। ফলে সমস্যায় পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। অনেকের ঘরে জল ঢুকে পড়েছে। স্কুল চত্বরে জমে থাকা জল দেখে মনে হতে পারে পুকুর। স্থানীয়রা জল জমার জন্য বেহাল নিকাশি ব্যবস্থাকে দায়ী করেছেন। গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার টানা বৃষ্টির জেরে রাতে ফুলবাড়ি-১'এর মাইকেল মধুসূদন কলোনি, ডোবা কলোনি, অম্বিকানগর নীচপাড়া, শান্তিপাড়ার নীচপাড়া, ডাবগ্রাম-২'এর পূর্ব চয়নপাড়া সহ ফুলবাড়ির বহু বাড়িতে জল ঢুকতে শুরু করে। স্বপ্ন মালাকার, বিশাখা সাহা, সুজিত মালাকার, সুখরঞ্জন দে'র মতো অনেকের রান্নাঘর এমনকি শোয়ার ঘরেও জল ঢুকে গিয়েছে। এজন্য বেহাল নিকাশি ব্যবস্থাকেই দায়ী করছেন তাঁরা।

অভিযোগ, আবর্জনা নিকাশিনালায় ফেলা হচ্ছে। সেগুলি নিয়মিত সাফাই করা হয় না। যার জেরে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে নালা। বৃষ্টির জল বের হতে পারছে না। এই সমস্যা রয়েছে ফুলবাড়ি-১ ও ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বেশ কিছু এলাকায়। ভালোবাসা মোড়ে পাশাপাশি রয়েছে একটি সরকারি ও বেসরকারি স্কুল। স্কুল মাঠে জল জমেছে। দেখে অনেকেই জলাশয় ভেবে ভুল করবেন। চতুরাগছ মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রের এক শিক্ষকের বক্তব্য, 'বৃষ্টি হলেই স্কুলের সামনে মাঠে জল জমে যায়। স্কুলে যাতায়াতে ছাত্রদের সমস্যা হয়। বহুবার প্রশাসনিক স্তরে জানিয়েও কোনও কাজ হয়নি।'

এদিন সকালে ডোবা কলোনির রাস্তায় প্রায় এক হাঁটুজল জমে থাকতে দেখা গিয়েছে। স্থানীয় রমলা পাসোয়ানের বক্তব্য, 'জল জমে থাকায় ঘর ছেড়ে বের হতে পারিনি।' এদিকে, বৃষ্টির কারণে কয়েকটি জায়গায় থমকে গিয়েছে দুর্গাপুজোর প্যান্ডেল তৈরিও। জল জমার সমস্যার বিষয়ে জানতে ফুলবাড়ি-১'এর প্রধান সুনীতা রায় চক্রবর্তীকে ফোন করা হলেও তিনি সাড়া দেননি। তবে গ্রাম পঞ্চায়েতের এক তৃণমূল সদস্য জানিয়েছেন, বহুদিন থেকে একশো দিনের কাজ বন্ধ। সেজন্য আবর্জনা সাফাইয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছে। এর প্রভাব পড়েছে নিকাশি ব্যবস্থায়। গ্রাম পঞ্চায়েতের বোর্ড মিটিংয়ে বিষয়টি তোলা হবে।

> চাইলেও অনেক জায়গায় নিকাশিনালাগুলো সাফাই করাতে পারছি না। আবর্জনা তুলে ফেলব কোথায়? জায়গার অভাবে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের কাজ আটকে রয়েছে। জানি বৃষ্টি হলে মানুষের সমস্যা হচ্ছে। ঘটনাটি প্রশাসনের ওপরমহলে জানাব।
>
> **মিতালি মালাকার,** প্রধান, ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েত

ডাবগ্রাম-২'এর প্রধান মিতালি মালাকারের বক্তব্য, 'চাইলেও অনেক জায়গায় নিকাশিনালাগুলো সাফাই করাতে পারছি না। আবর্জনা তুলে ফেলব কোথায়? জায়গার অভাবে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের কাজ আটকে রয়েছে। জানি বৃষ্টি হলে মানুষের সমস্যা হচ্ছে। ঘটনাটি প্রশাসনের ওপরমহলে জানাব।' অন্যদিকে, ফুলবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে জানানো হয়েছে, পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ফের হুমকি সংস্কৃতি, ডিনকে নালিশ

উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে বিক্ষোভ পড়ুয়াদের

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৮ সেপ্টেম্বর : উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে ফের হুমকি সংস্কৃতি চালুর অভিযোগ উঠেছে। বেআইনিভাবে কলেজের বিভিন্ন হস্টেলে মনোনীত মনিটর এবং ক্লাস রিপ্রেজেন্টেটিভদের একাংশ হুমকি দিচ্ছে বলে অভিযোগ তুলে শনিবার স্টুডেন্টস অ্যাফেয়ার্সের ডিনকে ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান কিছু পড়ুয়া। তাঁদের অভিযোগ, হস্টেলে বাছাই করে ভালো ভালো ঘর তৃণমূল ছাত্র পরিষদ (টিএমসিপি)-এর কর্মী-সমর্থকদের দেওয়া হচ্ছে। বিরোধী বা কোনও সংগঠনে নাম না লেখানো পড়ুয়াদের খারাপ ঘর, স্টোররুম, রান্নাঘরে থাকতে দেওয়া হচ্ছে। এর প্রতিবাদে এবং লটারির মাধ্যমে ঘর বণ্টনের দাবিতে এদিন ডিনকে ঘেরাও করা হয়।

ঘেরাও চলাকালীন ডিন কয়েকজন হস্টেল মনিটরকে ডেকে নেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই হস্টেল মনিটরদের সঙ্গে বেশ কয়েকজন টিএমসিপি নেতা-নেত্রীও ডিনের ঘরে আসেন। দু'পক্ষের মধ্যে তীব্র বাদানুবাদ হয়। সেখানেই ডিন তাঁদের জানান, আমি অন্যায়ভাবে কোনও কাজ করিনি। প্রয়োজনে আমি ডিনের পদ ছেড়ে দেব। আন্দোলনকারীদের দাবি, ৩ অক্টোবর হস্টেলের ঘর বণ্টনের লটারি করা হবে বলে ডিন জানিয়েছেন। তবে ডিন অনুপম নাথগুপ্ত বলেছেন, 'আমি এই ধরনের কোনও কথা ঘেরাওয়ের সময় বলিনি। নির্বাচনের মাধ্যমেই হস্টেল মনিটর এবং ক্লাস রিপ্রেজেন্টেটিভ নির্বাচিত হয়েছে।'

আরজি কর কাণ্ডের পর উত্তরবঙ্গ মেডিকেলেও হুমকি সংস্কৃতি, পরীক্ষায় কারচুপি নিয়ে প্রচুর অভিযোগ ওঠে। সেই ঘটনার পরে স্টুডেন্টস অ্যাফেয়ার্সের ডিন, সহকারী ডিন পদত্যাগ করেছিলেন। সেই ঘটনার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই সমস্ত হস্টেল সুপার, মনিটররাও নিজেদের ইস্তফাপত্র কলেজ অধ্যক্ষের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

গত ৯ সেপ্টেম্বর কলেজ কাউন্সিলের বৈঠক থেকে ফার্মাকোলজি বিভাগের প্রধান ডাঃ অনুপম নাথগুপ্তকে নতুন ডিন মনোনীত করা হয়। দায়িত্ব নিয়েই নয়া ডিন হস্টেল সুপারদের দায়িত্ব বণ্টন করেন। কিন্তু অভিযোগ ওঠে, বিভিন্ন বিভাগের চিকিৎসকদের সম্মতি না নিয়ে, আগাম না জানিয়েই তালিকায় হস্টেল সুপার হিসাবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এই তালিকা প্রকাশ্যে আসার পর একাধিক অধ্যাপক চিকিৎসক দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করে ডিনকে চিঠি দিয়েছেন।

এর রেশ কাটতে না কাটতেই বিভিন্ন হস্টেলে বেআইনিভাবে মনিটর এবং সিআর পদ বণ্টন করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ডাক্তারি পড়ুয়া হিরণ্ময় রায়, পৌষালী পাত্র, মনীষা সাউ সহ অন্যদের অভিযোগ, হস্টেল মনিটর এবং সিআর করার জন্য ডিন অফিস থেকে দু'সপ্তাহের সময় দিয়ে বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার নিয়ম রয়েছে। কিন্তু সেসব কিছু না করে আচমকা হস্টেল মনিটর ঠিক হয়ে গেল। তাঁদের মধ্যে থেকেই আবার সিআর করা হয়েছে। এঁরা প্রত্যেকেই কলেজের টিএমসিপি নেতা-নেত্রীদের জুনিয়ার হিসাবে পরিচিত। আর এঁরা বেছে বেছে বিরোধী সংগঠন এবং সাধারণ ডাক্তারি পড়ুয়াদের থাকার জন্য রান্নাঘর, স্টোররুম সহ খারাপ ঘরগুলি বরাদ্দ করছে। এর প্রতিবাদে এদিন দুপুরে ডিনের অফিসে গিয়ে বিক্ষোভ দেখান ডাক্তারি পড়ুয়ারা।

ডিনকে ঘেরাও করে বিক্ষোভ। শনিবার। - সংবাদচিত্র

যা অভিযোগ

- উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে হুমকি সংস্কৃতি নিয়ে কম হইচই হয়নি
- এবার হস্টেলে ফের হুমকি সংস্কৃতি আমদানির অভিযোগ
- নতুন হস্টেল মনিটর ও সিআর'রা বাছাই করাদের ভালো ঘর বরাদ্দ করছেন
- বিরোধী ও সাধারণ পড়ুয়াদের দেওয়া হচ্ছে অত্যন্ত নিম্নমানের ঘর
- প্রতিবাদে কলেজ কর্তৃপক্ষকে কিছু জানানো যাবে না বলে হুমকি

তাঁদের অভিযোগ, নির্বাচন না করেই টিএমসিপি'র পড়ুয়াদের মধ্যে থেকে হস্টেল মনিটর এবং সিআর করে দেওয়া হয়েছে। হস্টেলে এই মনিটর এবং সিআর'রা নিজেদের মতো করে ঘর বণ্টন করছেন। কোনও সমস্যা হলে তাঁদেরই জানাতে হবে, কলেজ কর্তৃপক্ষকে সরাসরি কিছু বলা যাবে না বলে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে হুমকি দেওয়া হচ্ছে।

অভিযোগকারী এক পড়ুয়ার বক্তব্য, 'পুনরায় হস্টেলে এই মনিটর এবং সিআর'রা ঘুরিয়ে হুমকি সংস্কৃতি ফেরানোর চেষ্টা করছেন। অবিলম্বে এই মনিটর এবং সিআরদের বাতিল করতে হবে।' বিক্ষোভের মাঝেই বেশ কয়েকজন মনিটর এবং সিআরের সঙ্গে টিএমসিপির নেতারাও ডিনের ঘরে চলে আসেন। এর মধ্যে হুমকি সংস্কৃতিতে অভিযুক্ত নেতাও রয়েছেন বলে অভিযোগ।

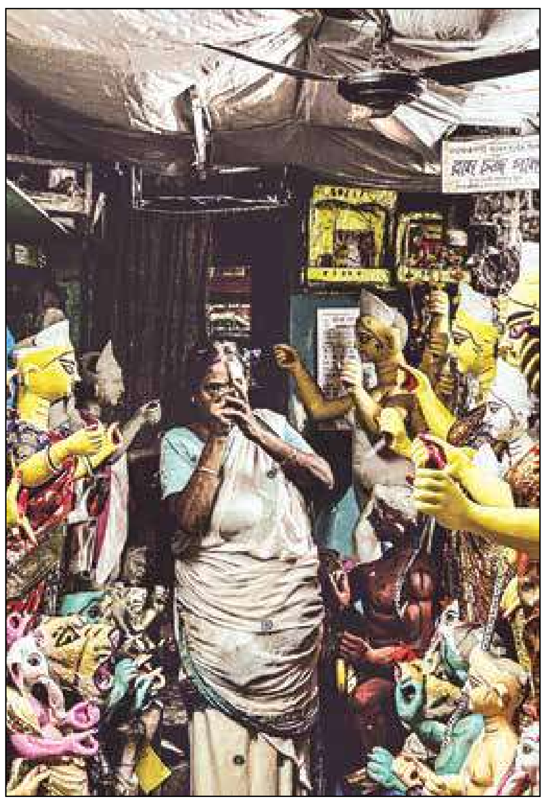

ভালো থেকো ভালো রেখো।। কলকাতার কুমোরটুলিতে ছবিটি তুলেছেন দক্ষিণ দিনাজপুরের দীপাঞ্জয় ঘোষ।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

মাদকের কারবার রুখতে বিশেষ উদ্যোগ

খড়িবাড়ি, ২৮ সেপ্টেম্বর : ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কি মাদক কারবারের আঁতুড়ে পরিণত হয়েছে। এমন অভিযোগ একাধিকবার উঠেছে। পুজোর আগে মাদক কারবারিদের বাড়বাড়ন্ত রুখতে কড়া নজরদারি শুরু করেছে দার্জিলিং পুলিশ। শনিবার খড়িবাড়ি থানায় এক সাংবাদিক বৈঠকে নকশালবাড়ি চক্রের এসডিপিও বিনোদকুমার মিনা বলেন, 'সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় মাদক কারবার রুখতে দার্জিলিং পুলিশের উদ্যোগে বিশেষ টিম তৈরি করা হয়েছে। তারা ২৪ ঘণ্টা নজরদারি শুরু করেছে। শুক্রবার সকালের ৫০৯ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ মুর্শিদাবাদের দুই মাদক পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করেছে এই বিশেষ টিম।'

তিনি জানান, ধৃতদের নাম লাখিনা বিবি ও জামালউদ্দিন শেখ। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে কালিম্পং থেকে অপর এক মাদক কারবারি সঞ্জীব ছেত্রীকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের পাঁচদিনের রিমান্ডে নিয়ে মাদক চক্রের পান্ডাদের খোঁজ শুরু হয়েছে। সীমান্ত এলাকায় মাদক কারবার রুখতে গোয়েন্দা বিভাগকে আরও সক্রিয় করা হচ্ছে।

মেয়রের মধ্যস্থতাতেও কাটল না জট

শিলিগুড়ি, ২৮ সেপ্টেম্বর : মাটিগাড়ায় এলিভেটেড করিডর নিয়ে বাসিন্দাদের সঙ্গে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের ঝামেলায় মধ্যস্থতা করতে আসরে নামলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। শনিবার দু'পক্ষের সঙ্গেই বৈঠক করেন মেয়র। স্থানীয়দের প্রতিনিধি হিসেবে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের পূর্ত ও জনস্বাস্থ্য বিভাগের কর্মাধ্যক্ষ প্রিয়াংকা বিশ্বাস উপস্থিত ছিলেন। অন্যদিকে, জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের তরফে সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার, প্রোজেক্ট ডিরেক্টর, প্রোজেক্ট ম্যানেজার উপস্থিত ছিলেন। তবে এদিনের বৈঠকের পরেও জট কাটেনি বলেই জানা গিয়েছে।

মেয়রের বক্তব্য, 'ওখানে একটা সমস্যা চলছে। স্থানীয়দের কিছু দাবি রয়েছে। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ বলছে, নকশা পরিবর্তন সম্ভব নয়। সব বিষয় নিয়েই দু'পক্ষের সঙ্গে কথা বলেছি।'

মাটিগাড়ার বেশ কিছুটা অংশে ব্লক ফ্লাইওভার তৈরি করছে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ। এর জেরে যাতায়াতের সমস্ত পথ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। এলিভেটেড ফ্লাইওভার তৈরি না করলে তাঁরা কাজ করতে দেবেন না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। তাঁদের পাশে দাঁড়িয়েছে মাটিগাড়ার তৃণমূল নেতৃত্ব। স্থানীয় তৃণমূল নেত্রী তথা মহকুমা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ প্রিয়াংকার কথায়, 'খাপরাইল মোড় থেকে মায়াদেবী ক্লাব এবং সংলগ্ন এলাকার সমস্ত রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবে। শিবমন্দির এলাকাতেও একই সমস্যা হচ্ছে। সাধারণ মানুষকে কয়েক কিলোমিটার ঘুরে গন্তব্যে যেতে হচ্ছে। এটা আমরা হতে দেব না।'

বেহাল রাস্তায় যানজট

শিলিগুড়ি, ২৮ সেপ্টেম্বর : একদিকে রাস্তার বেহাল অবস্থা। অন্যদিকে সেই রাস্তার পাশে যেখানে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাক-লরি। আবার একনাগাড়ে চারদিনের বৃষ্টি। সব মিলিয়ে শনিবার ভোর থেকে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয় ফুলবাড়ির একাধিক জায়গায়। দুপুর পর্যন্ত তীব্র যানজট দেখা যায় ফুলবাড়ি-ঘোষপুকুর বাইপাস রোডে। এছাড়াও জটিয়াকালিতেও সৃষ্টি হয় তীব্র যানজটের। রাস্তার বেহাল দশা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন গাড়িচালকরা। সকাল থেকে শয়ে-শয়ে ট্রাক, ট্রেলার সহ বিভিন্ন যানবাহন যানজটে আটকে যায়।

যানজট মোকাবিলায় ভোর থেকেই পথে নামে ফুলবাড়ি ট্রাফিক আউটপোস্টের পুলিশ। শিলিগুড়ি কমিশনারেটের এক আধিকারিক বলেন, 'ভাঙা রাস্তার কারণে কিছুটা সমস্যা তৈরি হয়েছিল। ট্রাফিক পুলিশ দাঁড়িয়ে থেকে যান চলাচল স্বাভাবিক করেছে।' ফুলবাড়ি-ঘোষপুকুর বাইপাস রোডের একটি বড় অংশ দীর্ঘদিন ধরে বেহাল হয়ে রয়েছে। পঞ্জাব থেকে অসমে পণ্যবোঝাই করে নিয়ে যাওয়া ট্রেলারচালক মন্নাত সিং বলেন, 'ঘোষপুকুর থেকে ফাটাপুকুর মাত্র ৬০-৭০ কিলোমিটার রাস্তা। এর মাঝে তিন জায়গায় টোল দিতে হয়। তবুও রাস্তার বেহাল অবস্থা। সারাদেশে অন্য কোথাও এমনটা দেখিনি।'

ফুলবাড়ির বাসিন্দা রতন সরকার বলেন, 'বাইপাস রোডটি দীর্ঘদিন ধরে বেহাল। মাঝেমধ্যে তাপ্পি মেরে গর্ত বোজানো হয়। একবার বৃষ্টি হলেই সেই তাপ্পি উঠে গিয়ে আবার গর্ত তৈরি হচ্ছে।' প্রশ্ন উঠছে রাস্তাটি বারবার বেহাল হলেও, কেন ভালো করে সংস্কার করা হচ্ছে না?

বৈঠক

ইসলামপুর, ২৮ সেপ্টেম্বর : ইসলামপুর শহরের পুজো কমিটিগুলিকে নিয়ে শনিবার বৈঠক করলেন ইসলামপুর পুরসভার চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল। চেয়ারম্যান বলেন, 'প্রত্যেক পুজোমণ্ডপে দুটি করে ডাস্টবিন দেওয়া হবে। দর্শনার্থীরা যাতে ওই ডাস্টবিনে নোংরা ফেলেন তারজন্য পুজো কমিটিগুলিকে মাইকিং করতে বলা হয়েছে। এছাড়া ডেঙ্গি সচেতনতায় পুরসভার তরফে দেওয়া ব্যানার পুজোমণ্ডপে লাগাতে বলা হয়েছে।' তিনি জানান, কয়েকটি পুজোমণ্ডপে কিয়স্ক বসানো হবে। সেখান থেকে দর্শনার্থীদের ডেঙ্গি সচেতনতায় লিফলেট বিতরণ করা হবে।

নবরাত্রির জাগরণে বিশেষ চমক জাগরণ সমিতির

মা ভগবতী

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ২৮ সেপ্টেম্বর : নবরাত্রির জাগরণকে কেন্দ্র করে আসবেন দিল্লি ও আহমেদাবাদের শিল্পীরা। কলকাতা থেকে আসবেন নৃত্যশিল্পীদের দল। চমক এখানেই শেষ নয়, নবদুর্গার দু'পাশের মূর্তিতে লক্ষ্মী, গণেশ, সরস্বতীর পাশাপাশি থাকছে তিরুপতির বালাজি ও রাম মন্দিরের রামলালার অনুকরণে মূর্তি। মা ভগবতী জাগরণ সমিতির আয়োজিত নবদুর্গার পুজোকে কেন্দ্র করে এ ধরনের চমক পেতে চলেছেন শহর শিলিগুড়ির বাসিন্দারা। এই পুজো এবার ২১তম বর্ষে পা দিতে চলেছে। পুজো কমিটির সদস্য সঞ্জয় শর্মার কথায়, 'পুজোর সময় ঘরে ঘরে যাতে আনন্দ পৌঁছে যায়, তার জন্য আমাদের এই বিশেষ আয়োজন।'

বর্ধমান রোডের একটি ভবনে আয়োজিত হয়ে আসা এই পুজোয় এক সময় পঞ্চমীর দিনই জাঁকজমক করে জাগরণের আয়োজন করা হত। তারপর নিয়ম নেমে পুজো হলেও, এতটা জাঁকজমক ছিল না। সঞ্জয় বলছিলেন, 'প্রথম দু'বছর আমরা শুধু পঞ্চমীতে পুজো করেছি। পরে সিদ্ধান্ত হয় দশমী পর্যন্ত পুজো করে প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হবে। তারপর থেকে দশমী পর্যন্ত পুজো হয়ে আসছে।' জানা গিয়েছে, পঞ্চমীতে দেবীর বন্দনা ও যজ্ঞের মধ্য দিয়ে শুরু হয় পুজো। বিকেল চারটা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা পর্যন্ত পুজো চলার পর রাতভর চলে জাগরণ।

ষষ্ঠীর দিন ভোরে তারারানির পুজো হয়। সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীতেও দেবির বিভিন্ন রূপের পুজো হয়। সপ্তমী, অষ্টমী, নবমীতে প্রায় দশ হাজার মানুষের জন্য খিচুড়ি প্রসাদের আয়োজন করা হয়। পঞ্চমীর দিন থাকে বিশেষ পুরি, সবজি ও হালুয়া প্রসাদের আয়োজন। পুজোকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য মিলনক্ষেত্র হয়ে ওঠে ওই ভবন।

সঞ্জয়ের কথায়, 'আমাদের পুজোয় নবদুর্গার পাশাপাশি আরও বেশ কিছু দেবদেবীর পুজো হয়। নবদুর্গার দু'পাশে লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ, কার্তিকের পাশাপাশি হনুমানও থাকেন। এবার প্রথমবারের জন্য থাকছে তিরুপতির বালাজি ও রাম মন্দিরের রামলালার অনুকরণে মূর্তি।'

মা ভগবতী জাগরণ সমিতির নবদুর্গার পুজোর প্রস্তুতি (বাঁদিকে)। গতবছরের পুজোয় দর্শনার্থীদের ভিড়।

সাবেকি পুজো

চোপড়া, ২৮ সেপ্টেম্বর : দেড়শো বছর পরেও একই বেদিতে পুজো হয় চোপড়া ব্লকের নারায়ণপুরে। এবার এই পুজো ১৬৫ বর্ষে পদার্পণ করল। সম্পূর্ণ সাবেকিয়ানার এই পুজো এলাকার একসময়ের জমিদার নারায়ণ পাঠকের হাত ধরে শুরু হয়েছিল। তারপর ১৯৮০ সাল থেকে এই পুজো সর্বজনীন হয়ে ওঠে। পুজো কমিটির সদস্য দিবাকর মিশ্র বলেন, 'আটের দশক থেকে এই পুজো সর্বজনীন হয়ে উঠেছে। তবে এখনও একই বেদিতে পুজো হয়ে আসছে। ইতিমধ্যে পুজো প্যান্ডেলের কাজ শুরু করা হয়েছে।

অজানা প্রাণীর শাবক উদ্ধার

ফাঁসিদেওয়া, ২৮ সেপ্টেম্বর : মুরগির ফার্মে অজানা প্রাণীর শাবক উদ্ধার ঘিরে চিতাবাঘের চাঞ্চল্য ছড়াল ফাঁসিদেওয়া ব্লকের দানাগছ এলাকায়। শনিবার স্থানীয়রা ওই ফার্মে কালো রংয়ের একটি অজানা প্রাণীর শাবক দেখতে পান। দানাগছ জঙ্গলে এর আগেও চিতাবাঘ দেখা গিয়েছিল। ফলে খবর ছড়িয়ে পড়তেই মুহূর্তে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এলাকার বাসিন্দারা। খবর দেওয়া হলে কার্সিয়াং বন বিভাগের ঘোষপুকুর এবং বাগডোগরা রেঞ্জের কর্মীরা পৌঁছান। ঘটনাস্থলে আসে বাগডোগরা থানার পুলিশ। এরপর ওই শাবকটিকে উদ্ধার করে বেঙ্গল সাফারিতে নিয়ে যাওয়া হয়। বাগডোগরার রেঞ্জ অফিসার সোনম ভুটিয়া বলেন, 'শাবকটির চোখ ফোটেনি। সাধারণ বিড়ালের শাবক সেটি ছিল না। আসলে সেটি কোন প্রাণীর শাবক তা জানার চেষ্টা করা হচ্ছে।'

রংদার রোববার

9 উত্তরবঙ্গ সংবাদ ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ নয়

শরৎ এলেই বাঙালির সবচেয়ে আনন্দ। আকাশ এবং মেঘ বলে দেয়, শরৎ এসেছে অতিথি হয়ে। এবারের প্রচ্ছদে শরৎ নিয়ে তিনটি লেখা। উত্তরবঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ এবং কলকাতার শরতের ছবি ঠিক কেমন, তারই খোঁজ তিনটি লেখায়।

১০
ছোটগল্প
বিতস্তা ঘোষাল

১১
ছোটগল্প
সুমন মল্লিক
এডুকেশন ক্যাম্পাস

১২
ধারাবাহিক দেবাঙ্গনে দেবার্চনা পূর্বা সেনগুপ্ত
কবিতা
মানসী কবিরাজ, নীলাদ্রি দেব, সুনন্দ অধিকারী, মহুয়া রুদ্র, বিদ্যুৎ রাজগুরু, প্রশান্ত দেবনাথ ও অসীমকুমার দাস
ভারত আমার... পৃথিবী আমার

শরত-আলোর কমলবনে

ছবি : মাজিদুর সরদার

বুকের ভিতর আগুন

অনিন্দিতা গুপ্ত রায়

শিউলি সরকার। ক্লাস নাইন। গত ছ'মাস স্কুলে আসেনি। শিউলি-স্নিগ্ধতায় ছলছল নিটোল শ্যামলা মুখখানি, টলটলে চোখ যেন শরৎ পুকুরে শাপলা পাপড়ি। এই শাপলাদিঘিতে নেমে ফুল তুলতে গিয়েই ওর বাপটা সাপের কামড়ে মরেছে গত আশ্বিনে। শিউলির মা ওকে জ্ঞাতি কাকার বাড়ি পাঠিয়েছিল, তারপর থেকে স্কুলছুট মেয়ে। খোঁজখবর হইচই খোঁজাখুঁজির পর ঠিকানা জোগাড় করে সেই মেয়ের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পায়ের তলার মাটি কেঁপে ওঠে। পূর্ণগর্ভা কিশোরী-শরীর ধ্বস্ত ক্লান্ত। জ্ঞাতিদাদার লালসার শিকার শিউলিফুল, হোমফেরত আপাতত বাড়িতে। স্কুলে যতই শেখানো হোক হোম মানে বাড়ি, অসহায়তার, লাঞ্ছনার যে চূড়ান্ত পর্বে গিয়ে ফুলের মতো মেয়েগুলোকে পরিপূর্ণ ফুটে ওঠার আগেই, নিরুপায় হয়ে হোমের দরজায় কড়া নাড়তে হয়, তা বর্ণনা না করাই ভালো। দিদিমণি আর ছাত্রী মুখোমুখি অনন্ত স্তব্ধতা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। অসংখ্য বুদবুদ ফেটে পড়ার অপেক্ষায় প্রবল ঘনাতে থাকে বুকের ভিতর দুজনেরই। বাইরে তখন গড়িয়ে নামছে অপাপবিদ্ধ শরৎঋতু। বাঙালির অস্তিত্বে এই ঋতু মায়ের আবাহনের কাল। চিরকালীন শৈশবে ফিরে যাওয়ার কাল। চোদ্দো বছরের আসন্নপ্রসবা মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে সেই মুহূর্তে এই অবাঞ্ছিত মাতৃত্বকে এতটুকু মহিমার মনে হয়নি। বরং ভয়ানক ক্ষোভ জন্ম নিচ্ছিল এই সিস্টেমের ওপর যা উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়নি তাকে যথাসময়ে এর থেকে মুক্তি দিতে। যার কাছ থেকে শৈশব কেড়ে নিতে দু'বার ভাবেনি এই সমাজ, আমার সেই ঝরা শিউলিই কি এবছরের শরতের রূপক? ভাদ্রের তীব্র রোদ যেন মাথার খুলি ফুটো করে ঢুকে যাচ্ছে। ওই শাপলা তুলে বাজারে বিক্রি করেই দু'পয়সা রোজগার হয় শিউলির মায়ের। একথা-ওকথায় জানা যায় তার ইতিবৃত্ত। বছর তিরিশের রুগ্ন মেয়েটি নিজেও মা হয়েছিল পনেরোয়। স্বামীকে হারিয়ে গত সংক্রান্তিতে সে মনসার থানে দুধকলা দিয়ে এসেছে প্রতিবারের মতোই। দেবীকে তুষ্ট করতে। তাকেও যে এই কাজ করতে হবে। নিঃশব্দে মেনে নিয়েছে মেয়ের গর্ভের অনাগত ভ্রূণ। অবলা মেয়েমানুষের ভবিতব্য না মেনে উপায় কী! ঘরে আরও তিনটি বাচ্চা তার নিজের। আকাশ যেন আগুন ঢালছে। চোখ ঝলসে দিচ্ছে ভরদুপুরের সূর্য। সবুজ গ্রামবাংলা জলহীন খরা ঘোষণার অপেক্ষায়। এই শরৎ শেষ কবে দেখেছে জনপদ, শহরের আড্ডায় আলোচনা চলে। শিউলির মা কবে স্কুলে শরৎকাল রচনা পড়েছিল ভুলে গেছে। ওর যে স্কুলের খাতায় নাম ছিল পদ্মবালা, সেও এই ঋতুর ফুল, সেকথাও মনে নেই। উঠোনজুড়ে ছড়ানো শিউলিফুল দেখলে ওর সাদা সাদা ভাতের কথা মনে পড়ে। যে ভাত বাচ্চাগুলোর মুখে তুলে দিতে পারে না প্রতিদিন। শিউলি স্কুল গেলে তবু দুপুরের খাবারটা পেত, এখন সেটাও নেই। ওর নিজের বাড়ি মালদায়। সেখানে দিদির বর পদ্মফুলের চাষ করে। রসিকতা করে ছোট শ্যালিকাকে বলে "তোর জন্যিই তো দুটো খেতে পাই পদ্মারানী।" এসময় মাইলের পর মাইল পদ্মদিঘি দেখলে মাথা ঘুরে যায়। মনে হয় যেন স্বপ্নরাজ্য। সকালে উঠোনের কোণে কচুপাতায় হালকা শিশির গড়িয়ে যেতে দেখলে বাপের দেশের পদ্মপাতায় জল টলমল করা ভোর আবছা মনে পড়ে মাঝে মাঝে। পদ্মপাতা, কুঁড়ি, বীজ ফুল এসবের বিরাট বাজার।

এরপর দশের পাতায়

উত্তরবঙ্গের ছবি

শিউলি স্কুল গেলে তবু দুপুরের খাবারটা পেত, এখন সেটাও নেই। ওর নিজের বাড়ি মালদায়। সেখানে দিদির বর পদ্মফুলের চাষ করে। রসিকতা করে ছোট শ্যালিকাকে বলে "তোর জন্যিই তো দুটো খেতে পাই পদ্মারানী।" এসময় মাইলের পর মাইল পদ্মদিঘি দেখলে মাথা ঘুরে যায়।

ঘুরে বেড়ায় এলোমেলো ভাবনারা

তাপস সিংহ

আমার কাছে কলকাতার শরৎকাল শুধু কলকাতার নয়, হাওড়ারও। কারণ, আমি আদপে হাওড়ার মানুষ। গঙ্গা পেরোলেই কলকাতার সঙ্গে মানসিক দূরত্ব যে কতটা বেড়ে যায় তা যারা অন্য শহরে জন্মেছে তারাই জানে। এখন সে দূরত্ব অনেক কমেছে বটে, কিন্তু একেবারে মুছে গিয়েছে, সেকথাও জোরগলায় বলা যাবে কি? দুই শহরের শরৎকালের দূরত্ব যেন আরও বেশ কিছুটা মুছে দিয়েছে গঙ্গার তলা দিয়ে বয়ে যাওয়া মেট্রো। দুই শহর জুড়ে বেড়ে ওঠা শৈশব ও কৈশোরের চোখে তাই দুই শহরের ঋতুকাল পৃথক করা দুঃসাধ্যের!

বড় প্রেম জাগে এই আশ্বিনে। অথচ, এ বারের আশ্বিন বড় বিষাদরঙা হয়ে ধরা দিল যে! তার পরে পৃথিবীতে আঁধারের ধূপছায়া নামল বটে, কিন্তু দুটি প্রাণের মিলন তো হল না! আরজি কর হাসপাতালের যে চিকিৎসক মেয়েটিকে আর বাঁচতে দেওয়া হল না, অথচ তার পুরুষবন্ধুটি রয়ে গেল, তার জীবনে কি আর শরৎ আসবে আগের মতো? এই শহর তো জানে তার প্রথম অনেক কিছুই...শুধু সেই মেয়ে জানত না, গতবারের শরৎই তার জীবনের শেষ শরৎ ছিল। সে মেয়ে বাড়িতে দেবীদুর্গার আরাধনা করত। অথচ মাতৃশক্তির জোরেও সে মেয়ে এই শরতে নিজেকে বাঁচাতে পারল না।

এত কোলাহলের মাঝেও কলকাতা কেমন নীরব হয়ে আছে! উৎসবের সাড়ম্বর বিজ্ঞাপন আছে, আছে হরেক পণ্যের শারদীয় হাতছানি। কলকাতায় কাশের হাতছানি না থাকলেও শারদীয় বাজারের বিরাট হাতছানি থাকে। বাজারের এটাই নিয়ম। এটা প্রতি বছরের ছবি। কিন্তু মেঘাবৃত আকাশ এ বারে শরতের আহ্বান জানাচ্ছে না কেন? মাঝে মাঝে নীল আকাশের বুকে আশৈশব দেখে আসা পেঁজা তুলোর মতো মেঘের পাল দেখেও মনটা আকুলিবিকুলি করছে না কেন?

বাঙালিদের 'হাওয়া বদলের পশ্চিম' দেওঘরেও অনেক শীত-গ্রীষ্ম আর শরৎ কেটেছে। সে বড় অপরূপ সময়। কলকাতার বাইরে, দূষণহীন আকাশ, তপোবন আর ত্রিকূট পাহাড় ছুঁয়ে আসা বাতাস কত আগে থেকে জানিয়ে দিত, উৎসবের দিন আগতপ্রায়! মন ভালো করা সকাল আর দুপুর কাটত দাদুর হাওয়া বদলের বাড়ির বাগানে। বাড়ির সামনের ইউক্যালিপ্টাসের বাগানের সেই মন-কেমন-করা গন্ধ আমি আজও বয়ে বেড়াই এই তিলোত্তমা শহরে, শরতের সময়। দেওঘরের আকাশটাকে ধার করে আনি এই কলকাতায়, চাঁদোয়ারই মতো। আকাশের ছাদটা যেন আরও একটু নেমে আসে 'ফলস সিলিং'-এর ধাঁচে। যেন বিভ্রম তৈরি করে, যেন আকাশের ছাদটা ঠিক কোন উচ্চতায়, তা বুঝতে দেয় না!

আরও পরে বুঝতে পেরেছি, ওই বিভ্রমটাই আসলে চেয়ে এসেছি। মনে মনে এটা ভেবে বাঁচতে চেয়েছি, এই শরতের কালে, উৎসবের কালে আমার আবাল্য-আকৈশোর আর তারুণ্যে পৌঁছানোর দেওঘর আমাকে ছেড়ে যায়নি। যেন এখনও, এই পুজোর শহরের রাস্তায় দাদু আমার হাত ধরে যৌবন আর কৈশোর হয়ে বালক আমাকে হাঁটিয়ে নিয়ে চলেছে স্মৃতির গর্ভে।

এই শরতের শহর, উৎসবের শহর জানে, প্রথম প্রেমের হাতের স্পর্শ নিয়েছিলাম পুজোর রাস্তায়। সে মেয়েও কি খুশি হয়নি? জানি না, তবে, হাতটা সে ছাড়িয়েও নেয়নি। সেই উৎসবের রাতে প্রথম যখন তার হাতটা ধরি, সে একটু অবাক চোখে তাকিয়েছিল বটে, কিন্তু তার চোখে যেন একটু খুশির ঝলক দেখেছিলাম! গোটা চরাচরে আশমানি রং ছড়াল সে দিন। আমার রাত পোহালো শারদপ্রাতে...।

এরপর দশের পাতায়

কলকাতার ছবি

সজনে ফুলের মতো হিম ছড়ায়

রেহান কৌশিক

মেসেঞ্জার, হোয়াটসঅ্যাপের মেসেজ নয়। হাতে-লেখা-চিঠি। আঙুল এবং কলমের সুগন্ধ ছুঁয়ে থাকে চিরকুটের পৃষ্ঠা। এ-চিঠিতে প্রেমের রহস্যময়তা নেই। অঙ্গীকারের গাম্ভীর্য নেই। আছে কৈশোরের অনাবিল উচ্ছ্বাস। আচম্বিতে মনের সঙ্গে মন হারানোর বেহিসেবি খেলা।

চিঠি থেকে ওড়ে সাদা প্রজাপতি। নদীর পাড়ে তারাই কাশফুল। মনকেমনের নীল আকাশে তারাই উড়োমেঘ। শরৎ আসলে এমনই। কৈশোরের হাতে-লেখা ভালোবাসবার চিঠি।

শ্রাবণের মেঘ যেদিন অনন্তের বিউটি পার্লার থেকে শরীরের ঘোলাটে রং ধুয়ে-মুছে ঝকঝকে হয়ে উড়াল দেয়, সেদিন থেকেই শরৎকাল। কুমারী, শিলাবতী, ডুলুং, দামোদর, তারাফেণীর বুকে বর্ষার জলোচ্ছ্বাস যে উদ্দাম ড্রামের শব্দ তুলে মাটি ও মানুষের বুকে কাঁপন ধরায়, ভাদ্র-আশ্বিনের দিনে সেই শব্দ স্তিমিত হয়ে আসে। বরং স্রোত থেকে স্রোতের কিনারজুড়ে বেজে ওঠে রবিশংকরের মায়াবী সেতার, আমজাদের মেধাবী সরোদ। অজয় ও রূপনারায়ণের বিস্তীর্ণ জলের উঠোনে জেগে ওঠে বাংলার নিজস্ব আলপনা।

শ্রাবণী মেঘের দাপটে হারিয়ে যাওয়া তারাভরা আকাশ আবার ফিরে আসে মাথার ওপর। জানালার ওপারে রাতের নির্মেঘ আকাশে আবার চোখে পড়ে তারা-খ'সার আলো। ওই আলোই কি শিউলির ফুল হয়ে ঝরে পড়ে উঠোনে উঠোনে?

দক্ষিণবঙ্গের ছবি

দুপুরে ওড়ে একাকিত্বের হলদে রুমাল। সে রুমাল ওড়ে সাগর ছুঁয়ে থাকা মন্দারমণি, বকখালির সৈকতেও। কে যেন কিছু আগে চলে গেছে, ভুলবশত ফেলে গেছে তার সুগন্ধি রুমাল! যে যাওয়ার, চলে গেছে সে, কেবল একাকী রুমাল খোঁজ করে তার হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনের।

এই আলোর লোভেই কি ভোরবেলা সাজি হাতে বেরিয়ে আসে ছেলেমেয়ের দল?

নাকি, ওই আলোয় ঝলমলে হয়ে ওঠে শবরকন্যার মুখ? দোবরু পান্নার দেশে ভানুমতীর মতো কিশোরী মেয়েটি যখন কাশের মুকুট পরে হেঁটে যায় জঙ্গলের সুঁড়িপথে?

আশ্বিনে ধানের খেত পা রাখে যৌবনে। বুক ভারী হয়। দুধ আসে। নয়ানজুলির পাশে ধানমাঠে এসে বসত খ্যাপাটে চেহারার এক লোক। নির্জন মাঠে বাজাত একতারা। শ্রোতা কই? কে শোনে তার সুর? একদিন শুধু বলেছিল, 'শুধু মানুষ নয়, সুর শোনে ধানমাঠও। ধানের বুকের দুধ মিঠে হয় সুরে।'

আবহাওয়া দপ্তরের ঘোষণায় নয়, তারা-খ'সা সন্ধে, ফুল কুড়োনো ভোরবেলা, কিশোরীর মাথায় কাশের মুকুট, ধানমাঠের বাউল এবং কংসাবতীর ঘাটে কানাই মাঝিদের হাত ধরেই শরৎ উঁকি দেয় এই বাংলায়।

পুরুলিয়ার অযোধ্যা, বাঁকুড়ার শুশুনিয়া অথবা বিহারীনাথের চুড়োয় শরতের দুপুরে ওড়ে একাকিত্বের হলদে রুমাল। সে রুমাল ওড়ে সাগর ছুঁয়ে থাকা মন্দারমণি, বকখালির সৈকতেও। কে যেন কিছু আগে চলে গেছে, ভুলবশত ফেলে গেছে তার সুগন্ধি রুমাল! যে যাওয়ার, চলে গেছে সে, কেবল একাকী রুমাল খোঁজ করে তার হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনের।

এরপর দশের পাতায়

ছোটগল্প

আবাস

বিতস্তা ঘোষাল

মামান তুমি কোথায়?

-আরেকটা ফ্ল্যাট দেখতে ঢুকছি মা। বেরিয়ে ফোন করছি। বলেই ফোন কেটে দিল স্বাহা।

মুহূর্তের মধ্যেই আহুতির হোয়াটসঅ্যাপে স্বাহার পাঠানো ভিডিও ঢুকল। আহুতি খুলে দেখল মামান এখন যে ফ্ল্যাটটা দেখতে ঢুকল, তারই ভিডিও করে পাঠিয়েছে।

ফ্ল্যাটের দরজা খুলেই পাশাপাশি দুটো ঘর। প্রথম ঘরটায় এসি লাগানো। তবে খাট, আলমারি ফ্যান, টেবিল-চেয়ার কিচ্ছু নেই। এবার পরের ঘরটা। সেখানে একটা ছোটখাটো, এসি, দেওয়াল ঘেঁষে রাখা ছোট্ট ক্যাবিনেট। এরপর শোবার ঘর পেরিয়ে ড্রয়িং রুম। সেখানে সোফা রাখা। আর তার পিছনেই বড় একটা জানলা। মামানের গলার স্বর ভেসে এল। 'ভাইয়া এদিকে বারান্দা আছে?'

'আছে। ওই যে সোফার পাশে ছোট দরজা। ওর বাইরে।'

ক্যামেরা রোল করে সরু একটা প্যাসেজে। সেটা ডাইনিং রুম। সেখানেই দেওয়ালে ঝোলানো একটা টিভি। আবার মামানের প্রশ্ন- 'ভাইয়া টিভি থাকবে?'

'হ্যাঁ।'

'এটা চলে?'

'হ্যাঁ। কানেকশন আছে। রিচার্জ করে নিতে হবে।'

ক্যামেরা এবার রান্না ঘরে। একটা সরু স্ল্যাপ। তাতে একটা ওভান ও ক্যাবিনেট রয়েছে। রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এবার পরপর দুটো টয়লেট। তাতে গিজার, শাওয়ার, কল লাগানো।

'ভাইয়া একটাই ব্যালকনি?'

'হ্যাঁ।'

ভিডিও পাঠিয়ে তার নীচে স্বাহা লিখেছে, মা সাতচল্লিশ হাজার টাকা ভাড়া। টু বিএইচকে। ডিপোজিট চুরানব্বই হাজার, তার সঙ্গে এক মাসের অগ্রিম আর ব্রোকার চার্জ পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা।

-আচ্ছা। ফাইনাল কথা বলে নাও। দরকারে অগ্রিম কিছু দিয়ে রাখো, যদি পছন্দ হয়। মেসেজ পাঠিয়ে আহুতি মেয়ের ফোনের অপেক্ষা করতে লাগল।

গত এক মাসে স্বাহা গুনে গুনে চল্লিশটা ফ্ল্যাট দেখেছে। কোনও ফ্ল্যাটই ঠিকঠাক নয় তার জন্য। কোনওটার ভাড়া মারাত্মক বেশি, যা তার আয়ের দ্বিগুণ, কোনওটা অফিস থেকে বহুদূর, যাতায়াতেই প্রায় তিন ঘণ্টা। আবার কোনওটা কয়েক মাস পরেই রেনোভেশনে যাবে, তার নোটিশ টাঙানো। তার উপর আবার অনেক ফ্ল্যাটেই জলের সমস্যা তীব্র। এছাড়াও রয়েছে কুমারী চাকরিজীবিকে একলা ফ্ল্যাট না দেওয়ার নানা অজুহাত।

একটা করে ফ্ল্যাট অপছন্দ বা না পাওয়া হয়, আর স্বাহা ভেঙে পড়ে বিরক্তিতে।

আহুতি বলে- চলে আয় এখানে।

-মা, তাহলে চাকরি ছেড়ে চলে যাব?

-হ্যাঁ। ওখানে যা পাস তা যদি সব ভাড়া, যানবাহন আর খাওয়াতেই চলে যায়, তবে ওই টাকা পেয়ে কী লাভ? কষ্ট করে এতদূরে সবাইকে ছেড়ে থাকার পরও স্বস্তি না পেলে কী দরকার থাকার? তার চেয়ে মা-মেয়ে একসঙ্গে থাকাটাই ভালো।

-ঠিকই বলেছ। কেন যে মানুষ নিজের রাজ্য ছেড়ে বাইরে যায়! অন্য রাজ্যের লোকেরা আমাদের বহিরাগত ছাড়া কিছুই ভাবে না।

-তাই তো বলছি। চলে আয়।

এবার তার কথা শুনে স্বাহা রেগে গিয়ে উত্তর দেয়- তাহলে টাকাপয়সা খরচ করে পড়াশোনা করানোর দরকার কী ছিল? বাড়িতে নিজের কোলেই বসিয়ে রাখতে পারতে।

আহুতি মনে মনে বলে, তাহলে তো ভালোই হত। এত চিন্তা হত না। কিন্তু সে কথা না বলে বলল- তুই মন খারাপ করছিস বলেই বলছি। এটা তো ঠিক, এত সহজে কি সবকিছু পাওয়া যায়?

-আমার কপালে কিছুই চট করে জোটে না মা। সবই পরিশ্রম করে খেটে পেতে হয়।

-সেটাই তো ভালো । যা কিছু বিনা পরিশ্রমে, কোনও কষ্ট না করে পাওয়া যায় তাতে আনন্দ আসে না।

-তোমার ওই এক কথা। বিরক্ত লাগে। আমি কোথায় একটা ঘর পাব তার জন্য চিন্তায় পাগল হয়ে যাচ্ছি, আর তুমি বাড়ি ফিরে আসতে বলছ...

-আমি কিছুই বলছি না। তুই ভালো থাক, এটাই চাই সোনা।

-রাখছি, বলে ফোন রেখে দেয় স্বাহা।

ছোট থেকেই স্বাহার ইচ্ছে ছিল পাবলিক রিলেশন নিয়ে পড়াশোনা করে কর্পোরেট জগতে চাকরি করার। ফাইনাল পরীক্ষা শেষ হবার আগেই ক্যাম্পাস থেকেই নির্বাচিত হয়ে মাল্টিন্যাশনাল একটি

কোম্পানিতে সুযোগ পেয়ে গেল সে। রেজাল্ট বেরোনোর আগে তাতে যোগ দিয়ে অন্য রাজ্যের রাজধানী শহরে উড়ে গেছে সে। এর আগে সেখানেই ইন্টার্নশিপ করায় শহরটাকে খানিক চিনেছিল। সেবার উঠেছিল আহুতিরই ঠিক করে দেওয়া একটি পিজিতে। একটা ছোট্ট ঘরে দুজন ছাত্রী। পিজির মালকিন সুলতা মাসির কড়া নিয়মকানুন মেনে সেখানেই কাটিয়েছিল চার মাস। এবারও চাকরি স্থায়ী হওয়ার পর সেখানেই গিয়ে উঠেছে। কিন্তু এখন পরিস্থিতি অন্য রকম। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ থেকে ফেরার নির্দিষ্ট কোনও সময় নেই। তাছাড়া আগের মতো এত নিয়ম মানতেও রাজি নয় স্বাহা। অবশ্য তার থেকেও বড় সুলতা মাসি এবার জানিয়েও দিয়েছেন ছাত্রী না হলে সেখানে থাকতে দেবেন না।

ফলে ঘর খোঁজা আবশ্যক হয়ে পড়েছিল স্বাহার জন্য।

আহুতির পক্ষে নিজের বাড়ি, অফিস ছেড়ে তার কাছে গিয়ে ফ্ল্যাট দেখা সম্ভবপর নয়। তাছাড়া এবার স্বাহা ঠাঁই নিচ্ছে অনির্দিষ্টকালের জন্য। তার এখন বাড়ি ফিরে নিজের মতো পড়াশোনা, নাচ, যোগ করার মতো জায়গা চাই। তাছাড়া সমানে বাইরে থেকে কেনা ডাব্বায় নেওয়া খাবার খেতে খেতেও অসুস্থ হয়ে পড়ছে সে। রান্নাঘর থাকলে নিজের মতো রেঁধে খেতে পারবে। তাই সে তারই অফিসের আরেক কর্মী পিয়াসার সঙ্গে দুজনে থাকার দুই কামরার ফ্ল্যাট খুঁজছে। তাতে দুজনের জন্যই ভাড়াটা সস্তা হয়ে যাবে।

চার বছর আগে আহুতি যখন হস্টেলে রাখতে গেছিল স্বাহাকে, অন্য আবাসিকদের মায়েরা প্রত্যেকেই চিন্তায় ছিল থাকা-খাওয়াদাওয়া নিয়ে। ঘরের প্রাথমিক সমস্যা মেটার পর খাওয়ার বিষয়টা নিয়েই বেশি ভাবিত ছিল সে। মাছে-ভাতে বাঙালি চট করে অন্য প্রদেশের খাবার খেতে পারে না। বিশেষ করে টক-ঝাল এসব তো নয়ই। তবু স্বাহা সহজেই সেগুলো মানিয়ে নিয়েছিল। মাঝে মাঝে টিচারদের কোয়ার্টারে গিয়ে রান্না করেও খেত।

স্বাহা আসলে রাঁধতে ভালোবাসে। এটা তার কাছে সারাদিনের ক্লান্তি দূর করার অস্ত্র। আহুতির রান্নাঘর ভাবলেই বিরক্ত লাগে, স্বাহা এক্ষেত্রে একেবারেই বিপরীত। সে বলে- মা, রান্না করা, গুছিয়ে খেতে দেওয়া এগুলো একটা শিল্প। এটা একটা নিরন্তর সাধনা। যাই করো তাতে ভালোবাসা মিশিয়ে দিলে যেমন আলাদা মাত্রা নেয়, এটাও তেমন। তুমি বহু বছর ধরে টানা এক কাজ করছ বলে এখন আর তোমার ওই ধরা-বাঁধা কাজ করতে ভালো লাগে না। আমি তো তোমার রান্না দেখেই রান্না শিখেছি।

আহুতি হাসে মেয়ের কথায়। কিন্তু সে জানে তার কোনওদিন কখনোই রাঁধতে ভালো লাগে না। দায়ে পড়ে রান্নাঘরে ঢুকেছে, বিয়ের পর। তার আগে চিরকাল এই জায়গাটা সযত্নে এড়িয়ে গেছে। মা বাড়িতে না থাকলে, অতিথি এলে সে ছুটে গিয়ে ঠাকুরঘরে দরজা দিত, যাতে বাবার নির্দেশমতো 'অতিথি দেবো ভবঃ' ভেবে নিজেকে রান্না করে খাওয়াতে না হয়। সেইসব দিনে তার বোনই রান্না শেষ করে তাকে ডাকত- 'দি'ভাই এবার পড়া ফেলে নীচে নেমে খেতে দিয়ে দে। আমি স্নান সেরে আসি।'

বোনের কথা শুনে তবেই সে ঠাকুরঘর থেকে বেরিয়ে আসত।

কিন্তু সময়ের প্রেক্ষিতে দিনের পর দিন বাইরে খেতে খেতে অসুস্থ হয়ে পড়লে বাধ্য হয়েই রান্নাঘরে ঢুকেছে। বিষয়টা ততটা জটিল নয়, যতটা সে ভাবত। অনায়াসেই রপ্ত করে নিতে পেরেছিল মায়ের রান্নার রেসিপিগুলো।

যথাসময়ে স্বাহা হল। সে কী খাবে, কীভাবে রাঁধলে তার ভালো লাগবে, এসব ভাবতে ভাবতেই এক-এক করে দেশি-বিদেশি রান্না তার আয়ত্তের মধ্যে এসে গেল। যদিও মন থেকে তীব্র আসক্তি বা প্যাশন জন্মাল না। অবশ্য কোন কাজটার প্রতি যে তার সত্যি অনুরাগ আজও সে ভেবে উঠতে পারেনি। জীবনটাকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো তেলমশলা, জল নিয়মিত দিয়ে চালাচ্ছে, এই অবধি। স্বাহা অবশ্য অনেক ছোট থেকেই নিজের পড়াশোনার পাশাপাশি রান্না করাটাকে নিয়মিত অভ্যাস করে নিয়েছিল।

ডুমো ডুমো আলু আর তার খোসা কালোজিরে ও পোস্ত দিয়ে ভাজতে ভাজতে এসবই ভাবছিল আহুতি। তার ভাবনার জাল ছিন্ন করে মোবাইল বেজে উঠল। স্বাহা 'হ্যালো মা' বলতেই সে বলে উঠল- দেখা হল?

-দেখলাম মা। বেশ ভালো।

-তাহলে দেরি না করে নিয়ে নাও। নইলে আবার হাতছাড়া হয়ে যাবে।

- না, মা। ফ্ল্যাট মালকিন ও ব্রোকার রাজি। কিন্তু আমি এখানে নেব না।

-কেন?

-বিশাল একটা ফর্ম ফিলআপ করতে দিয়েছে।

-সে তো একটা এগ্রিমেন্ট করতেই হয়।

-হয়। কিন্তু এটা সেই ফর্ম নয়। আমি তোমাকে ছবি তুলে পাঠাচ্ছি। দেখো একবিংশ শতাব্দীতে কোথাও এসব লেখা থাকে কি না!

-কী লেখা আছে?

-মা পাঠালাম। পড়ে দেখো। এখানে আর যাই হোক না কেন আমি থাকতে পারব না। স্বাহার গলার স্বরে বিরক্তি ও উত্তেজনা।

-বুঝতে পারলাম না। কী হয়েছে? এত উত্তেজিত কেন?

-এখানে যা যা লেখা তা শুধু সংবিধান বিরোধী তাই নয়, একই সঙ্গে মানবিকতা বিরোধী।

এসব শুনলে আহুতির ভিতরে বিরক্তির একটা চোরা স্রোত বইতে থাকে। মনে হয় কোথায় যেন জোরে ঝড় উঠতে চলেছে। কেন যে এমন হয় সে নিজেও বোঝে না। নিজেকে শান্ত রেখে ধীরগলায় বলল, তুমি বলো, তাহলেই হবে।

- আমার নাম-ঠিকানা, সিভি, অফিসের অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার, তোমাদের নাম, ঠিকানা, সিভি, লিঙ্গ, বয়স... এগুলো ঠিক আছে। তারপরের প্রশ্ন জাতের। সেটাও না হয় মেনে নিলাম। কিন্তু এরপর লিখছে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র... আরও অনেক কিছু। মা এগুলো কি কোনও সভ্য মানুষের শর্ত হতে পারে বাস করার জন্য?

-একেবারেই নয়।

- আমি উচ্চবর্ণ দেখে খুশি, আমাকে ডেকে মহিলা আড়ালে বলল- 'তুমি একা ভাড়া নাও। আমি ওকে দেব না'। আবার আমাকে জ্ঞান দিচ্ছে- 'তোমরা নিজেদের জাতকে সম্মান দিতে জানো না। তাই সব জায়গায় তোমাদের এত অবক্ষয়।' আমার এত মাথা গরম হয়ে গেছিল। কিন্তু নিজেকে সংযত রেখে বললাম- 'অ্যান্টি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ স্বামীজি বলেছিলেন, সাম্প্রদায়িকতা, গোঁড়ামি ও এগুলোর ভয়াবহ ফলস্বরূপ ধর্মোন্মত্ততা এই সুন্দর পৃথিবীকে বহুকাল অধিকার করে রেখেছে। আর তাঁদের জন্যই আজ মানবজাতির এই অবস্থা। আপনি আমাকে ফ্রিতে দিলেও আমি আপনার বাড়ি নেব না।' বলে বেরিয়ে এসেছি। জানো মা, অ্যান্টি যখন আমাকে ডেকে বলছিলেন, আমি দেখেছি পিয়াসার মুখ কালো হয়ে গেছিল। নীচে নেমে আসার পর ও কাঁদছিল। আমার এত খারাপ লাগছিল। পিয়াসা ইকনমিক্সে পিএইচডি, আমাদের ফিন্যান্স হেড। ও মানুষ হিসাবে এত ভালো, ওর মা-বাবা দুজনেই এক্স আর্মি অফিসার। অথচ ওকেও এসব শুনতে হবে? মানুষ হিসাবে আমার নিজের কাছে নিজেকে ছোট লাগছিল মহিলার কথায়।

স্বাহার কথা শুনে আহুতি কয়েক মুহূর্ত চুপ থাকল। তারপর বলল- ঠিক করেছ। আমরা প্রতিবাদ করি না, শুধু নিজেরটুকু ভাবি বলে চারদিকে এত অন্ধকার। তুমি এর থেকে অনেক ভালো ঘর পেয়ে যাবে মামান। এখন আর রাত কোরো না। বাড়ি ফেরো তাড়াতাড়ি।

-লাভ ইউ মা। বলে স্বাহা ফোন রেখে দিল।

গভীর রাতে আহুতির ঘুম ভেঙে গেল এক অতীন্দ্রিয় অনুভূতি নিয়ে। সে দেখল আকাশজুড়ে সপ্তর্ষিমণ্ডল। সেখান থেকে একটা আলোর বলয় ঘিরে ধরছে স্বাহাকে। যজ্ঞের আগুনে পুড়ে যাচ্ছে মানবিক ভেদাভেদের অশুভ শক্তি। সেদিকে তাকিয়ে সে যেন নিজের মনেই বিড়বিড় করল- ওম স্বাহা, ওম স্বাহা..

ঘুরে বেড়ায় এলোমেলো

নয়ের পাতার পর

এখনকার সল্টলেক নয়, বহু বছর আগের সল্টলেকের ফাঁকা প্লটগুলোতে কাশফুল ফুটে থাকতে দেখেছি। বড় মায়া মায়া হয়ে যেত চারদিক। কাশফুল যেন চিরদুখিনী, ফুটে ওঠে নিজের মনে। অরণ্যের ফাঁকফোকরে, নদীর চরে, কোনও অবহেলার একফালি জায়গায়। তার দুধসাদা রং নিয়ে কাব্যি হয়, ভালোবাসারা চিঠি চালাচালি করে, প্রেমের জন্ম হয় কাশের অরণ্যে! সে যেন শুধু আনন্দ দিতেই এসেছে। তারও পরে শরৎ যায়, হেমন্তের অরণ্যের পোস্টম্যান হয়ে হলুদরঙা কাশের দল থেকে যায়। যেন সংসারের বোঝা হয়ে যাওয়া প্রৌঢ়ত্বের মতোই দশা তাদের, স্মৃতি হাতড়ে হাতড়ে বেঁচে থাকা।

কেন যে শরৎ এলে তিলোত্তমার পথে হাঁটতে হাঁটতে বুড়ির সুতোর মতো এ রকম এলোমেলো ভাবনারা ঘুরে বেড়ায়, এর উত্তর আমার কাছে নেই। কোনও এক শরতের দুপুরে, সে দিন সামান্য বৃষ্টিভেজা ছিল শহর, চাঁদনি চক মার্কেটের ফুটপাথে দেখলাম জিনস-সাদা টি-শার্ট, পায়ে হাওয়াই চপ্পল, অঞ্জন দত্ত হাঁটছেন। কিছু খুঁজছেন হয়তো। ভাবলাম ডাকি একবার। কিন্তু তার বদলে তাঁকে দেখে স্যামসন আর তার সঙ্গী স্যাক্সোফোন গানটার কথা মনে এল... এইভাবে খুন হয়ে চলে কত কত স্যামসন... গোগ্রাসে গিলে চলে শহরটা দেয় নাকো কান...

যে উৎসবের শহরে প্রেমিকার হাত স্পর্শ করেছিলাম, সে যখন চলে যায়, সে-ও ছিল এক শরৎ। এঁদো গলি সিঁড়ি ভেঙে স্যাঁতসেঁতে ছাদের উপর ফিরে এসেছিল ব্যর্থ প্রণয়ী। এখনও শরৎ এলে সে প্রণয়ী নিজেকে হেমন্তের অরণ্যের কাশফুল বলে ভাবে। হলদেটে...শুকনো...বেঁচে থাকা প্রাণ। উৎসবের কালে...শরতের কালে...কাশফুলের কালে হাওড়ার অলিগলি, জীর্ণ সড়ক, বন্ধ হয়ে যাওয়া কারখানার দরজা যেন ডাকে। পুরোনো বন্ধুরা ডাকে, 'চল, ঠাকুর দেখতে যাবি না?' সিনেমার মতো ফ্রেম বদলে বদলে যায় লহমায়, প্রৌঢ়ত্বের দুটো পা অত্যন্ত দ্রুত লয়ে ছোট থাকে, যৌবন-কৈশোর-বাল্যের পা হয়ে যায়। এপারে পাঁচশো বছরের ইতিহাস বয়ে নিয়ে চলা এক শহর, গঙ্গার ওপারে তিলোত্তমা, উৎসবের দুই শহর।

আরজি করের সে মেয়ের নামও তো কারা যেন তিলোত্তমা রেখেছে...।

সজনে ফুলের মতো হিম ছড়ায়

নয়ের পাতার পর

পাহাড় থেকে সাগর-- পথে-প্রান্তরে, গ্রাম থেকে নগরে, মফসসলে মানুষের মনে এমনই এক আশ্চর্য একাকিত্বের রুমাল ঢুকে পড়ে স্মৃতির ছদ্মবেশে। দুপুর গড়ানো সন্ধের মিহি অন্ধকারে তাই বিষণ্নতা হাঁটে। সে যেমন ছুঁয়ে যায় সঙ্গহারা মানুষের হৃদয়, তেমনই ছুঁয়ে যায় সবুজ ধানমাঠের ফাঁকে শুয়ে থাকা অগোছাল আলপথও।

রাত্রি যত গাঢ় হয় সজনে ফুলের মতো হিম ছড়িয়ে পড়তে থাকে ঘাসে। অন্ধকারের বুকে জোনাকিরা ফোঁড় তোলে রুপোলি আলোর সুতোয়। বোনা হতে থাকে নিঃশব্দ রাত্রির অলৌকিক নকশিকাঁথা। এ যেন একজন রুপাই অথবা সাজুর প্রেমের বৃত্তান্ত নয়, বাংলার চিরায়ত ভালোবাসার গোপন আখ্যান।

আড়াবাড়ি, বেলপাহাড়ির অরণ্যে শুধু হেমন্তে নয়, শরতের দিনেও ঘুরে বেড়ায় একাকী পোস্টম্যান। ফুলবিহীন পলাশের বনে, দীর্ঘদেহী শালের জঙ্গলে, জারুলের ছায়া থেকে সংগ্রহ করে অদৃশ্য অক্ষরে লেখা মন হারানোর চিঠি। প্রেম তো আসলে আনন্দ এবং উচ্ছ্বাসের একমাত্রিক সমীকরণ নয়, অন্তরজুড়ে হারিয়ে ফেলার শঙ্কা ও বিষণ্নতার শোভন সুন্দরও। শরৎ বাঙালি হৃদয়ের এই বহুমাত্রিক উচ্চারণকে স্থান করে দেয়। স্বাভাবিকভাবেই, শরৎ হয়ে ওঠে প্রেমে পড়ার স্নিগ্ধ মরশুম।

একই সঙ্গে উৎসব প্রিয় বাঙালির মেগা-ইভেন্ট এই শরতেই। দুর্গাপুজো এখন দুনিয়ার ঐতিহ্যশালী কার্নিভালগুলোর অন্যতম। তারপরেও এই সময়কালে দাঁড়িয়ে একটা প্রশ্ন জাগে-- আড়ম্বরের আড়ালে কি ঢাকা পড়ে যাচ্ছে বাঙালির স্বভাবসিদ্ধ আন্তরিকতা? ডাকের সাজ, ঢাকের বোল, নারকেল নাড়ু আর রঙিন কাপড়ে বানানো বাঁশের মণ্ডপ যেন 'ব্রাত্যজনের রুদ্ধ সংগীত'! কর্পোরেট দুনিয়ার স্পন্সরে দাঁড়িয়ে পড়ছে বুর্জ খলিফা, হোয়াইট হাউস থেকে বাকিংহাম প্যালেসও। ডাকের সাজের বদলে একশো-দেড়শো ভরি সোনার গয়নায় গা মোড়ানো প্রতিমার অসুর নিধনের রুদ্ররূপ। ঢাকের বোলের জায়গায় ডিজের গগনবিদারী আর্তনাদ। অর্থ এবং আড়ম্বরের প্রতিযোগিতার আড়ালে বাঙালি কি ক্রমশ হারিয়ে ফেলছে ঘরের মেয়ের বাড়ি ফেরার সানন্দ আন্তরিকতা? প্রজন্মবাহিত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য? প্রশ্নটা থাকল।

ঠিক একশো ছয় বছর আগের এক শরতের সন্ধে। উইনচেস্টারের পথে সান্ধ্যভ্রমণের পর কীটস লিখলেন 'টু অটাম'। কীটসের অন্যান্য কবিতা সম্পর্কে নানান সমালোচনা থাকলেও, বলা হয় এই কবিতাটি একদম নিখুঁত। শরতের রূপে মুগ্ধ রোমান্টিক কবি সৌন্দর্যের যে সত্যে পৌঁছেছিলেন, তেমনই সত্যের উদ্ভাস দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও। রবীন্দ্রনাথ যখন লেখেন, 'অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া / দেখি নাই কভু, দেখি নাই এমন তরণী বাওয়া।' অথবা, 'শরতে আজ কোন্ অতিথি এল প্রাণের দ্বারে / আনন্দ গান গা রে হৃদয়, আনন্দ গান গা রে।'

বিশ্বের দুই প্রান্তের দুই কবি যখন একটি ঋতুর ভিতর সৌন্দর্যের সত্যকে উপলব্ধি করছেন, সেই একই সত্যের কথা বলছেন এক ওলন্দাজ শিল্পীও। 'As long as autumn lasts, I shall not have hands, canvas and colours enough to paint the beautiful things I see.'

সময় বিশেষে মুগ্ধতা যে শুধুমাত্র মুখর হয়ে উঠবে তা নয়, মুগ্ধতা কখনো-কখনো স্তব্ধতার কথাও বলে। নিশ্চুপ থেকে সৌন্দর্যের সত্যে নিজেকে লীন হওয়ার প্ররোচনা দেয়। চিত্রশিল্পী ভিনসেন্ট ভ্যান গখের এই জবানবন্দি অন্তত সে কথাই প্রমাণ করে।

বাংলা, উইনচেস্টার অথবা নেদারল্যান্ডসের জুন্দার্তে শরৎকালের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য নিশ্চয় একরকম নয়। থাকতে পারে অনেক অমিল। কিন্তু গভীরতর মিলের জায়গাটি হল সৌন্দর্যের সত্য। সৃষ্টিশীল মানুষের সংবেদনশীল অন্তরে এই মিল ধরা পড়ে অভিন্ন সত্তায়। স্থান ভিন্ন হতে পারে। কাল পৃথক হতে পারে। কিন্তু শরৎ হয়ে ওঠে সৌন্দর্যের এক আশ্চর্য ধ্রুবক।

বুকের ভিতর আগুন

নয়ের পাতার পর

শিউলির বাপ কতবার যেতে চেয়েছে সে ব্যবসায়। গত কয়েকদিন খোঁজ নাই দিদিটার। বন্যায় ভেসে কোথায় গেল কে জানে ওরা। এইসময় যখন ডুয়ার্সে বৃষ্টি শেষে বিকালের রোদের রং গলানো সোনার মতো, তখন ওর দেশ-গাঁয়ে প্রতিবার ফুঁসে ওঠে কালিন্দী, ফুলহর আর স্বয়ং মা গঙ্গা। বাড়িঘর গেরস্থালি সর্বস্ব ভেসে গেলেও পোষা বেড়াল-কুকুর-গরু-বাছুর বুকে করে মানুষ স্কুলবাড়ি বা শিবিরে এসে ওঠে। ভাতের জন্য লাইন দেয়। পদ্মবালা কোন দূর চরে তার মা-বাবা-দিদি আর আপনজনের ভেসে যাওয়ার আশঙ্কায় আতঙ্কে আর নিজের ঘরের বিপদের সম্ভাব্য দিনগুলোর কল্পনায় স্থবির হয়ে বসে থাকে ঘরের দাওয়ায়। মেয়ের স্কুলের দিদিমণিদের আশ্বাসের কথা তাকে ছোঁয় কি না বোঝা যায় না ভালো। শিউলি ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে বড় ম্যামকে- ''আমি আবার কবে ইস্কুলে যাব ম্যাম''? দিদিমণির চোখ ঝাপসা হয়, গলা ভেঙে আসে, ভ্যাপসা গরমে দমবন্ধ লাগতে থাকে। ফেরার পথের রাস্তায় কুমোরপাড়ায় মাটি পড়েছে মাতৃমূর্তিতে। ছাঁচের নিটোল মুখশ্রী, অক্ষিকোটর শূন্যতায় এখনও চোখ বসেনি। ও কী, মৃন্ময়ী মূর্তির ওই চোখের অবয়বে অত জমাট রক্ত কেন? স্পষ্ট গড়িয়ে আসা রক্ত এখনি তো ছিল! প্রবল ঘাম হয় আচমকা। ধানখেতের বিস্তৃত সীমানার ওপারে কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়া স্পষ্টতায় ঝকঝকে হাসে, ধরলা নদীর জলে ছায়া ফেলে, পাশের হুহু কাশবন আলতো হাওয়ায় দোল খায়, বেঁধে রাখা নৌকাটা টলমল দোলে। সাদা ঝরঝরে কাশবন- তিস্তা-তোর্ষা-কালজানি-রায়ডাক-সংকোশ-ডায়না-মহানন্দা-আত্রেয়ীর চর ধরে জ্যোৎস্নারাতে যতদূর যাওয়া যায়, মাথার ওপর অসংখ্য নক্ষত্রের ছড়িয়ে থাকা আর বিস্তৃত সাদাফুল। শরতের সাদাফুল, একথালা সাদা ভাতের মতো ছড়িয়ে থাকে বন্ধ চা বাগানের কুলিবস্তির হাঁহাঁ খিদের সকাল-বিকেলে। কোথায় যেন এই ভাতের গন্ধ টোপ দিয়ে টেনে এনে পিটিয়ে মেরে ফেলা অবোধ জীবনের কান্না ঘুমের মধ্যে বিষ মিশিয়ে দেয় রোজ- আর শরৎ সেজে উঠতে থাকে এসবের আড়ালে নিজের নিয়মে প্রতিবাদে নীরবতায় যন্ত্রণায় আবাহনে বিসর্জনে তর্পণে। নীলকণ্ঠ উড়ে যায় অনাগত সুবিচারের চিঠিমুখে কোনও এক কল্পরাজ্যে। ভোরবেলা দিদিমণির ঘুম ভাঙে এক মায়ের ফোনে- ''আমরা পেরেছি ম্যাম। আপনার ইয়াসমিনের জন্য ন্যায় ছিনিয়ে এনেছি আমরা। পকসো আইনে পঁচিশ বছর সাজা হয়েছে জানোয়ারটার। আপনার মেয়েটাকে ন্যায় দিতে পেরেছি আমরা।" একসঙ্গে কাঁদতে থাকে ইয়াসমিনের জন্মদাত্রী আর শিক্ষয়িত্রী মা। আকাশ-বাতাস আলোয় আলোময় হয়ে কী অপূর্ব সূর্য ওঠে। শিশিরভেজা চরণ ফেলে শরতের অরুণ আলোর অঞ্জলি দিগন্তে একজোড়া কালো আঁখির অশ্রু মুছিয়ে দিতে গান হয়ে ছড়িয়ে পড়তে থাকে চরাচরে।

একতরফা

সুমন মল্লিক
আঁকা : অভি

এ কপশলা বৃষ্টির পর রংধনুর মতো ঝোরা এসেছিল শোভনের জীবনে। কলেজে ফার্স্ট ইয়ারের প্রথম দিন। স্পষ্ট মনে আছে শোভনের। বান্ধবীর সঙ্গে ক্লাসে ঢুকে পঞ্চম বেঞ্চে বসেছিল ঝোরা। বেগুনি রঙের চুড়িদার। পুরো ক্লাসটা চুপচাপ বসে ছিল ঝোরা। শান্ত! স্নিগ্ধ! একবারের জন্যও এদিক-ওদিক ঘাড় ঘোরায়নি। আর এই প্রথম ক্লাসে কী পড়ানো হয়েছিল তা আজও জানে না শোভন। কারণ পুরো ক্লাসটাই ও শুধু ঝোরাকে দেখে গেছে। প্রথম দেখাতেই ঝোরার প্রেমে পড়ে গিয়েছিল শোভন।

শোভন তখন প্রাণবন্ত এক যুবক। একহাতে থাকত শেক্সপিয়রসের সনেট বই আর আরেক হাতে ক্রিকেট ব্যাট। ক্রিকেটটা ভালোই খেলত। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই শোভন ডিপার্টমেন্টে পরিচিত মুখ হয়ে উঠল। এদিকে, শোভন ততদিনে ঝোরার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। কিন্তু মনের কথা কীভাবে ঝোরাকে বলবে তা বুঝতে পারছে না। জীবনে কখনও কোনও মেয়েকে প্রপোজ করেনি। অনেক বান্ধবী হয়েছে। কিন্তু প্রেম হয়নি। তাই প্রেমের সাগরে কীভাবে সাঁতার কাটতে হয় তা শোভনের জানা ছিল না।

ঝোরার সঙ্গে প্রথম কথা বলতে শোভনের প্রায় দু'মাস লেগে গেল। আর গোটা ফার্স্ট ইয়ারে ঝোরার সঙ্গে শোভনের কথা হল মাত্র পাঁচ বা ছয়বার। আর ঠিক এই সময়েই শোভন কবিতা লিখতে শুরু করল। মনের যেসব কথা শোভন ঝোরাকে বলতে পারত না, সেসব কবিতার রূপ নিয়ে জমতে থাকল ডায়েরি কিংবা নোটসের খাতায়।

২

টেবিলে রাখা লেখার খাতার ওপর মাথা রেখে চোখ বুজে আছে শোভন। পনেরো বছর হয়ে গেল, ঝোরাকে এখনও ভুলতে পারেনি। অল্প হলেও, ঝোরার সঙ্গে কাটানো ছোট ছোট মুহূর্ত, ঝোরার সঙ্গে বলা একেকটা কথা আজও স্মৃতির ঝরোকা খুলে শোভনকে ঘিরে ধরে। আর ঘিরে ধরলেই শোভন চোখ বুজে নেয়। স্মৃতিকে আরও জীবন্ত করে তুলতে চায়।

শোভন এখন একজন শিক্ষক। শিক্ষকতাই তার পেশা। কিন্তু নেশা কবিতা। যে নেশা ঝোরা নিজের অজান্তে ধরিয়ে দিয়েছে শোভনকে। কবি হিসেবে শোভন এখন একটি পরিচিত নাম।

সংসারী মানুষ হিসেবে শোভন বেশ অগোছালো। অবশ্য কবিরা তো এমনই হয়। এই ব্যাপারটা নিয়ে প্রথম কয়েক বছর স্ত্রীর সঙ্গে শোভনের ঝামেলা হত। কিন্তু এখন শোভনের স্ত্রী কিছুটা অভ্যস্ত হয়ে গেছে। তাছাড়া সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শোভনের পরিচিতি বাড়ছে, সমাজে সম্মান বাড়ছে। স্বামীর এই উন্নতিতে স্ত্রী কি খুশি না হয়ে পারে। কিন্তু এই খুশি শোভনের স্ত্রী সবসময় লুকিয়ে রাখে, বুঝতে দেয় না শোভনকে।

সংসার, চাকরি আর কবিতার ত্রিভূজের মাঝে ঝোরা আজও নীরবে বয়ে চলে শোভনের বুকে। সেই বুকেই প্রতিটি মোলাকাত, প্রতিটি দর্শন আলপিনের মতো বেঁধে। কানে এসে লাগে ঝোরার সেই কথা, 'বন্ধু হতে চাই, শুধু বন্ধু হতে চাই আমি।' এই বন্ধু হতে চাওয়ায় কোন ইঙ্গিত ছিল? শোভন বোঝেনি পনেরো বছর আগে। এখন বোঝে। এখন বোঝে, কতটা বোকা ছিল সে। এখন বুঝলেও কিছু করার নেই। চোখ ফেটে কান্না বেরোতে চায়। পারে না। কান্নার বদলে বেরিয়ে আসে কবিতা।

৩

ফার্স্ট ইয়ারে ডিপার্টমেন্টের প্রায় সবারই রেজাল্ট খারাপ হল। ঝোরা অনেক কম নম্বর পেল বান্ধবীদের থেকে। ভেঙে পড়ল ঝোরা। একদিন ঝোরার বাবা শোভনকে ফোন করল। ফোন ধরল শোভনের বাবা। শোভন সাইকেল পরিষ্কার করছিল। ঝোরার বাবা ঝোরার অবস্থার কথা জানাল শোভনকে। শোভন জানাল, ওরও নম্বর কম এসেছে। ফার্স্ট ইয়ারের সবারই একই অবস্থা। টেনশন না ক'রে ঝোরা পরের ইয়ারের প্রস্তুতি নিক, শেষে শোভন এটাই বলে ঝোরার বাবাকে।

এরমধ্যেই কলেজে ক্রিকেট টুর্নামেন্ট শুরু হয়ে যায়। ভালো ক্রিকেটার হওয়ার দরুন শোভন ব্যস্ত হয়ে পড়ে সেখানে। এর আগে অবশ্য আরেকটা ঘটনা ঘটে। শোভন এক কমন ফ্রেন্ডের মাধ্যমে প্রপোজ করে বসে ঝোরাকে। ঝোরা রাজি হয় না। কিন্তু শোভন নাছোড়। মেসেজ করতে থাকে মোবাইলে। কিন্তু মেসেজে কতটুকুই বা মনের কথা লেখা যায়। একটা সময় পর ঝোরার রিপ্লাই আসে। সে শুধু বন্ধুত্ব করতে চায়। এই বন্ধুত্বের বিষয়টা শোভনের মাথায় ঢোকে না। কী বোকা ছিল শোভন! ও জানতই না, বন্ধুত্বই প্রেমের প্রথম সিঁড়ি।

৪

ছাদে ব'সে পাহাড় দেখতে দেখতে শোভন ভাবে, কেন সেদিন ওকেই ফোন করেছিল ঝোরার বাবা? তিনি নম্বরই বা পেলেন কেমন ক'রে? তবে কি ঝোরাই...। নিজের প্রতি ভীষণ রাগ হয় শোভনের। কতটা বোকা, কতটা অপদার্থ ছিল সে। এই সামান্য বিষয়টা তখন সে বুঝতেই পারেনি।

ইঙ্গিত তো আরও একবার এসেছিল সেকেন্ড ইয়ারে। শোভনের একটা মজা করবার অভ্যাস ছিল। ক্লাসে ঢুকেই ও কাউকে না কাউকে মাথায় হালকা ক'রে টোকা দিত হাতের ডায়েরি দিয়ে। আর দিয়েই পালাত। কয়েকবার ঝোরাকেও দিয়েছিল। একদিন আচমকা ঝোরা এসে শোভনের মাথায় টোকা দিয়ে পালায়। শোভন তখন দুই বন্ধুর সঙ্গে ব'সে গল্প করছিল। ঘটনার আকস্মিকতায় একটু হতভম্ব হয়ে যায় শোভন। পাথরের মতো ব'সে থাকে। কিন্তু ব'সে না থেকে সেদিন যদি শোভন ঝোরার পিছু নিত, কে বলতে পারে একটা নতুন কিছু হতে পারত। এমন কিছু, যা দুজনকে বেঁধে ফেলত অটুট বাঁধনে। কিন্তু শোভন অত ভাবেইনি। শোভন আসলেই ভীষণরকম বোকা ছিল।

এসব ভাবতে ভাবতে সূর্য অস্ত যাবার জন্য তৈরি হয়। গোধূলির আলোয় শোভনের মনে ফুটে ওঠে অপর এক গোধূলির আলো। কী হয়েছিল সেই আলোয়? কেন হয়েছিল? নাও তো হতে পারত। আসলে শোভন খুব অবুঝ ছিল, ভীষণ বোকা। এই বিষয়টা যখনই শোভন ভাবে, ওর বুক ভেঙে যায়। সূর্য উধাও হয়েছে। নেমে এসেছে অন্ধকার। ছাদে চেয়ারের ওপর হাঁটুতে মুখ গুঁজে নেয় শোভন। এমন একটা শূন্যতা, কষ্ট শোভন লালন ক'রে চলেছে, যার থেকে মুক্তি নেই। যে শূন্যতা, যে কষ্টের কথা আজীবন শোভনকে গোপন করতে হবে সবার কাছ থেকে।

এসব ভাবতে ভাবতে সূর্য অস্ত যাবার জন্য তৈরি হয়। গোধূলির আলোয় শোভনের মনে ফুটে ওঠে অপর এক গোধূলির আলো। কী হয়েছিল সেই আলোয়? কেন হয়েছিল? নাও তো হতে পারত। আসলে শোভন খুব অবুঝ ছিল, ভীষণ বোকা। এই বিষয়টা যখনই শোভন ভাবে, ওর বুক ভেঙে যায়। সূর্য উধাও হয়েছে। নেমে এসেছে অন্ধকার।

৫

কলেজের ফাইনাল ইয়ারে শোভনের ফোন করাটা ঝোরার কাছে একটা বিরক্তির বিষয় হয়ে দাঁড়াল। শেষের দিকে ঝোরা ফোন ধরতই না। তারপর শেষ চার-পাঁচ মাস দুজনই পড়ার চাপে পড়ল। ফোন করা কমে গেল শোভনের। বিভিন্ন অধ্যাপকের সাজেশন জোগাড় ক'রে পড়তে লাগল। সেইসব সাজেশনের মধ্যে ভালো সাজেশনগুলো শোভন ঝোরাকে পাঠাত।

এরপর এল ফাইনাল রেজাল্টের দিন। সবাই বোর্ডে টাঙানো রেজাল্টে হামলে পড়ল। শোভন প্রায় ষাট শতাংশ নম্বর পেল ফাইনাল ইয়ারে। ঝোরার নম্বর আগের দুই ইয়ারের তুলনায় অনেকটাই ভালো। ঝোরার জন্য অপেক্ষা করছে শোভন। কলেজের শেষ দিন। আবার কবে দেখা হবে কে জানে। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল, কিন্তু ঝোরা এল না। শেষে শোভন যখন বেরিয়ে যাবে কলেজ থেকে ভাবছে, দেখল গোধূলির আলোয় রঙিন হয়ে রেজাল্ট বোর্ডের ভিড় থেকে বেরিয়ে আসছে ঝোরা। কখন এল ঝোরা, বুঝতেই পারেনি শোভন।

গোধূলির কমলা রঙের আলোয় ঝোরাকে সেটাই শেষ দেখা শোভনের। সেদিনও শোভন কিছুই করতে পারেনি। ঝোরার কাছে গিয়ে বলতে পারেনি মনের কথা কিংবা সাহস ক'রে ঝোরার হাতটা ধ'রে বলতে পারেনি, যাস না এখুনি। এই বলতে না পারার কষ্ট কাউকে কাউকে আজীবন তাড়া ক'রে বেড়ায়।

৬

নদীর পাড়ে ব'সে বৃষ্টি দেখতে দেখতে শোভনের দৃষ্টি আবছা হয়ে যায় অশ্রুতে। গ্র্যাজুয়েশনের পর এমএ'র জন্য ঝোরা ভর্তি হয় কলকাতায় আর শোভন ভর্তি হয় বেনারসে। দূরত্ব অনেকটা হলেও একটা ফোনকলে সেই দূরত্ব মিটে যেত। ফোন শোভনই করত। ঝোরা কখনও শোভনকে ফোন করত না। তবে শোভন ফোন করলে ঝোরা এখন ভালো ক'রে কথা বলত।

ঠিক দু'বছর পর শোভনের চাকরি হয়ে গেল সরকারি প্রাইমারি স্কুলে। ঝোরার সঙ্গে তখনও কথা হয় শোভনের। ঝোরার সঙ্গে কথা না বলতে পারলে খালি খালি লাগত। ভালো-মন্দ যা কিছু হত, ছোট ছোট খুশির ঘটনা সব ঝোরার সঙ্গে শেয়ার করত শোভন।

বৃষ্টির বেগ বেড়ে যায়। শোভন ছাতা মাথায় হাঁটতে শুরু করে। হাঁটতে হাঁটতে শোভন ফোনের সেই কথোপকথনের স্মৃতিরোমন্থন করে। আর তখনই সে ঠিক ক'রে ফেলে তার পরবর্তী কবিতার বইয়ের নাম হবে 'অশ্রুবৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে'।

৭

চাকরি পাবার তিন বছর পরেই শোভন বুঝতে পারে যে, এর থেকে ওপরের চাকরি পাওয়া ওর পক্ষে সম্ভব না। যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তা সম্ভব না। কারণ পারিবারিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, অনেক প্রকার। আর ঠিক এই সময়েই বোকা শোভন হঠাৎ বুদ্ধিমান হয়ে ওঠে। শোভন ভাবে, সে ঝোরার যোগ্য না। এই সামান্য বেতনের চাকরি ক'রে ঝোরাকে নিজের জীবনে জড়ানোটা বিরাট ভুল হবে। অনেক ভালো ছেলে ঝোরা ডিজার্ভ করে।

বুদ্ধিমান শোভন ঝোরাকে ফোন করা বন্ধ ক'রে দেয়। একবারও ভাবে না, কেন ফোন করলে ঝোরা সেই ফোন ধরত, ভালোভাবে কথা বলত? ঝোরা তো ফোন নাও ধরতে পারত, সে তো শোভনকে অ্যাভোয়েড করতে পারত। এসব কিছুই ভাবে না শোভন। তারপর সিদ্ধান্ত নেয় বিয়ে ক'রে ফেলার। বিয়ে করেও ফেলে। শোভন ভেবেছিল বিয়ের পর নতুন সংসার হলে আস্তে আস্তে সব ভুলে যাবে। আর ঠিক এখানেই বুদ্ধিমান শোভন আবার বোকা বনে যায়। বিয়ের পরেও সে কিছুতেই ঝোরাকে ভুলতে পারে না। অনেক ভাবে চেষ্টা করে। অনেকরকম ভাবে চেষ্টা করে। কিন্তু ভুলতে কিছুতেই পারে না ঝোরাকে। কবিতা লেখার ভূত চেপে বসে। দিন-দিন পাগলের মতো হয়ে ওঠে শোভন। অথচ কারও সঙ্গে এসব শেয়ার করতে পারে না। শেষ পর্যন্ত শোভন ডাক্তারের পরামর্শ নেবার সিদ্ধান্ত নেয়।

আট নম্বরে নাম পড়ে শোভনের। বেশ নামকরা সাইকিয়াট্রিস্ট। চেম্বারের জন্য রওনা দেয় বাইকে। যেতে যেতে একটা লাইন ভেসে ওঠে মনে। রাস্তার পাশে বাইক দাঁড় করিয়ে মোবাইলে কবিতা লিখতে শুরু করে শোভন। ভুলে যায় ডাক্তারের কথা, ভুলে যায় চাকরির কথা, ভুলে যায় ওর বিবাহিত নতুন অবস্থার কথা। আর কবিতাটি লেখা শেষ ক'রে শোভন বুঝতে পারে, সে কোনও রোগে আক্রান্ত নয়। সে আসলে ঝোরার দ্বারা আক্রান্ত আর কবিতাই একমাত্র উপশম।

ঠিক এই সময়ই বোকা শোভন আবার একটু বুদ্ধিমান হয়ে গিয়ে বুঝতে পারে, ঝোরার সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করাটা ওর জীবনের সবথেকে বড় ভুল। যতই ছোট চাকরি হোক, যতই কম বেতন হোক, আরেকবার অন্তত ঝোরাকে মনের কথাগুলি বলা উচিত ছিল শোভনের। কারণ ঝোরার মনে কী ছিল, তা শোভন বুঝতে পারেনি। ঝোরার মনের কথা শোভন আর কোনওদিন জানতেও পারবে না। আর সেজন্যই এক অনন্ত অনুতাপ শোভনকে গোপনে বহন করতে হবে আজীবন। আজীবন সেই অনুতাপের মধ্যেই লুকিয়ে রাখতে হবে ওর একতরফা ভালোবাসা।

ছোটগল্প

এডুকেশন ক্যাম্পাস

অভ্র ভট্টাচার্য, প্রথম বর্ষ, এসআইটি, শিলিগুড়ি।

রোহন কর, দশম শ্রেণি, নেতাজি বিদ্যাপীঠ (উঃমাঃ) আলিপুরদুয়ার।

তিতলি দাস, অষ্টম শ্রেণি, রামকৃষ্ণ সারদামণি বিদ্যাপীঠ, শিলিগুড়ি।

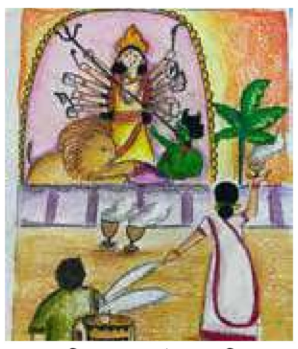

দ্যুতি যাদব, অষ্টম শ্রেণি, জলপাইগুড়ি পাবলিক স্কুল।

দেবরাজ দাস, তৃতীয় শ্রেণি, ফণীন্দ্রদেব বিদ্যালয়, জলপাইগুড়ি।

মীরা হালদার, আংরাভাসা বংশীবদন হাইস্কুল, ধূপগুড়ি।

ধূর্জতি রায়, নবম শ্রেণি, বীণা মোহিত মেমোরিয়াল স্কুল, কোচবিহার।

অর্পিতা মণ্ডল, সপ্তম শ্রেণি, পারঙ্গেরপার শিশুকল্যাণ উচ্চবিদ্যালয়, ফালাকাটা।

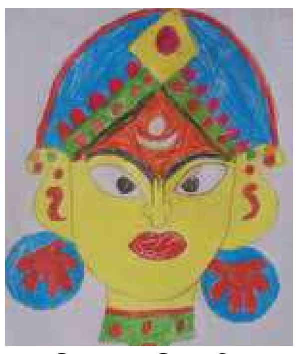

দীপ দাস, তৃতীয় শ্রেণি, রাজেন্দ্র বিদ্যাপীঠ, দিনহাটা।

স্বস্তিকা পাল, চতুর্থ শ্রেণি, শিশু পাঠ উদ্যান, শিলিগুড়ি।

অশ্বারূঢ়া কনকদুর্গা

পূর্বা সেনগুপ্ত

অশ্বখুরের থেকে নির্গত ধ্বনিতে চঞ্চল হয়ে ওঠে চারদিক। বঙ্গভূমি তখন ছোট ছোট সামন্তরাজ্যে বিভক্ত। এই সামন্ত রাজারা নিজেদের মধ্যে ঘনঘন যুদ্ধে মেতে ওঠেন। কোনও ছোটখাটো বিষয় পেলেই হল। এক-একটি সমৃদ্ধ পরিবার ছোট ছোট ভূখণ্ডের মালিক। একটি পরিবারের সঙ্গে মিশ্রিত আছে এক-একটি গভীর ধর্মবোধ। সেই ধর্ম ভাবনাকে স্থায়ী রূপদান করতে তাঁরা প্রত্যেকেই খুব নিষ্ঠার সঙ্গে তৎপর।

কাহিনীর মূল হল সেই ধর্ম ভাবনা এবং সেই ভাবনা সঞ্জাত গৃহদেবতার উপস্থিতি ও পরিবর্তন।

অশ্বখুরের শব্দ অগ্রসর হয় জঙ্গলমহলের জামবনি অঞ্চলে প্রবাহিত সুবর্ণরেখা নদীর শাখানদী ডুলুংয়ের তীরে। এই নদীর উৎপত্তি ছোটনাগপুর মালভূমির অর্থাৎ সিংভূম জেলার চাকুলিয়ার কাছে। সেখান থেকে আঁকাবাঁকা পথে পশ্চিম মেদিনীপুরের বীনপুরের কাছে ডুলুংডিহার কাছে তিনটি নালা দেড় নালা, কোপান নালা ও পালপাতা নালার ঝরনা ও ছোট জলধারার সঙ্গে মিশে নদীর পূর্ণ রূপ নিয়ে ডুলুং নাম নিয়ে বয়ে গিয়েছে ঝাড়গ্রাম অঞ্চলের গোপীবল্লভপুর হয়ে আবার এসে মিশেছে সেই সুবর্ণরেখাতেই। নদীর প্রবাহপথ আমাদের আলোচনার বিষয় নয়। কিন্তু এই প্রবাহ পথেই কিছু গৃহদেবতা ও তাঁকে কেন্দ্র করে রাজকাহিনীর জন্ম হয়েছে। এই অঞ্চল প্রাকৃতিক দিক দিয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। একদিকে যেমন সমভূমি, অন্যদিকে মালভূমি অঞ্চলের সূচনা হয়েছে। দুটি সংস্কৃতির স্পষ্ট ছাপ পড়েছে এই অঞ্চলের ধর্মভাবনায়।

ঝাড়গ্রাম শহর থেকে প্রায় তেরো-চোদ্দো কিলোমিটার দূরে ডুলুং নদীর তীরে প্রাচীন চিল্কিগড় রাজবাড়ি। সেই রাজবাড়ির গৃহদেবী হলেন দেবী দুর্গা। কিন্তু তাঁকে কেন্দ্র করে কাহিনীর ওঠাপড়া এমনই রোমাঞ্চকর যে জানলে চমৎকৃত হতে হয়। তিনি কেবল রাজমহলের নাটমন্দিরে পূজিত পরিবার সমন্বিতা দেবী দুর্গা নন। তিনি হলেন অশ্বারূঢ়া কনকদুর্গা।

বাংলায় যখন সামন্ত রাজাদের শাসন চলছে তখন হিন্দুধর্মের রূপটি কেমন ছিল তা আমাদের একটু জানা দরকার। হিন্দুধর্মের মধ্যে তেত্রিশ কোটি দেবতা। কিন্তু মূল বিভাজন কয়েকটি। কেউ শাক্ত, দেবীভক্ত। কেউ শৈব-শিবের পুজো করেন। কেউ বৈষ্ণব, রাম বা কৃষ্ণের উপাসক। এই রকম গাণপত্য, সৌর ইত্যাদি বিভাজন। প্রত্যেকেই নিজের ধর্মভাবনাকে ভালোবাসেন ও গুরুত্ব প্রদান করেন। কিন্তু অন্যকে সহ্য করার মতো উদারতা অনেকের থাকে না। বিশেষ করে শাক্ত ও কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণবদের মধ্যে বিবাদ অনেক ক্ষেত্রেই গুরুতর আকার ধারণ করেছে চিরকাল। এই

মনোভাব যদি কোনও রাজা পোষণ করতেন তাহলে রাজত্ব পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আরাধ্য দেবতাও পরিবর্তিত হয়ে যান। কৃষ্ণের স্থানে আসেন কালী। শিব মন্দিরের পাশে পরম গৌরবে বিরাজ করেন গোপীমোহন কৃষ্ণ। চিল্কিগড়ের কনকদুর্গার ইতিহাস ঠিক এই কথারই সমর্থন করে।

আমরা ষোড়শ শতাব্দীর দিকে দৃষ্টিদান করব।

অধুনা পুরুলিয়া, মেদিনীপুর জেলা সংলগ্ন ঝাড়গ্রাম সংলগ্ন কিছু অঞ্চল ও বাঁকুড়ার কিছু অংশ নিয়ে গড়ে উঠেছিল যে জঙ্গল তার নাম ছিল বড়মহল। কখনও বা জঙ্গলমহল। সেখানেই রাজত্ব করেন রাজা গোপীনাথ সিংহ। তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসছেন মধ্যপ্রদেশের মাণ্ডু আর রাজস্থানের মালোয়ার রাজ্যের মধ্যবর্তী অংশের রাজা জগদ্দেও ধবল। তিনি যুদ্ধ করে গোপীনাথের রাজ্য জয় করতে কেবল চান না তার সঙ্গে জয় করতে চান গোপীনাথ সিংহের প্রতিষ্ঠিত অসামান্য কনকদুর্গা মূর্তি। এই মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এক বিচিত্র কাহিনীর মাধ্যমে। শোনা যায় রাজা গোপীনাথ স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে নিজের হাতের সোনার কাঁকন দিয়ে এই দেবীমূর্তি নির্মাণ করেছিলেন। সোনার দুর্গা বলে দেবীর নাম হয় কনকদুর্গা। বর্তমানের ঝাড়গ্রাম প্রাচীনকালের ঝাড়বন নামে ভূখণ্ডের অংশ ছিল। সেখানে প্রাচীন মল্লরাজারা রাজত্ব করতেন। চিল্কিগড়ের ইতিহাসের সঙ্গে মধ্যপ্রদেশের নাম বারবার জড়িয়ে যায়। মধ্যপ্রদেশের এক অঞ্চলের রাজপুত্র জগৎ দেও সিংহের সঙ্গে যুদ্ধ হয় মল্লদেব বংশের তৎকালীন রাজা ধবলদেবের। এতে জগৎ দেও সিংহ জয়ী হন। শুরু হয় নতুন রাজবংশের। এই জগৎ দেও সিংহের বংশধর ছিলেন গোপীনাথ সিংহ।

গোপীনাথ সিংহই স্বপ্নাদেশ লাভ করেন দেবীর। কেবল তিনি নন, তাঁর সঙ্গে ব্রাহ্মণ সারেঙ্গী বংশ ও মূর্তি নির্মাণকারী কয়াল বংশের এক সদস্য একই স্বপ্নাদেশ

পর্ব - ১৬

> শোনা যায় রাজা গোপীনাথ স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে নিজের হাতের সোনার কাঁকন দিয়ে এই দেবীমূর্তি নির্মাণ করেছিলেন। সোনার দুর্গা বলে দেবীর নাম হয় কনকদুর্গা। বর্তমানের ঝাড়গ্রাম প্রাচীনকালের ঝাড়বন নামে ভূখণ্ডের অংশ ছিল। সেখানে প্রাচীন মল্লরাজারা রাজত্ব করতেন। চিল্কিগড়ের ইতিহাসের সঙ্গে মধ্যপ্রদেশের নাম বারবার জড়িয়ে যায়।

লাভ করেন। দেবীর ইচ্ছায় তাঁর মূর্তি নির্মাণ করা হয়। মূর্তির রূপ কেমন হবে তা দেবী নিজেই বলে দেন। এই দেবী দুর্গা দশভুজা নন। চতুর্ভুজা, অশ্বারূঢ়া। খড়্গহস্তা তিনি, যেন চলেছেন যুদ্ধ বিজয়ে। প্রায় দু'ফুট উচ্চতার এই দেবীমূর্তি নির্মাণ করতে রানির কাঁকন ছাড়া আরও নয়শো গ্রাম সোনার প্রয়োজন হয়েছিল। রাজা গোপীনাথ কেন রানির হাতের কাঁকন ব্যবহার করলেন তার কারণ জানা যায় না। তবে তাঁর এই মহিষীর সঙ্গে যে দেবীর নিগুঢ় সম্পর্ক ছিল তা বুঝতে পারা যায় দেবীপুজোর একটি প্রথায়। শোনা যায় শুক্লপক্ষের সপ্তমীর দিন রাজা দেবীর প্রতিষ্ঠা করেন। দেবীর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল নরবলির মাধ্যমে। লোককথা অনুযায়ী এই বলি হওয়ার জন্য ব্রাহ্মণ নাকি নিজে থেকে এসেই হাড়িকাঠে মাথা দেন। দেবীর নির্দেশ ছিল এমন বলি হবে যাতে রক্তস্রোত মন্দির থেকে বয়ে গিয়ে ডুলুং নদীর জলে মিশতে পারে। বলির রক্ত দিয়েই স্নান করানো হত দেবীকে। পরবর্তীকালে এই বলিও বন্ধ হয়ে যায়। বলি বন্ধ হওয়া নিয়েও এক কাহিনী প্রচলিত আছে। একবার বলির জন্য এক ব্রাহ্মণ পুত্র উপস্থিত হন। তিনি হঠাৎ মায়ের সম্মুখে দাঁড়িয়ে মাতৃস্তব শুরু করেন। সেই মাতৃস্তবে মন্দির কেঁপে ওঠে। দেবী তুষ্ট হয়ে স্বপ্নে বলি বন্ধের আদেশ প্রদান করেন। সেই বছর থেকে আর কোনওদিন মন্দিরে নরবলি হয়নি। এরপর থেকে ছাগবলি হওয়ার নিয়ম। সপ্তমীর দিন থেকে পুজো শুরু হলে অষ্টমীর দিন বলি হত। সেই বলির প্রসাদ লাভ করতে অন্দরমহলে আত্মীয়স্বজনের সমাগম হত। এত লোকের জন্য রানির মাংস রান্না করতে খুব কষ্ট হয়। মায়ের প্রসাদ তিনি নিজেই প্রস্তুত করতেন, অন্যকে দিয়ে তা প্রস্তুতিতে মন সায় দিত না। কনকদুর্গা দেবী রানির এই কষ্ট দেখে স্বপ্নে অভিনব একটি উপায়ের কথা জানালেন। তিনি পুরোহিত সারেঙ্গী বংশের সেই সময়ের সদস্যকে বললেন, 'এবার থেকে তিনি নিজেই মাংস ভোগ রান্না করবেন। তবে এর জন্য কিছু আচার পালন করতে হবে- দেবীর আদেশ অনুযায়ী বলি প্রদত্ত মাংস মশলা মাখিয়ে একটি মাটির হাঁড়িতে করে উনুনে বসিয়ে দিতে হবে। সেই হাঁড়ির মুখে মন্ত্র জপ করে একটি খুন্তি হাঁড়ির উপরের ঢাকনাতে আড়াআড়িভাবে রেখে দিতে হবে। তারপর সেই খুন্তিকেও মন্ত্রপূত করতে হবে।

এইভাবে বীজমন্ত্রে অভিষিক্ত করে সমস্ত কিছু উপাদান নিয়মমাফিক সাজিয়ে রেখে, অবশেষে ঘরের দরজা বন্ধ করে চলে আসে সকলে। কিন্তু নবমীর দিন সকালে দেখা যায় সেই মাংস সুসেদ্ধ হয়ে গিয়েছে। এই ভোগকে বলা হয় বিরাম ভোগ। বিরাম ভোগ পেতে আজও দূরদূরান্ত থেকে ভক্তের দল মন্দিরে উপস্থিত হয়। এছাড়া নবমীর দিন ও প্রসাদ হিসেবে ডিম দেওয়া হয় দেবীর উদ্দেশে। প্রাচীন মন্দির 'বড় মহল' নামে পরিচিত। বিশ্বাস করা হয়, রাজা গোপীনাথের প্রতিষ্ঠার অনেক আগেই স্থানীয় আদিবাসীদের আরাধিত মা চণ্ডীরূপে আরাধিত হতেন। হয়তো তখন তিনি পাথরের উপর সোনা দিয়ে আচ্ছাদিত ছিলেন। পরে তা রাজা গোপীনাথ স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে সোনা দিয়ে তৈরি করেন। এই মূর্তির সঙ্গে আদিবাসীদের

যে সম্পর্ক ছিল তা ভোগে ডিম নিবেদনের প্রথা দেখে অনুমান করা হয়।

দেবীর সঙ্গে যুদ্ধের যোগ নিবিড়। যে ইতিহাস আমরা বর্ণনা করলাম তারই পাশে পাশে আরেকটি মতের দেখাও আমরা পাই। এই ইতিহাস অনুযায়ী ঝাড়গ্রাম জেলার জামবনি পরগনা ছিল অতীতের সামন্তভূম রাজ্যের অন্তর্গত। ময়ূরভঞ্জের জমিদার বলভদ্র ত্রিপাঠী জামবনিতে জমিদারি পত্তন করেন। এঁরা ছিলেন মূলত বিষ্ণুভক্ত। এই ত্রিপাঠী পরিবারের উত্তর পুরুষ বিশ্বরূপ ত্রিপাঠী চিল্কিগড়ে প্রথম একটি পঞ্চরত্ন বিষ্ণু মন্দির স্থাপন করেন। শোনা যায় রাজার ক্ষত্রিয় সেনাপতি ভৈরব সিংহ ত্রিপাঠী পরিবারের রাজাকে ডুলুং নদীর তীরে হত্যা করে রাজত্ব দখল করেন। রানিকেও হত্যা করেছিলেন সেনাপতি। আজও নাকি দুর্গাপুজোর ষষ্ঠীর দিন যে পাথরের আঘাতে রানি মহামায়াকে হত্যা করা হয়েছিল সেই পাথরটিকে পুজো করে দেবীপুজোর সূচনা হয়। এই মত অনুসারে গোপীনাথই এই সিংহ রাজবংশের সূচনা করেন। তিনিই ১৭৪৯ সালে বিষ্ণুমন্দিরের সঙ্গে কনকদুর্গার মন্দির স্থাপন করেছিলেন।

কিন্তু ইতিহাস রক্তস্রোতে কথা বলে। গোপীনাথ এক বংশের বিনাশ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর রাজ্য ধলভূমগড়ের রাজা জগন্নাথ সিং দেও ধবলদেব তাঁকে পরাজিত করে কনকদুর্গা মূর্তির স্থলে শিবমন্দির স্থাপন করতে চান। কারণ তিনি এবং তাঁর পরিবার ছিলেন শৈব। গোপীনাথের কোনও পুত্রসন্তান ছিল না। তিনি গৃহদেবীর অস্তিত্বের সংকট দেখে তাঁর একমাত্র কন্যা সুবর্ণমণিকে তিনি জগন্নাথ সিং দেও-এর হাতে তুলে দেন। গোপীনাথের পর রাজা হন ধবলরাজ জগন্নাথ সিং দেও। তাঁর সময় থেকে দেবী কনকদুর্গা আর কালাচাঁদের মন্দিরের পাশে বিরাজ করতে থাকেন শিব। কালের সাক্ষী হয়ে।

কনকদুর্গার প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নদশা দেখে বংশের এক রাজা মন্দিরটিকে অন্যত্র নতুনভাবে তৈরি করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। কিন্তু দেবী নাকি তখন নীল রঙের শাড়ি পরিধান করে দেখা দেন এবং মন্দিরকে অন্যত্র নিয়ে যেতে বারণ করেন। দেবীর আদেশ অনুসারে ভগ্নমন্দিরের পাশেই নতুন মন্দির গড়ে ওঠে। আর সেই দিন থেকে রাজবাড়ির মেয়েরা নীলশাড়ি পরিধান ত্যাগ করেন। কারণ দেবীর পরিধানে নীল রঙের বসন ছিল।

কনকদুর্গা মন্দিরকে কেন্দ্র করে নানা অলৌকিক কাহিনী আজও বহমান। শোনা যায় কখনও মন্দিরের পূজারি রাতের পুজো শেষ করে একাকী জঙ্গলের পথ ধরে ঘরে ফিরে যেতে ভয় পেতেন। দেবী নাকি স্বপ্ন দিয়ে তাঁকে বলেন, আমি সঙ্গে থাকি। তুই বিশ্বাস কর আর পথ চলতে চলতে পিছন ফিরে তাকাস না।' পুরোহিত সেই থেকে বনপথে মায়ের অস্তিত্ব টের পেতেন। এই মন্দিরের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল তার চারপাশে ওষধি বৃক্ষের জঙ্গল। যার বর্তমান নাম 'কনকবন'। দেবীর চারপাশে বিভিন্ন ওষধি বৃক্ষের সমাহার মুগ্ধ করে। জঙ্গল, বন, ওষধিবৃক্ষ, রাজাদের যুদ্ধ, এই সবের সঙ্গে কনকদুর্গা বিরাজ করেন। তাঁর মন্দিরের চারপাশে, আদিবাসীদের চণ্ডীদেবী, বৈষ্ণব ধারার কালাচাঁদ, শাক্তধারার চণ্ডী ও শৈবধারা বৃত্তাকারে ঘুরতে থাকে। এই ঘূর্ণনের মাঝে দেবী কনকদুর্গা আজও ভক্তদের মনোবাসনা পূরণ করে চলেন।

সপ্তাহের সেরা ছবি

ইজরায়েল বা ইউক্রেনের যুদ্ধের বোমা বিস্ফোরণ নয়। সমুদ্রই। লাইটহাউসে ধাক্কা খেয়েছে ঢেউ। ব্রিটেনের সিহ্যামে।

কবিতা

ফিনিক্স
মানসী কবিরাজ

পুড়তে পুড়তে শিখে গ্যাছে
শিখে গ্যাছে কীভাবে জলের মতোই খেতে হয়
আগুনের আঁশ
জানলা বন্ধ করে রাখা এযাবৎ যত পাখিপাঠ
তারাও শিখেছে। শিখেছে কীভাবে পাথর চাতালে
গাঢ় হয় মোহিনী মুদ্রার নাচ! শিখেছে
কীভাবে এই আঁটসাঁট হাতকড়া জোড়া
দুধ জ্বালিয়ে জ্বালিয়ে রাঁধে
আতপ সুবাস
চিতল মাছের মুইঠ্যা গড়িয়ে নামে
লকলকে জিহ্বার স্বাদ
সন্ধে এলিয়ে এলে, ঠাকুরের ঘর
শাঁখ ও প্রদীপের ভালো
অন্ধকারে মনিবি স্বর খর থেকে
আরও
খরতর
বুঝে নেয় নুনের হিসাব

একান্ন খণ্ডে ছেঁড়া রক্ত ও রস
ছাই থেকে তুলে আনে
পুনরাবির্ভাব

অন্য সংগ্রহ
নীলাদ্রি দেব

পৃথিবীর ফুটপাতে হাত ধরেছিল ওরা
কেউ ফিরে গেল অন্য রাস্তা দিয়ে
জানি, পথচারীদের মুখ মনে পড়বে না
সময়ের গায়ে দখল রাখবে ক্ষয়
স্মৃতিঘর থেকে টুকরো টুকরো বীজ
তীক্ষ্ণ গাঁথব আঠালো ক্যানভাসে
বাইপাসগুলো জুড়ে যেতে চাইবেই
অন্য শহরে, পাঁচ মাথা মেশা মোড়ে
হয়তো কখনও দেখা হয়ে যাবে ঠিক
হয়তো কখনও বীজ থেকে গাছ হবে
সম্ভাবনার সুতোয় লাগছে টান
শ্যাওলা জমিয়ে রাখছি অভ্যাসে

বিদেশি
সুনন্দ অধিকারী

জীবনের চিঠি কিছু গীতিপ্রীতি জোনাকিও জেনো জানে
বন্যা কিন্তু ফসলেরও কথা বলে যায় কানে কানে
আমরা চলেছি মিছিলে সবাই আমরা চলেছি একা
পক্ষ না জেনে চাঁদকে দেখলে তার যাওয়া নাকি থাকা
এগোতে চাই যে লাইন দুটোকে সমান্তরাল রাখি
যতই চলবে যতই এগোবে তবু থেকে যায় কিছু বাকি
তবুও আমরা হারতে শিখিনি শিখিনি নোয়াতে মাথা
তুমিও বিদেশি আমিও বিদেশি তবু আমাদেরই কথকতা...

আগুন সর্বত্র
মহুয়া রুদ্র

সন্ধ্যার পূব আকাশে হঠাৎ রক্তিম আভা
মনে হল কোথাও আগুন লেগেছে
খবর এল এক বস্তিতে আগুন দিয়েছে
আরেক বস্তির মানুষজন।
চমকে উঠে বললাম ওদের নিজের ঘরেও যে
আগুন লেগে যাবে।
শঙ্কিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলাম
আগুনের সামনে অমন বর্বর উল্লাসে ওরা কারা
নাচতে নাচতে পুড়ছে?

আগুন তো সবার ভেতরেই জ্বলছে অহরহ
চাপা চাপা, ছাই চাপা আগুন, ধিকি ধিকি আগুন
শুধু যজ্ঞভূমে আজকাল আর আগুন জ্বলে না
ওম স্বহায় নিজেকে আহুতি দেয় না আজ কেউ।
ওরা জেনেছে আকাশ ছোঁয়া আগুনের লেলিহান শিখায়
এভাবেই খুঁজে নিতে হয় নিজেকে
গনগনে আঁচে এভাবেই কালকে দেখাতে হয় বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ
এভাবেই এগিয়ে যায় জন, জাতি, দেশ, ধর্ম।
পিছনে ভস্মের মরুভূমিতে পড়ে থাকে
ভেজা চোখ আর গোলাপি হৃৎপিণ্ড।

এখন সে আগুন নেভানোর কেউ নেই
আগুন সর্বত্র, শুধু যজ্ঞভূমে ছাড়া।

ভোরের অ্যালার্ম
বিদ্যুৎ রাজগুরু

আগাছায় ভরে গেছে
আমার নিকানো উঠোন
মাটি ফুঁড়ে ওঠেনি উদ্ভিদ।
প্রোটোপ্লাজম শুষ্ক এখনও
সুপ্ত ভ্রূণের ভাঙেনি ঘুম।
বীজের ভীষণ অসুখ আজ
অঙ্কুরোদ্গম হয়নি বহুদিন।
গেরস্থের হেঁশেল
ভেঙেছে বিড়াল।
সীমান্ত গাঁয়ের
কাঁটাতারের যন্ত্রণার শব্দ শুনি
নিশুতি রাতে।
অহংকারী খরগোশ
থেমে গেছে স্তব্ধ জলাধারে।
ঘরের জানালার ফাঁক দিয়ে দেখি আমি,
শাঁকচুন্নির আলোর শরীর।
আলোর মিথ দেখি চারিদিকে।
এক দিঘি স্তব্ধ জলাধারে
চেয়ে দেখি, শুয়ে আছে
আস্ত একটা নীলাকাশ নীরবে।
পাখির গানে শুনি আমি।
ভোরের অ্যালার্ম।

ভূমিকার পরিবর্তে
প্রশান্ত দেবনাথ

চেনা এক শবদেহ পড়ে ছিল ভোরের দরজায়
দেহটি রহস্যে মোড়া, কে তার ঘাতক? প্রশ্ন ঘোরে
কোথাও আভাস নেই, ছড়িয়ে পড়েছে সন্দেহের
ডালপালা হাসপাতালে, মেঘ দিয়ে তৈরি হচ্ছে গল্প
এখন সাদাকে বলছে কালো আর কালোকে বেগুনি

অন্ধকারে ভিজে কারা হাপিস করেছে যাবতীয়
প্রমাণ? ভোরের আলো আজ মুষড়ে পড়ে যন্ত্রণায়
আকাশ বাতাস জল এখন বিচার চায়, আর
বিচারের জন্য ছুটছে অন্তহীন মানুষের ক্ষোভ...

বনলতা সেন
অসীমকুমার দাস

আমি একটা নিঃসঙ্গ বৃদ্ধ
অপঠিত প্রাচীন গ্রন্থের মতো
এতগুলো বছর কেটে গেল
কখনও ভাবিনি বুড়িয়ে যাব
চারপাশে এত লোক জনসমুদ্র
আর আমি মধ্যিখানে চর
অবরুদ্ধ চারপাশ থেকে
এখানে কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না!
আমি একটি বিশ্বস্ত লোক খুঁজছি-
একটু যদি কথা বলতেন স্যর
আমি একটু শান্তি পেতাম আর
ভাবতাম
আমারও একজন প্রিয় মানুষ আছে
যেরকম আপনার বনলতা সেন!

ভারত আমার... পৃথিবী আমার

বাংলাদেশি পর্যটক একে

বাংলাদেশের এক শ্রেণির মানুষ সামাজিক মাধ্যমে যতটা ভারতবিদ্বেষী, এদেশের অর্থনীতিতে তাঁরা তত বেশি অবদান রাখছেন। তার প্রমাণ, চলতি বছরের প্রথম ছ'মাস ভারতে সবচেয়ে বেশি এসেছেন বাংলাদেশি পর্যটকরা। তাঁদের পিছনেই রয়েছেন আমেরিকা, ব্রিটেন, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ার পর্যটকরা। গত ২৭ সেপ্টেম্বর বিশ্ব পর্যটন দিবসে ভারতীয় পর্যটনমন্ত্রক এই তথ্য জানিয়েছে। ওই সময়ে প্রায় ৪৭ লক্ষ ৮০ হাজার মানুষ ভারতভ্রমণ করেছেন বলে মন্ত্রকের দাবি। এর মধ্যে বাংলাদেশি ছিলেন ২১.৫৫ শতাংশ। তারপর শতাংশের বিচারে আছে আমেরিকা (১৭. ৫৬), ব্রিটেন (৯.৮২), কানাডা (৪.৫) ও অস্ট্রেলিয়া (৪.৩২)।

কাশ্মীরের চিনারম্যান

গত ১৫ বছরে শত শত চিনার গাছ লাগিয়ে জম্মু-কাশ্মীর বন দপ্তর থেকে 'চিনারম্যান' উপাধি পেয়েছেন সীমান্ত জেলা কুপওয়ারের নার্গি গ্রামের বাসিন্দা পেশায় শ্রমিক বছর চল্লিশের আবদুল আহাদ খান। তিনি হাটমূলায় প্রায় ২০ হেক্টর জমিতে চিনার গাছ লাগিয়ে রীতিমতো চিনার বন তৈরি করে ফেলেছেন। এখন সেখানে তিনশোরও বেশি চিনার গাছ রয়েছে। তিনি সবুজায়নে তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছেন। তাঁর দাবি, তিনি শুধু চিনার বনই তৈরি করেননি, কাশ্মীরের প্রাকৃতিক ঐতিহ্য চিনার সংরক্ষণ ও জেলার নার্গিওয়ারি পার্কের উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। আমৃত্যু চিনার গাছ লাগিয়ে যাওয়াই তাঁর লক্ষ্য।

১৭ ফুট সাড়ে ৯ ইঞ্চি লম্বা টুপি মাথায় আমেরিকার জোশুয়া কাইজার।

টুপিতে বিশ্বরেকর্ড

টুপি বানিয়ে বিশ্বরেকর্ড! ১৭ ফুট সাড়ে ৯ ইঞ্চি লম্বা ২৬.৪ পাউন্ড ওজনের সেই টুপির কারিগর পেন স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র জোশুয়া কাইজার। সাকিন আমেরিকার পেনসিলভেনিয়া। করোনা পর্বে গিনেসের ওয়েব পেজ দেখার সময় তাঁর মাথায় এমন লম্বা টুপি বানানোর ভাবনা আসে। তারপরই কাজ শুরু। আবর্জনার স্তূপ থেকে বাতিল ক্যান দিয়ে কাজ শুরু করেন তিনি। এর আগে ২০১৮ সালে ১৫.৯ ফুট লম্বা টুপি তৈরি করে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে নাম তুলেছিলেন এডিলন ওজারে।

শিশু নাট্যমের দীপোজ্জ্বল প্রয়াত

শিলিগুড়ি, ২৮ সেপ্টেম্বর : প্রয়াত হলেন শিলিগুড়ির প্রবীণ নাট্যব্যক্তিত্ব দীপোজ্জ্বল চৌধুরী। শিশুদের সার্বিক দৈহিক ও মানসিক বিকাশে সংস্কৃতিচর্চাকে গুরুত্ব দিয়ে গড়ে তুলেছিলেন 'শিশু নাট্যম' সংস্থা। নাটক, আবৃত্তি, নৃত্য, সংগীতের জন্য অবৈতনিক শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থাও করেছিলেন তিনি। দীর্ঘসময় তিনি সূর্য সেন কলোনির সারদা শিশুতীর্থে শিক্ষকতা করেছেন। শনিবার দুপুরে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই তিনি ফুসফুসজনিত কারণে অসুস্থ ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমেছে শহরের সংস্কৃতি জগতে।

আলোচনা সভা

শিলিগুড়ি, ২৮ সেপ্টেম্বর : উত্তরবঙ্গের ইতিহাস ও সংস্কৃতি নিয়ে শনিবার শিলিগুড়ি কলেজের গণজ্ঞাপন বিভাগে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গ্যাংটকের নরবাহাদুর ভাণ্ডারী গভর্নমেন্ট কলেজের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ডঃ সত্যদীপ সিং ছেত্রী । তিনি বলেন, 'আমাদের নিজেদের ইতিহাস আমাদেরই লিখতে হবে।' অধ্যাপনার পাশাপাশি কয়েকটি বইও তিনি লিখেছেন। এদিন উপস্থিত পড়ুয়াদের সঙ্গে একটি প্রশ্নোত্তর পর্বও করেন তিনি।

সমন্বয় যাত্রা

শিলিগুড়ি, ২৮ সেপ্টেম্বর : 'সমন্বয় যাত্রা'-র আয়োজন করল বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চ। শনিবার উদ্যোক্তাদের তরফে শিলিগুড়ি জার্নালিস্টস ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠকের আয়োজন করা হয়। সেখানে বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চের দার্জিলিং জেলার সভাপতি বিক্রমাদিত্য মণ্ডল জানান, বাংলাপক্ষ হিন্দুদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করছে। সম্প্রতি বিহার থেকে পরীক্ষা দিতে আসা দুজনের সঙ্গেও তারা খারাপ ব্যবহার করেছে। এই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে সম্প্রীতির বার্তা দিয়ে এই যাত্রা করা হবে।

পরীক্ষা পিছোল

শিলিগুড়ি, ২৮ সেপ্টেম্বর : প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে পিছোল বৃত্তি পরীক্ষা। প্রাথমিক উন্নয়ন পর্ষদ আয়োজিত এই পরীক্ষা ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে ৫ অক্টোবর পর্যন্ত হওয়ার কথা ছিল। শনিবার আয়োজকদের তরফে জরুরি মিটিং করে পরীক্ষা পিছিয়ে ২১ অক্টোবর থেকে ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত করা হয়েছে। পর্ষদের দার্জিলিং জেলা কমিটির সম্পাদক দীপক তরফদার এ খবর জানিয়েছেন।

সংগঠন বদল

শিলিগুড়ি, ২৮ সেপ্টেম্বর : তৃণমূল শিক্ষক সংগঠনে যোগ দিলেন ইলা পাল চৌধুরী মেমোরিয়াল হিন্দি হাইস্কুলের কয়েকজন শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী। শনিবার স্কুল থেকে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী মিলিয়ে মোট ১৪ জন সংগঠনে যোগ দিয়েছেন। এদিন সংগঠনে অফিসে তাঁরা যোগদান করেছেন বলে জানিয়েছেন সংগঠনের দার্জিলিং জেলার সভাপতি সুপ্রকাশ রায়।

সাহিত্য আড্ডা

বাগডোগরা, ২৮ সেপ্টেম্বর : শনিবার সন্ধ্যায় 'একফালি জানালা'র তরফে শুশ্রুতনগরে এক সাহিত্য আড্ডা বসে। আড্ডার বিষয় ছিল '৩ সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র এবং বিভূতিভূষণ'। আলোচনায় ডাঃ বিপুল পাল, অতুলচন্দ্র রায়, ডঃ পরিমল রায় প্রমুখ শামিল হন। দ্বিজেন্দ্রনাথ রায় সংগীত পরিবেশন করেন। যন্ত্রসংগীতে হেমন্ত সিংহ শামিল হন।

আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত দেবীর প্রতিকৃতি। শনিবার বিধান মার্কেটে শান্তনু ভট্টাচার্যের তোলা ছবি।

দিশেহারা ব্যবসায়ীরা

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৮ সেপ্টেম্বর : তখনও আগুনে ভস্মীভূত দশকর্মার সামগ্রীগুলো দিয়ে বেরিয়ে আসছে ধোঁয়া। তারমধ্যে থেকেই কোনও জিনিস আগুনের গ্রাস থেকে বেঁচে গিয়েছে কি না, সেটার খোঁজ করে চলছিলেন এক মহিলা। ওই দোকানের মালিক দুলাল দেবনাথের চোখেমুখে তখন বিষণ্ণতার ছাপ। ওই মহিলাকে উদ্দেশ্য করে বলতে শোনা গেল, 'বৌদি আর ওই পোড়া জিনিস দেখো না। সব শেষ হয়ে গিয়েছে। এবারে চলো বাড়ি ফিরে যাই।'

হাতে বেশ কয়েকটি বোতল নিয়ে দমকলকর্মীদের দিচ্ছিলেন চন্দন চক্রবর্তী। আগুন তাঁর স্টুডিও গ্রাস করে ফেলেছে। চোখ তাঁর লাল হয়ে গিয়েছে, তবুও দমকলকর্মীদের হাতে জল দিয়ে যাচ্ছিলেন। কাঁপা গলায় চন্দনকে বলতে শোনা গেল, 'কী আর করব? সব তো শেষ হয়ে গিয়েছে। দমকলকর্মীরা আমাদের দোকান বাঁচানোর চেষ্টা করছেন, তাই একটু খাবার জল দিলাম।'

শনিবার সকালে ঘুম থেকে উঠে শুভঙ্কর দত্ত, দুলাল দেবনাথরা ভেবেছিলেন, এদিন থেকে পুজোর ব্যবসা আরও জোরদার হবে। আগাম তাই প্রচুর সামগ্রীও তাঁরা নিয়ে এসে দোকানে স্টক করে রেখেছিলেন।

দোকানের ভেতর থেকে কিছু সামগ্রী বের করে আনার সময় গলা কেঁপে উঠেছিল সন্তোষ ভৌমিকের। বললেন, 'আর পুজো? সবই তো শেষ। উলটে লক্ষাধিক টাকার দেনা যে মাথার ওপর চেপে বসল।' শনিবার সকাল থেকে বেলা যত গড়িয়েছে কালো ধোঁয়াতেই ঢেকেছে বিধান মার্কেটের আকাশ। জীবনের বাজি নিয়ে কিছু সামগ্রী বের করে রাস্তার একপাশেই বসে পড়েছিলেন মালতী দাস। সামনে দোকান পুড়তে দেখা মালতী তখন যেন তাঁর সম্বল হিসেবে বাঁচানো কিছু সামগ্রীর অতন্দ্র প্রহরী। বলছিলেন, 'পাঁচ লক্ষ টাকার ওপর মাল কিনে নিয়ে এসেছিলাম শুধু পুজোর জন্য। এভাবে যে সব শেষ হয়ে যাবে, ভাবতে পারিনি। জানি না, এর শেষ কোথায়।'

দোকান শেষ হয়ে যাওয়ায় এই সম্বলটুকুই যে শেষ ভরসা, দোকান থেকে একের পর এক সামগ্রী বস্তার মধ্যে ঢুকিয়ে বের করার সময় বলছিলেন, অভি সাহা। তাঁর দোকানের ওপরের অংশে তখন দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। অভি আর বেশি কথা তখন বলতে পারেননি। শুধু বলেন, 'এবারের পুজো আর কোনওদিন ভোলার নয়। ভেবেছিলাম সময় যত বাড়বে ভিড় হবে, তবে দোকানটারই এই পরিণতি হবে, সেটা তো আর ভাবতে পারেনি।'

দোকানে আগুনে পুড়ে যাওয়া একের পর এক ফ্রিজ, টিভি বের করছিলেন শুভঙ্কর দত্ত। পোড়া দোকানটার চারদিকটায় তাকিয়ে বললেন, 'কত লক্ষ টাকার যে ক্ষতি হল, সেই হিসেব কীভাবে করি? দোকানে এমনিতেই ফ্রিজ, টিভি ছিল। পুজোর জন্য আরও নিয়ে আসা হয়েছিল। সব শেষ।'

সব হারিয়ে বিহ্বল মহিলা। ছবি : তপন দাস

দোকানগুলো ভস্মীভূত হতে দেখে অভি, শুভঙ্করদের মনের কষ্ট বুঝতে অসুবিধা হয়নি তাঁদের সাহায্যের জন্যও এগিয়ে আসা অরিন্দম সান্যাল, কিংশুক রায়দের মতো আশপাশের ব্যবসায়ীদের। ব্যবসায়ী প্রমিতা ঘোষকে বলতে শোনা গেল, 'আমাদের দোকান বেঁচে গেলেও আশপাশের দোকান যে পুড়ে গিয়েছে, কত পরিমাণ যে ক্ষতিটা হল, সে কষ্টটা যে আমরাও বুঝি।' এসবের মধ্যেই একপাশে পড়ে থাকতে দেখা গেল একটি দোকানে সাজানো থার্মোকলে বানানো দুর্গার মুখ। ব্যবসায়ীদের আর্তনাদে ও আগুনের আঁচে মুখোশ তখন ম্লান।

ক্ষতিগ্রস্তদের হাহাকার

- বৌদি আর ওই পোড়া জিনিস দেখো না। সব শেষ হয়ে গিয়েছে। এবারে চলো বাড়ি ফিরে যাই
- কত ক্ষতি হল, সেই হিসেব কীভাবে করি? দোকানে ফ্রিজ, টিভি ছিল। পুজোর জন্য আরও আনা হয়েছিল। সব শেষ
- এবারের পুজো আর কোনওদিন ভোলার নয়। দোকানটার এই পরিণতি হবে, সেটা ভাবতে পারিনি
- আর পুজো? সবই তো শেষ। উলটে লক্ষাধিক টাকার দেনা যে মাথার ওপর চেপে বসল
- পাঁচ লক্ষ টাকার মাল এনেছিলাম শুধু পুজোর জন্য। এভাবে যে সব শেষ হয়ে যাবে, ভাবতে পারিনি

নর্দমা উপচে বৃষ্টির জল ঢুকল ঘরে

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৮ সেপ্টেম্বর : প্রবল বৃষ্টির জেরে শনিবার পুরনিগমের বেশ কয়েকটি এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ে। বৃষ্টির জেরে নর্দমার জল উপচে রান্নাঘর, শোয়ার ঘরে ঢুকে পড়ে। দিনভর ঘরের জল বাইরে বের করতে বাসিন্দাদের কালঘাম ছুটে যায়। বিশেষ করে পুরনিগমের ৪০ ও ৪১ নম্বর ওয়ার্ডের বিভিন্ন বাড়িতে জল ঢুকে পড়ায় সমস্যায় পড়তে হয় বাসিন্দাদের। এদিন সন্ধ্যার পরও সেই জল না নামায় অনেকের বাড়িতে রান্নার হাঁড়ি চাপেনি। অশোকনগর, মিলনপল্লি, হায়দরপাড়ার মতো এলাকায় সকালে জল জমলেও দুপুরের দিকে তা নেমে যায়।

এদিন সকাল সাড়ে ৮টা পর্যন্ত চব্বিশ ঘণ্টর বৃষ্টিপাতের পরিমাপ ছিল ২১৩.৪ মিলিমিটার। চম্পাসারিতে বৃষ্টি হয়েছে ২১৭ মিলিমিটার। পরবর্তীতে বিকাল সাড়ে ৫টা পর্যন্ত আরও ২২.৪ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়। ৪০ নম্বর ওয়ার্ডের গোকুল অধিকারী রোডে হাঁটুসমান জল জমে যায়। যার জেরে পথচলতি মানুষদের সমস্যায় পড়তে হয়। স্থানীয় বাসিন্দা বিকাশ রায়, রাধারানি মজুমদারদের কথায়, 'একটু বেশি বৃষ্টি হলেই রাস্তায় জল জমে যায়। এলাকার জলনিকাশি ব্যবস্থা ঠিক না করলে এই সমস্যা পুরোপুরিভাবে মিটবে না।'

বৃষ্টির জেরে ৪১ নম্বর ওয়ার্ডের জ্যোতিনগর, শাস্ত্রীনগর এলাকায় রাস্তা ডুবে যায়। ঘরের মধ্যে জল থইথই অবস্থা তৈরি হয়। শাস্ত্রীনগরের বাসিন্দা চুমকি প্রধানের বাড়িতে জল জমে যায়। তাঁর কথায়, 'ভোররাতে প্রবল বৃষ্টির জেরে নর্দমার জল ঘরে ঢুকে পড়ে। বৃষ্টির জেরে বাচ্চাদের স্কুলে পাঠাতে পারিনি। এর আগেও বৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এভাবে বৃষ্টির জল ঘরে ঢোকেনি। ভোর পাঁচটা থেকে জল ছেঁচে বের করা শুরু করেছি। দুপুর গড়িয়ে বিকাল হতে চললেও সমস্ত জল বের হয়নি। রান্না ঠিক করে করতে পারিনি।'

অশোকনগরে জলে ডুবে পুরনিগমের রাস্তা। শনিবার। ছবি : অরিন্দম চন্দ

ঘরে বাইরে দুর্ভোগ

- ৪০ ও ৪১ নম্বর ওয়ার্ডে বাড়িতে জল ঢুকে পড়ায় সমস্যায় পড়তে হয় বাসিন্দাদের
- শনিবার সন্ধ্যার পরও সেই জল না নামায় অনেকের বাড়িতে রান্না হয়নি
- ৪০ নম্বর ওয়ার্ডে গোকুল অধিকারী রোডে হাঁটুসমান জলে পথচলতি মানুষ সমস্যায় পড়েন
- ২৫, ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের বিভিন্ন জায়গায় বৃষ্টির জল জমলেও পরে তা নেমে যায়

এলাকার বাসিন্দা দীপক প্রধান, বুধি মালদের কথায়, এলাকায় পাকা নর্দমা তৈরি করা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তা গভীরতার দিক থেকে কম। সেই কারণে জল উপচে উঠছে। ড্রেনের মধ্যে দিয়ে জল ঠিক করে বের হচ্ছে না। তাছাড়া এত বৃষ্টি অনেক দিন পর হয়েছে।

শহরের ২৫, ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের বিভিন্ন জায়গাতে জল জমলেও তা নেমে যায়। ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বলেন, 'এদিনও ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের বৈঠক করেছি। রবিবার মুখ্যমন্ত্রী এসে বৈঠক করবেন। ১২ থেকে ১৩টি শেলটার তৈরি করা আছে। শুধু শিলিগুড়ি নয়, উত্তরবঙ্গের যে কোনও জায়গাতে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হলে আমরা পরিষেবা দিতে তৈরি রয়েছি। তবে শিলিগুড়িতে প্রবল বৃষ্টির পর সব জায়গার জল নেমে গিয়েছে।'

টানা বৃষ্টিতে স্কুলে উপস্থিতি কমেছে পড়ুয়াদের

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২৮ সেপ্টেম্বর : শিলিগুড়ি শহরে টানা বৃষ্টি চলছে। এর জেরে স্কুলে পড়ুয়াদের উপস্থিতি তলানিতে এসে ঠেকেছে। শনিবার শহরের বেশিরভাগ স্কুলে হাতেগোনা কিছু ছাত্রছাত্রী চোখে পড়েছে।

এক সপ্তাহ আগে প্রচণ্ড গরমে স্কুলে ক্লাস নেওয়া রীতিমতো মুশকিল হয়ে পড়েছিল। দু'একদিনের মধ্যে বদলেছে আবহাওয়া। তবে এবার স্কুলে পড়ুয়াদের আসার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে বৃষ্টি। একেই শনিবার, তার ওপর অবিরাম বৃষ্টি, সেজন্য স্কুলে উপস্থিতির হার এত কম বলে জানিয়েছেন তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয় (প্রাথমিক)-এর প্রধান শিক্ষক অবীন মণ্ডল। স্কুলে পৌঁছে পড়ুয়াদের উপস্থিতি কম দেখে ছাত্রছাত্রীদের বাড়িতে খোঁজ নেন নবগ্রাম প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিরণ্ময় হাজরা। তিনি বলেন, 'ছয়-সাতজন পড়ুয়া এসেছে। বৃষ্টির জন্যই হয়তো বেশিরভাগ বাবা-মা পড়ুয়াদের স্কুলে পাঠাতে চাননি।'

পড়াশোনার পাশাপাশি পড়ুয়াদের সাংস্কৃতিক চর্চার জন্য স্কুলে প্রতি শনিবার 'আনন্দ পরিসর' আয়োজনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে শিক্ষা দপ্তরের তরফে। যেখানে নাচ, গান, নাটক, আবৃত্তি সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয়। কিন্তু এদিন পড়ুয়ার সংখ্যা কম থাকায় তা বন্ধ রাখা হয়েছে।

দক্ষিণ শান্তিনগর প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক চিত্তরঞ্জন সরকারের কথায়, 'প্রথমে চড়া রোদ, তারপর কয়েকদিন ধরে লাগাতার বৃষ্টি। এরকম আবহাওয়ায় সত্যিই ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস করতে সমস্যা হচ্ছে। আবার কয়েকদিন পরেই পুজোর ছুটি শুরু হয়ে যাবে। আগামী সপ্তাহেও যদি আবহাওয়া একইরকম থাকে, তাহলে কতজন পড়ুয়া আসবে বলা মুশকিল।'

একদিকে বৃষ্টি, তার ওপর পড়ুয়াদের মিড-ডে মিল খাওয়ার জন্য কোনও ঘর নেই। তাই বৃষ্টির মধ্যে স্কুলের বারান্দায় বসে মিড-ডে মিল খেতে হচ্ছে জগদীশচন্দ্র বিদ্যাপীঠ প্রাথমিক স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের। এদিন এই স্কুলেও পড়ুয়া কম এসেছে। প্রধান শিক্ষিকা প্রিয়া সরকার জানান, আবহাওয়া খারাপের জন্য উপস্থিতি কম। বৃষ্টি থামলে পড়ুয়ারা স্কুলে আসবে বলে আশাবাদী শিক্ষক-শিক্ষিকারা।

বিকৃতকামের শিকার সারমেয়

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ২৮ সেপ্টেম্বর : রাতের অন্ধকারে শিলিগুড়ি শহরে একটি পথকুকুরকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। কোর্ট মোড়ের ট্রেজারি বিল্ডিংয়ের উলটো দিকের একটি দোকানের সিসিটিভি ক্যামেরায় শিউরে ওঠার মতো ঘটনাটি ধরা পড়েছে। যদিও ফুটেজের সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ।

ফুটেজ অনুযায়ী, ১২ সেপ্টেম্বর রাত বারোটার পর ঘটনাটি ঘটেছে। সেই রাতের ফুটেজে এক ব্যক্তিকে রাস্তার ওপর বিকৃত অঙ্গভঙ্গি করতে দেখা যায়। এক পর্যায়ে রাস্তার পাশে শুয়ে থাকা একটি পথকুকুরকে ধর্ষণ করে ওই ব্যক্তি। কুকুরটির সঙ্গে সঙ্গমরত অবস্থায় তাকে দেখে ফেলেন পথচলতি একজন।

ফুটেজ প্রকাশ্যে আসতেই নিন্দার ঝড় উঠেছে শহরে। অভিযুক্তের শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছেন অনেকে। শিলিগুড়ির শিবমন্দিরের একটি পশুপ্রেমী সংগঠনের কর্ণধার সোহিনী গঙ্গোপাধ্যায় মনে করছেন ওই ব্যক্তি এই ধরনের অপরাধ আগেও করেছে। তাঁর বক্তব্য, 'যে পথকুকুরের ওপর যৌন নির্যাতন চালাতে পারে তার কাছে কেউই সুরক্ষিত নন।'

শিলিগুড়ির বাসিন্দা তথা পুলিশের অবসরপ্রাপ্ত এক ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট বলেছেন, 'মানুষকে ধর্ষণ করা হোক বা পশুকে- আইনত দুটোই অপরাধ। তা প্রমাণিত হলে দশ বছর পর্যন্ত জেল হতে পারে।'

স্বস্তির প্রতিমা সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরে

শিলিগুড়ি, ২৮ সেপ্টেম্বর : শিলিগুড়ির স্টেশন ফিডার রোডের সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ির দুর্গাপুজোয় সন্ধিপুজো দেখতে দূরদূরান্ত থেকে আসেন বহু মানুষ। হাজার হাজার দর্শনার্থীর জন্য তৈরি হয় প্রসাদ। ৪১তম বর্ষে পা দিতে চলেছে এখানকার দুর্গাপুজো। প্রতিবছর পুজোর দিনগুলি কালীবাড়িতেই কাটান বাসন্তী সরকার।

তাঁর কথায়, 'এখন বয়সের ভারে অন্য কোথাও প্রতিমা দেখতে বেরোতে পারি না। এই মন্দিরে এসে বসি। একটা অদ্ভুত মানসিক শান্তি পাই এখানে। বহু পরিচিত মানুষের সঙ্গেও দেখা হয়।' গোটা শহরের পুজো দেখলেও এখানকার দেবীদর্শন না হলে যেন স্বস্তি পান না শংকর পাল, রাজীব সরকারের মতো অনেকে।

পুজোতে নানাধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। থাকে অন্যান্য কর্মসূচি। এবার পুজোর সময়সূচিতে কিছুটা পরিবর্তন এসেছে ঠিকই, তবে সাধারণ মানুষের জন্য প্রতিবছর যা যা ব্যবস্থা থাকে, তাতে বদল আসছে না। এসএফ রোডের ব্যবসায়ী সুরজ গুপ্তার কথায়, 'আমাদের বাড়িতেও নবরাত্রির পুজো হয়। তবে এই কালী মন্দিরের সঙ্গে আবেগ জড়িয়ে রয়েছে। তাই সপরিবারে এসে দিনের কিছুটা সময় কাটিয়ে যাই।'

পুজো কমিটির সভাপতি জয়ন্ত সাহা বলছিলেন, 'নিয়মনিষ্ঠা মেনে আমাদের এখানে মায়ের আরাধনা হয়। দুর্গাপুজো, কালীপুজোর পাশাপাশি হয় বাসন্তীপুজো। বহু মানুষের সমাগম হয় প্রতিবার। আশা করছি এবারও সেই ভিড় জমবে।'

চুরি যাওয়া নথি 'ফিরল' জায়গামতো

শিলিগুড়ি, ২৮ সেপ্টেম্বর : শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুলের চুরির ঘটনায় নয়া মোড়। 'উধাও' হয়ে যাওয়া যাবতীয় নথির তালিকা প্রকাশ্যে আসতেই সমস্তটাই পেয়ে গেল স্কুল কর্তৃপক্ষ। অন্তত শনিবার শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুলেরই প্রধান শিক্ষক উৎপল দত্তের শিলিগুড়ি থানায় লিখিত বয়ানে এমনটাই সামনে এসেছে। তিনি জানিয়েছেন, সমস্ত নথিই তাঁরা পেয়ে গিয়েছেন। এমনকি 'চুরি' শব্দটাও উধাও হয়ে গিয়েছে। বয়ানে লেখা হয়েছে, 'ওই সামগ্রীগুলো ভুল জায়গায় (মিসপ্লেস) চলে গিয়েছিল। সবটাই ফিরে পাওয়া গিয়েছে।'

তাহলে কি ওই নথিগুলো উধাও করার পেছনে ভেতরের কেউই জড়িত ছিল, সবটা প্রকাশ্যে আসতেই কি সে সুযোগ বুঝে নথি জায়গামতো রেখে দিল? নাকি সত্যি করেই 'মিসপ্লেস' হয়ে গিয়েছিল? যদি 'মিসপ্লেস' হয়, তাহলে সেটাই বা হল কীভাবে? প্রধান শিক্ষকের বক্তব্য, 'চুরি হওয়া কিছু জিনিস স্কুল থেকে আজ উদ্ধার করা হয়েছে। তবে সেটি আমার ঘরে ছিল না, অন্য জায়গায় ছিল। এখনও তদন্ত চলছে, সেজন্য আর বেশি কিছু জানাতে পারব না।'

গত বৃহস্পতিবার নেতাজি গার্লস হাইস্কুল ও শিলিগুড়ি বয়েজ প্রাইমারি স্কুলেও 'কেউ' ভেতরে ঢুকে আলমারি, লকার খোলার ঘটনা ঘটিয়েছিল। যদিও ওই দুই স্কুল কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, চুরির কোনও ঘটনা ঘটেনি। তাহলে কি গোটাটাই একটা পরিকল্পনা ছিল? শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুলই কি মূল লক্ষ্য ছিল? আর সন্দেহ যাতে না হয় তার জন্যই কি নেতাজি গার্লস হাইস্কুল ও শিলিগুড়ি বয়েজ প্রাইমারি স্কুলের আলমারি খুলে রাখা হয়েছিল? এমন একাধিক প্রশ্ন ঘুরছে শহরে।

শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং-এর বক্তব্য, 'চুরির অভিযোগ দায়ের হয়েছে। গোটাটাই তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।'

গত বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুল ছাড়াও নেতাজি গার্লস হাইস্কুল ও শিলিগুড়ি বয়েজ প্রাইমারিতে চুরির অভিযোগ ওঠে। এরমধ্যেই শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুলের কর্তৃপক্ষের চুরির একটি তালিকা শিলিগুড়ি থানায় দেওয়া হয়। সেখানে বিল্ডিং এস্টিমেট প্ল্যান, বেশকিছু টেন্ডার ও কোটেশন, অ্যাকাউন্ট রেজিস্টার সহ বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হারিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়। এদিন সকালে সেই খবর উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশ্যে আসে। যদিও এরমধ্যেই উদ্ধার হয়ে যায় যাবতীয় 'উধাও' হওয়া নথি।

অবাক কাণ্ড বয়েজ হাইস্কুলে

বিনিয়োগে ফোমো ভীতি

প্রবীণ আগরওয়াল

Fear of Missing Out সংক্ষেপে ফোমো (FOMO)। লগ্নি জগতে এই শব্দবন্ধ তেমন পরিচিত নয়। তবে গত কয়েকবছরে ফোমো লগ্নিকারীদের মধ্যে গভীর প্রভাব ফেলেছে। বিশেষ করে শেয়ার বাজার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগের আকাশে যে অনিশ্চয়তার মেঘ জমছে, তাতে ফোমো নিয়ে আলোচনা জরুরি হয়ে পড়েছে।

ফোমো কী?

এককথায় বিনিয়োগ হারানোর ভয়। ধরা যাক, কোনও বন্ধু আপনাকে ক-খ-গ ফান্ডগুলিতে লগ্নির পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁর কথা শুনে আপনিও তহবিলের ২৫ শতাংশ সেখানে বিনিয়োগ করেছেন। বন্ধুর পূর্বাভাস সত্যি করে লগ্নির প্রথম বছর হয়তো ভালো রিটার্নও ঘরে তুলেছেন। কিন্তু তারপরেই ছন্দপতন। সংশ্লিষ্ট স্টক বা ফান্ড থেকে প্রাপ্তি তলানিতে। লক্ষ্মীলাভ দূরস্থ, লগ্নি করা টাকা ফেরত পাওয়াই অনিশ্চিত। এটাই হল ফোমো অর্থাৎ কিছু হারানোর ভয়।

শেয়ার-বন্ড-মিউচুয়াল ফান্ড থেকে ফেরত লাভের সম্ভাবনা বিচার না করে শুধু আবেগের ওপর ভর দিয়ে বিনিয়োগ করলে ফোমো-আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। সমীক্ষা বলছে, মিউচুয়াল ফান্ডে ৩০ শতাংশ লগ্নিকারী তাঁদের টাকা এক ফান্ড থেকে অন্য ফান্ডে সরিয়েছেন। বোঝাই যাচ্ছে, ফোমোর প্রভাব কত গভীর এবং কতটা বিস্তৃত।

ফোমো মোকাবিলা করবেন কীভাবে?

লগ্নিক্ষেত্রে ভয়কে জয় করার সেরা উপায় সচেতনতা। স্টক, ফান্ডের অতীত-বর্তমান সম্পর্কে মূল্যায়ন যত সঠিক হবে, ভবিষ্যতে আপনার লগ্নি ততটাই সুরক্ষিত থাকবে। নীচে ফোমো মোকাবিলার কয়েকটি উপায়ের কথা বলা হল-

সচেতন হয়ে সিদ্ধান্ত নিন : আবেগের বশে নয়, আর্থিক বিষয়ে যেকোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত তথ্য ও পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে। এই সূত্র মানলে লগ্নিকারী হিসাবে আপনি আবেগ-সর্বস্ব সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে দূরে থাকতে পারবেন।

ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা : আর্থিক সামর্থ্যের নিরিখে কতটা ঝুঁকি আপনার পোর্টফোলিও নিতে পারে সবার আগে সেই মূল্যায়ন জরুরি। ধরা যাক, ক-খ-গ ফান্ডগুলিতে লগ্নিতে চড়া ঝুঁকি রয়েছে। অথচ আর্থিক সামর্থ্যের নিরিখে আপনার ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা মধ্যম মাত্রার। সেক্ষেত্রে ক-খ-গ ফান্ডে লগ্নির পক্ষে আপনি অনুপযুক্ত। সংশ্লিষ্ট ফান্ডগুলিতে আপনার লগ্নি না করাই উচিত।

বৈচিত্র্য : বন্ধু বলেছে অমুক ফান্ডে টাকা ঢাললে চড়া রিটার্ন মিলবে। তাঁর কথাকে বেদবাক্য ভেবে আপনিও হাতে থাকা সব টাকা ওই ফান্ডে ঢেলে দিলেন। সম্পদের এই কেন্দ্রীকরণ আপনার আর্থিক স্বাস্থ্যের অনুকূল নাও হতে পারে। কোনও কারণে ফান্ডটি যদি ধরাশায়ী হয় তাহলে আপনার লগ্নিও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই বাজার বিশেষজ্ঞরা সব সময় নানা ক্ষেত্রে লগ্নি ছড়িয়ে দেওয়ার পরামর্শ দেন। পোর্টফোলিওয় বৈচিত্র্য যত বেশি থাকবে ততই আপনার বিনিয়োগের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। সেক্ষেত্রে কোনও স্টক-বন্ড আশানুরূপ রিটার্ন না দিলে অন্য খাতে লগ্নি থেকে সেই ক্ষতি আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে পুষিয়ে যেতে পারে।

পোর্টফোলিওয় ভারসাম্য : তরুণ প্রজন্মের পছন্দের তালিকায় ওপরের দিকে রয়েছে শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ড। আবার প্রবীণদের অনেকে আজও ব্যাংক-পোস্ট অফিসের মেয়াদি আমানতে স্বচ্ছন্দ। দুই শ্রেণির মধ্যেই ভিন্নভাবে ছায়া ফেলে ফোমো। যে কারণে ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের নিরিখে লগ্নিকারীদের বড় অংশের মধ্যে একমুখী সঞ্চয়ের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। তাই পোর্টফোলিওয় ভারসাম্য রাখতে ঝুঁকি নেওয়ার সামর্থ্য অনুযায়ী স্টক, ফান্ড, মেয়াদি আমানতে লগ্নি ছড়িয়ে দিন।

পেশাদারের সাহায্য : সাধারণ লগ্নিকারীর পক্ষে অনেক সময় বিনিয়োগজনিত ঝুঁকির মূল্যায়ন সম্ভব হয় না। আবার ক্ষেত্র বিশেষে ধারণার সীমাবদ্ধতা তাঁদের চড়া রিটার্নের প্রকল্পে লগ্নি থেকে বঞ্চিত রাখে। ঝুঁকি এড়িয়ে লগ্নির পথে পা বাড়াতে তাই বিশেষজ্ঞের দিকনির্দেশ গ্রহণ করা যেতে পারে। তিনি আপনার প্রোফাইল এবং বিনিয়োগ পোর্টফোলিও বিশ্লেষণ করতে সাহায্য করবেন।

(লেখক- রেজিস্টার্ড মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটার)

লগ্নিতে আয়কর

কৌশিক রায়

এই মুহূর্তে দেশে বিনিয়োগের বহুবিধ উপায় রয়েছে। আয়কর আইন অনুযায়ী বিনিয়োগ ভেদে আয়কর বা কর ছাড়ের সুবিধাও ভিন্ন ভিন্ন হয়। আসুন দেখে নেওয়া যাক কোন ধরনের বিনিয়োগে কী সুবিধা পাওয়া যায়।

▶ পিপিএফ

আয়কর আইন ১৯৬১-এর ৮০সি ধারা অনুযায়ী ১.৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়কর ছাড় পাওয়া যায়। পিপিএফে প্রাপ্ত সুদ ১০ ধারা অনুযায়ী করমুক্ত।

▶ মিউচুয়াল ফান্ড

৮০সি ধারায় ইকুইটি লিংকড মিউচুয়াল ফান্ডে কর ছাড় পাওয়া যায়।

▶ পোস্ট অফিস ফিক্সড ডিপোজিট

পোস্ট অফিসে ৫ বছর মেয়াদে ফিক্সড ডিপোজিট (এফডি) করলে ৮০সি ধারায় কর ছাড় পাওয়া যায়।

▶ ইউলিপ

ক. ইউলিপে যে প্রিমিয়াম জমা দেওয়া হয় তা ৮০সি ধারায় কর ছাড়যোগ্য।

খ. বার্ষিক জমা দেওয়া প্রিমিয়াম ২.৫ লক্ষের কম হলে মেয়াদ শেষে প্রাপ্ত অর্থ ৮০সি ধারায় কর ছাড় যোগ্য।

গ. ডেথ বেনিফিটে প্রাপ্ত অর্থে নমিনিকে কোনও কর দিতে হয় না।

▶ ব্যাংক ফিক্সড ডিপোজিট

প্রাপ্ত সুদ করযোগ্য। তবে প্রবীণ নাগরিকরা ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত কর ছাড় পাবেন।

▶ সিনিয়ার সিটিজেন সেভিংস স্কিম

৮০সি ধারা অনুযায়ী ১.৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত কর ছাড় পাওয়া যায়। এই প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত সুদ করযোগ্য। তবে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত কর ছাড়ের দাবি করতে পারেন প্রবীণ নাগরিকরা।

▶ এনপিএস

১৯৬১-এর আয়কর আইনের ৮০সিসিডি ধারায় কর ছাড় পাওয়া যায়। ৮০সিসিডি(২) ধারায় অতিরিক্ত ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত ছাড় পাওয়া যায়। তবে মোট ছাড় ১.৫ লক্ষ টাকার বেশি হয় না। মেয়াদ শেষে প্রাপ্ত অর্থের ৬০ শতাংশ পর্যন্ত করমুক্ত হয়।

▶ জীবনবিমা

ক. যে প্রিমিয়াম জমা করা হয় তা ৮০সি ধারা অনুযায়ী কর ছাড়যোগ্য। এর সর্বোচ্চ সীমা ১.৫ লক্ষ টাকা।

খ. বার্ষিক জমা দেওয়া প্রিমিয়ামের অঙ্ক ৫ লক্ষের কম হলে মেয়াদ শেষে প্রাপ্ত অর্থ কর ছাড়যোগ্য।

গ. ডেথ বেনিফিটে নমিনি যে অর্থ পাবে তাতে কোনও কর কার্যকর হয় না।

▶ অন্যান্য

সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা, ন্যাশনাল সেভিংস স্কিম, কিষান বিকাশ পত্র, বিশেষ কয়েক ধরনের বন্ডে বিনিয়োগ কর ছাড়যোগ্য।

এছাড়া বিনিয়োগের যে মাধ্যমগুলি জনপ্রিয় তার মধ্যে অন্যতম হল শেয়ার বাজার, আবাসন, সোনা, কোম্পানি ফিক্সড ডিপোজিট, আইপিও ইত্যাদি। এর প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিনিয়োগকারী কোনও কর ছাড়ের সুযোগ পাবেন না।

(বিশিষ্ট ফিন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার)

কী কিনবেন বেচবেন

সংস্থা : অশোক লেল্যান্ড

● **সেক্টর** : অটোমোবাইল ● **বর্তমান মূল্য** : ২৪০ ● **এক বছরের সর্বনিম্ন/সর্বোচ্চ** : ১৫৭/২৬৪ ● **মার্কেট ক্যাপ** : ৭০৩৪২ কোটি ● **ফেস ভ্যালু** : ১ ● **বুক ভ্যালু** : ৩০.৬৭ ● **ডিভিডেন্ড ইল্ড** : ২.০৭ ● **পিই** : ২৮.৭২ ● **ইপিএস** : ৮.৩৪ ● **আরওসিই** : ১৫.০ শতাংশ ● **আরওই** : ২৮.৪ শতাংশ ● **সুপারিশ** : কেনা যেতে পারে ● **টার্গেট** : ২৮০

একনজরে

■ ১৯৪৮-এ প্রতিষ্ঠিত হিন্দুজা গোষ্ঠীর এই সংস্থা বাণিজ্যিক গাড়ি তৈরি করে। দেশের মধ্যে এই সংস্থা দ্বিতীয় বৃহত্তম। ৫০টিরও বেশি দেশে ব্যবসা করে এই সংস্থা।

■ ভারতে ৫টি ও শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে ১টি করে কারখানা রয়েছে এই সংস্থার।

■ ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের প্রথম কোয়ার্টারে অশোক লেল্যান্ডের আয় ১০.৬৬ শতাংশ বেড়ে ১০৭২৪.৪৯ কোটি এবং মুনাফা ২৭.১০ শতাংশ বেড়ে ১৬৩৮.২২ কোটি টাকা হয়েছে।

■ বাস, ট্রাক, হালকা বাণিজ্যিক গাড়ি, ট্র্যাক্টর, ট্রিপারস তৈরির পাশাপাশি ভারতীয় সেনাবাহিনীর জন্যও গাড়ি তৈরি করে এই সংস্থা। ডিজেল জেনারেটর, এগ্রিকালচারাল ইঞ্জিন, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিন, মেরিন ইঞ্জিনও

তৈরি করে এই সংস্থা।

■ গাড়ি তৈরির পাশাপাশি গাড়ি-বাড়ির ঋণ, বাণিজ্যিক গাড়ির ট্রেডিং-এরও ব্যবসা রয়েছে সংস্থাটির।

■ যন্ত্রাংশের জন্য 'লে কার্ট' নামের ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম রয়েছে এই সংস্থার।

■ বর্তমানে ট্রাকের গড় বয়স ১০-১১ বছর। ফলে আগামীদিনে ট্রাকের চাহিদা বাড়বে। বিএস-৪-এর পরিবর্তে বিএস-৬ ট্রাকেরও চাহিদা বাড়বে।

■ ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে ডিফেন্স সেক্টরে আয় দ্বিগুণ হয়েছে। আগামী ২ বছরে আরও দ্বিগুণ বাড়তে পারে এই ক্ষেত্রের ব্যবসা।

■ বর্তমানে হালকা বাণিজ্যিক গাড়ির ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ মার্কেট শেয়ার রয়েছে এই সংস্থার। ভবিষ্যতে তা ৮০ শতাংশ করতে চায় অশোক লেল্যান্ড। এজন্য ৬টি নতুন মডেল আনছে তারা।

■ সম্প্রতি মহারাষ্ট্রের রাজ্য পরিবহণ সংস্থা ২০১৪টি বাস তৈরির বরাত দিয়েছে অশোক লেল্যান্ডকে।

■ সংস্থার ৫১.৫২ শতাংশ শেয়ার রয়েছে হিন্দুজা গোষ্ঠীর হাতে। বিদেশি আর্থিক সংস্থার হাতে ২২.০৩ শতাংশ এবং দেশের আর্থিক সংস্থাগুলির হাতে রয়েছে ১৪.১৯ শতাংশ শেয়ার।

■ কে আর চোসকি, শেয়ার খান, মতিলাল অসওয়াল, প্রভুদাস লীলাধর সহ একাধিক ব্রোকারেজ সংস্থা এই শেয়ার কেনার পরামর্শ দিয়েছে।

সতর্কীকরণ : শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ। বিনিয়োগের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেবেন।

শেয়ার সাজেশান

কিশলয় মণ্ডল

রেকর্ড ভাঙা যেন অভ্যাসে পরিণত হয়েছে ভারতীয় শেয়ার বাজারের। টানা ৬টি লেনদেনের দিনে সর্বোচ্চ উচ্চতার রেকর্ড ভেঙে নয়া রেকর্ড গড়েছে শেয়ার সূচক সেনসেক্স এবং নিফটি। সপ্তাহ শেষে সেনসেক্স ও নিফটি থিতু হয়েছে যথাক্রমে ৮৫,৬১৫ এবং ২৬,১৯৯ পয়েন্টে। শেষ লেনদেনের দিনে সেনসেক্স ৮৫,৯৭৮ এবং নিফটি ২৬,২৭৭ পয়েন্টে পৌঁছে সর্বোচ্চ উচ্চতার নয়া নজির গড়েছে। যেভাবে শেয়ার বাজারে বুলদের আধিপত্য চলছে তাতে আগামী দিনে এই নজির গড়ার ঘটনা আরও বহুবার ঘটতে পারে।

সম্প্রতি ০.৫০ শতাংশ সুদের হার কমিয়েছে মার্কিন শীর্ষ ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভ। পাশাপাশি চলতি বছরে আরও দুই দফায় সুদের হার কমানোরও ইঙ্গিত দিয়েছেন ফেড চেয়ারম্যান। যা দেখে আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল যে, মন্দার কবলে পড়তে পারে আমেরিকা। তাই দ্রুত সুদের হার কমানোর পথে হাঁটছে সেই দেশের শীর্ষ ব্যাংক। কিন্তু বৃহস্পতিবার আমেরিকার জিডিপি পরিসংখ্যান প্রকাশিত হয়েছে। দেখা গিয়েছে যে, দেশে জিডিপি বৃদ্ধির হার ৩.০ শতাংশ হয়েছে যা মন্দার আশঙ্কা অনেকটাই কমিয়ে দিয়েছে। পাশাপাশি আমেরিকায় কর্মসংস্থানের হারও বেড়েছে। সব মিলিয়ে মার্কিন অর্থনীতি নিয়ে আশঙ্কা কমায় চাঙ্গা হয়েছে সারা বিশ্বের শেয়ার বাজার।

শেয়ার বাজারের উত্থানে মদত দিয়েছে আর এক শক্তিধর অর্থনীতির দেশ চিন। সেই দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক রিজার্ভ রিকোয়ারমেন্ট রেশিও ৫০ বেসিস পয়েন্ট কমিয়েছে। ফলে চিনের অর্থনীতিতে বাড়তি প্রায় ১০০ কোটি ইউয়ান নগদের জোগান এসেছে। এর ফলে লাভবান হবে ভারতের ধাতু ক্ষেত্রে যুক্ত সংস্থাগুলি। বেদান্ত, ন্যালকোর শেয়ার দর এক লাফে তাই অনেকটাই বেড়েছে। চিনের অর্থনীতিকে ছন্দে ফেরাতে এই উদ্যোগ বড় ভূমিকা নিতে পারে।

করোনা পরবর্তী সময়ে মূল্যবৃদ্ধির হার ঠেকাতে বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুদের হার বাড়িয়েছিল। এবার কমানোর পালা শুরু হয়েছে। আমেরিকায় সুদের হার কমার পর এখন সবার নজর রিজার্ভ ব্যাংকের দিকে। অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে ঋণনীতি পর্যালোচনায় বসবে এমপিসি। ওই বৈঠকে সুদের হার কমালে শেয়ার বাজারের উত্থান অব্যাহত থাকবে। আর যদি বাজারে নগদের জোগান বেশি থাকার কারণে সুদের হার অপরিবর্তিত রাখা হয় তবে ধাক্কা খেতে পারে শেয়ার বাজার। বিদেশি লগ্নি, মুনাফা ঘরে তোলার হিড়িকও সূচকের ওঠানামায় আগামী দিনে বড় ভূমিকা নিতে পারে।

অন্যদিকে, সোনার দাম ফের ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে। সামনে উৎসব এবং বিয়ের মরশুম। তাই আরও মহার্ঘ হতে পারে সোনা। একই কথা প্রযোজ্য আর এক মূল্যবান ধাতু রুপোর ক্ষেত্রেও।

এ সপ্তাহের শেয়ার

■ **লিখিথা ইনফ্রা** : বর্তমান মূল্য-৩৮৭.২০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৪৯৭/২৩০, ফেস ভ্যালু-৫.০০, কেনা যেতে পারে-৩৬০-৩৭৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৫২৭, টার্গেট-৫২০।

■ **এলআইসি হাউজিং ফিন্যান্স** : বর্তমান মূল্য-৬৬৪.০০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৮২৭/৪৩২, ফেস ভ্যালু-২.০০, কেনা যেতে পারে-৬৩৫-৬৫০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৩৬৫২৪, টার্গেট-৭৮৫।

■ **সেল** : বর্তমান মূল্য-১৪০.৫৪, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৭৫/৮২, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-১২৬-১৩৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৫৮০৫০, টার্গেট-১৪৭।

■ **কর্ণাটকা ব্যাংক** : বর্তমান মূল্য-২৩৫.২৩, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-২৮৭/১৯২, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-২১৫-২২৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৮৮৮৩, টার্গেট-৩২০।

■ **কোল ইন্ডিয়া** : বর্তমান মূল্য-৫১৬.১০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৫৪৩/২৮৩, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-৪৯০-৫১০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৩১৮০৫৮, টার্গেট-৬২৫।

■ **বাজাজ কনজিউমার** : বর্তমান মূল্য-২৪৯.০৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-২৮৯/২০০, ফেস ভ্যালু-১.০০, কেনা যেতে পারে-২৪০-২৪৬, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৩৫৫৬, টার্গেট-৩১০।

■ **এক্সাইড ইন্ডাস্ট্রিজ** : বর্তমান মূল্য-৪৯৭.৩০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৬২০/২৪২, ফেস ভ্যালু-১.০০, কেনা যেতে পারে-৪৭৫-৪৯০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৪২২৭০, টার্গেট-৬০০।

সতর্কীকরণ : উল্লিখিত শেয়ারগুলিতে লেখকের লগ্নি থাকতে পারে। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন। বিনিয়োগ সংক্রান্ত লাভ-ক্ষতিতে প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

শেয়ার বাজারে সতর্ক হওয়ার সময় এসেছে

বোধিসত্ত্ব খান

প্রথমে আমেরিকার কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণে সুদের হার কমাল ৫০ বেসিস পয়েন্ট। তারপরই বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তর অর্থনীতি চিন রিভার্স রেপো রেট ৫০ বেসিস পয়েন্ট এবং রেপো রেট ২০ বেসিস পয়েন্ট কমিয়ে দেয়। বেশ কয়েক মাস ধরেই চিনের অর্থনীতি তার গতি হারাচ্ছিল। ঘরে উৎপাদন অত্যধিক হওয়ার ফলে সেখানে চাহিদা কমে যায়। উপরন্তু রিয়েল এস্টেট ও ইনফ্রাস্ট্রাকচার, এই দুটো সেক্টরই সেখানে বিপদে পড়ে। ব্যাংকগুলোর হাতে অতিরিক্ত টাকা তুলে দেওয়ার উদ্দেশ্যে রেপো রেট কম করা হয়। এর ফলে তাদের লোন বুক বৃদ্ধি পাবে এবং সরকারের ছাড়া বন্ডগুলো তারা ক্রয় করতে পারবে।

বিশ্বের বিভিন্ন অর্থনীতিতে গ্রাহকদের কেনাকাটাতে উৎসাহিত করতে এই ধরনের ইন্টারেস্ট রেট কমানো সাধারণত সহায়ক হয়ে থাকে। ভারতে এই ধরনের উদ্যোগে শেয়ার বাজার ক্রমশ আরও বেশি উজ্জীবিত হয়ে চলেছে। নিফটি শুক্রবার আবার তার সর্বকালীন উচ্চতা ২৬,২৭৭.৩৫ পয়েন্টে পৌঁছোয়। সেনসেক্সও ৮৫,৯৭৮.২৫ পয়েন্ট তার নতুন সর্বকালীন উচ্চতা লাভ করে। অবশ্য বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন যে, বাজার যে উচ্চতা লাভ করেছে, তাতে অর্থনীতিতে টাকার প্রাচুর্য থাকার ফলে এটা তাঁদের মতে লিকুইডিটি ড্রিভেন মার্কেট। বিশেষ করে বিভিন্ন আইপিও নিয়ে যে মাতামাতি চলছে বিভিন্ন রিটেল, নন রিটেল ইনভেস্টর, অ্যাঞ্জেল ইনভেস্টর, কোয়ালিফায়েড ইনস্টিটিউশনাল প্লেসমেন্টসদের দ্বারা এককথায় অভাবনীয়। বিভিন্ন ইস্যু ওভারসাবস্ক্রাইবড হচ্ছে কখনও ৪০০ গুণেরও ওপর। তা চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে।

সর্বকালীন উচ্চতায় সেনসেক্স

বাজারে বিভিন্ন স্মল ক্যাপ এবং লার্জ ক্যাপ সেক্টরে শেয়ারের দর অতিশয় চড়া। মজার কথা হচ্ছে, সেইসব কোম্পানিগুলোতেও এখন দারুণ র‍্যালি হচ্ছে যেগুলি অতীতে বিনিয়োগকারীদের বিপুল অর্থ বিনষ্ট করেছে। এরমধ্যে বহু কোম্পানি হয়তো বা অতিরিক্ত ঋণে ডুবে রয়েছে। নতুবা কোটি কোটি টাকার ক্ষতির মুখ দেখছে কয়েক বছর ধরে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ঋণে সুদের হার কমতে থাকায় প্রশ্ন উঠছে, ভারতের রিজার্ভ ব্যাংক ইন্ডিয়া কবে সুদের হার কম করার পথে হাঁটবে? বিশেষ করে যখন কোর ইনফ্লেশন ২০১২-র পর সবচেয়ে কম। এইসময় সিপিআই এবং ডব্লিউপিআই ইনফ্লেশন দুটোই আরবিআই-এর লক্ষ্যমাত্রার নীচে।

অন্যদিকে বিভিন্ন কোম্পানির পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে না। গ্রাহকদের আকৃষ্ট করতে ইন্টারেস্ট রেট কম করলে নতুন করে উজ্জীবিত হতে পারে বিভিন্ন সেক্টর। এরমধ্যে রয়েছে রিয়েল এস্টেট, অটো, হাউসিং, পেন্টস, স্টিল, হাউস বিল্ডিং মেটেরিয়াল, ব্যাংক, এনবিএফসি। বিভিন্ন রেটিং এজেন্সি, ব্রোকিং হাউসের বিশ্বাস, আরবিআই তাদের পরবর্তী এনপিসি মিটিংগুলোতে এই নিয়ে একটি সিদ্ধান্তে আসতে পারে। এইসময় ভারত সরকার যে সেক্টরগুলোতে মনোনিবেশ করছে তার মধ্যে রয়েছে সেমিকনডাক্টর, পাওয়ার ট্রান্সমিশন, রিনিউয়েবল এনার্জি, রেলওয়েজ ইনফ্রাস্ট্রাকচার, রোড ইনফ্রাস্ট্রাকচার, ডিফেন্স রুরাল হোকনমি প্রভৃতিতে। তাদের নজর রয়েছে ইথানল, এগ্রিবেসড পণ্য, সামুদ্রিক খাদ্যতেও। দারুণ গুরুত্ব পাচ্ছে শিপিং এবং শিপবিল্ডিংও।

ভারতের পক্ষে যেটা সুখবর তা হল আন্তর্জাতিক বাজারে কাঁচা অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের দাম ৭০ ডলার প্রতি ব্যারেল হওয়ার ফলে ভারতে কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেফিসিট কম হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। শুধু তাই নয়, এর ফলে মূল্যবৃদ্ধি আরও বেশি মাথাচাড়া দিতে পারছে। সামনের কয়েক বছরে যত ইলেক্ট্রিক ভেহিকল প্রাধান্য পাবে, ততই ফসিল ফুয়েলের চাহিদা কমবে।

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : লেখাটি লেখকের নিজস্ব। পাঠক তা মানতে বাধ্য নন। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করুন। লেখকের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা : bodhi.khan@gmail.com

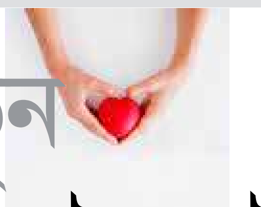

আলসেমি ছাড়ুন হৃদয়কে ভালো রাখুন

ডাঃ রাজেশ নন্দা
সিনিয়ার কনসালট্যান্ট কার্ডিওলজিস্ট

হৃদয়। আমাদের জীবনে দারুণ এক অবদান। কোনও কাজ হৃদয় দিয়ে করা হলে তা লাজবাব হতে বাধ্য। মন বা হৃদয় দিয়ে করা কাজের কোনও বিকল্প নেই। তবে তার আগে আমাদের হৃদয়কে সুস্থ রাখাটা সবচেয়ে আগে প্রয়োজন। হৃদযন্ত্রজনিত অসুস্থতা বা কার্ডিওভাসকুলার ডিজিজ (সিভিডি) আজকাল অনেকটাই বেড়েছে। এর জেরে গোটা বিশ্বে অনেকেই মারা যাচ্ছেন। সংক্ষেপে গোটা বিষয়টি বুঝে নেওয়া যাক।

১। করোনারি আর্টারি ডিজিজ (সিএডি) : অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিসের কারণে করোনারি ধমনী সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। ধমনীর দেয়ালে চর্বিযুক্ত পদার্থ জমা হয়ে হৃদযন্ত্র বা হার্টের পেশিতে রক্ত প্রবাহ কমিয়ে দেয়। এর জেরে অ্যানজিনা (বুকে ব্যথা) এবং হার্ট অ্যাটাক হতে পারে। যে সমস্ত কারণে সিএডি হয় সেগুলি হল হাইপারলিপিডেমিয়া বা উচ্চ মাত্রার এলডিএল কোলেস্টেরল, উচ্চ রক্তচাপ হার্টের ওপর কাজের চাপ বাড়ায় এবং ধমনীর দেয়ালের ক্ষতি করে, ধূমপান বা তামাক ব্যবহার অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিসকে ত্বরান্বিত করে, অলস জীবনযাত্রা বা শারীরিক নিষ্ক্রিয়তা উচ্চ হৃদরোগের ঝুঁকির সঙ্গে যুক্ত, ডায়াবিটিস মেলিটাস বা রক্তে শর্করার মাত্রা রক্তনালিগুলির ক্ষতি করতে পারে, বয়স বাড়লে হৃদযন্ত্রজনিত সমস্যার ঝুঁকিও বাড়ে। বিশেষ করে ৪৫ বছরের বেশি বয়সি পুরুষ এবং ৫৫ বছরের বেশি বয়সি মহিলাদের ক্ষেত্রে, জিনগত প্রবণতা হৃদরোগের পারিবারিক ইতিহাস ঝুঁকি বাড়াতে পারে।

উপসর্গ : বুকে ব্যথা বা অস্বস্তি (অ্যানজিনা), শ্বাসকষ্ট, ক্লান্তি, হার্ট অ্যাটাক (বুকে তীব্র ব্যথা যা বাহু, চোয়াল বা পিঠে ছড়িয়ে পড়ে)। জীবনধারার পরিবর্তন, স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া, নিয়মিত অ্যারোবিক ব্যায়াম, স্বাস্থ্যকর ওজন বজায় রেখে একে দূরে রাখা সম্ভব। সেভাবে সমস্যা হলে বাইপাস বা স্টেন্ট বসিয়ে একে নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

হার্ট ফেলিওর : এই সমস্যা হলে হার্ট রক্ত পাম্প করার ক্ষমতা হারায়। উচ্চ রক্তচাপ, করোনারি আর্টারি ডিজিজ, ডায়াবিটিসের কারণে এটি হতে পারে। পরিশ্রম বা বিশ্রামের সময় শ্বাসকষ্ট, পা, গোড়ালি বা পেট ফুলে যাওয়া, ক্লান্তি এবং দুর্বলতা, ক্রমাগত কাশি বা শ্বাসকষ্ট এর উপসর্গ হতে পারে। খাবারে লবণের পরিমাণ কমিয়ে ও রোগীর অবস্থা অনুযায়ী নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা এই সমস্যার হাত থেকে রেহাই দিতে পারে। তেমন সমস্যা হলে হার্ট ট্রান্সপ্লান্ট বা ইমপ্লান্টযোগ্য ডিভাইস (যেমন, ভেন্ট্রিকুলার অ্যাসিস্ট ডিভাইস) ব্যবহারের প্রয়োজন হয়।

অ্যারিথমিয়া : অ্যারিথমিয়া হল হার্টের অস্বাভাবিক ছন্দ যা হৃৎপিণ্ডের স্বাভাবিক কার্যকারিতা ব্যাহত করতে পারে। করোনারি আর্টারি ডিজিজ, শরীরে পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম বা ক্যালসিয়ামের অস্বাভাবিক মাত্রা, কিছু ওষুধের কারণে এটি হতে পারে। বুক ধড়ফড় করা, মাথা ঘোরা বা হালকা মাথাব্যথা, অজ্ঞান হওয়া, বুকে ব্যথা এর লক্ষণ। ক্যাফিন এবং অ্যালকোহল গ্রহণ কমানো, স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট কৌশল এই সমস্যা মেটাতে পারে। প্রয়োজনে পেসমেকার, ডিফিব্রিলেটর বসিয়ে এই সমস্যার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

হার্ট ভালভ রোগ : হৃৎপিণ্ডের এক বা একাধিক ভালভ ঠিকমতো কাজ না করলে তা হৃৎপিণ্ডের মাধ্যমে রক্ত প্রবাহকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে। এর থেকে হার্টের ভালভ রোগ দেখা দেয়। বয়স হওয়ার পাশাপাশি এই রোগের ঝুঁকি বাড়তে থাকে। আগের রিউম্যাটিক ফিভার হার্টের ভালভের ক্ষতি করতে পারে। কিছু মানুষ বিকৃত হার্টের ভালভ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন। ক্লান্তি এবং দুর্বলতা, শ্বাসকষ্ট, পা বা গোড়ালি ফুলে যাওয়া এর লক্ষণ হতে পারে। নিয়মিত ইকোকার্ডিওগ্রাম সমস্যা শনাক্ত করতে পারে।

কার্ডিওমায়োপ্যাথি : এটি হৃৎপিণ্ডের পেশির একটি রোগ যা হার্টের রক্ত পাম্প করার ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে। কার্ডিওমায়োপ্যাথির পারিবারিক ইতিহাস, ডায়াবিটিস, উচ্চ রক্তচাপ এবং স্থূলতা এই সমস্যা বাড়াতে পারে। পরিশ্রম বা বিশ্রামের সময় শ্বাসকষ্ট, পা, গোড়ালি বা পেট ফুলে যাওয়া, ক্লান্তি এবং দুর্বলতা, অনিয়মিত হৃৎস্পন্দন এর লক্ষণ হতে পারে। সমস্যা এড়াতে অ্যালকোহল এড়িয়ে চলুন। নিয়মিত ব্যায়াম করুন।

জীবনযাত্রার পরিবর্তন, নিয়মিত মেডিকেল চেকআপ এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে হৃদয়কে ভালো রাখা সম্ভব। আর হৃদয় ভালো থাকলেই আমরা ভালো থাকব।

সিগারেট ছেড়ে হার্টের সঙ্গে প্রেম

ডাঃ স্বপনকুমার সাহা
সিনিয়ার কনসালট্যান্ট ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট

আজ ২৯ সেপ্টেম্বর। বিশ্ব হৃদয় দিবস। হৃদযন্ত্রকে ভালো রাখার লক্ষ্যে ওয়ার্ল্ড হার্ট ফেডারেশনের উদ্যোগে দিনটি বিশ্বজুড়ে উদযাপন করা হয়। তবে এমন নয় যে, এই দিনটিতেই আমাদের হৃদয়ের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে বছরের সমস্ত দিনই, জীবনভর। হৃদয়কে ভালো রাখার লক্ষ্যে ওয়ার্ল্ড হার্ট ফেডারেশন চলতি বছর থেকে ২০২৬ সাল পর্যন্ত একটি বিশেষ কর্মসূচি চালানোর উদ্যোগ নিয়েছে। নাম দেওয়া হয়েছে 'ইউজ হার্ট ফর অ্যাকশন'।

এটি অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই যে, হার্টের অসুখ বাড়ছে, অনেকে মারাও যাচ্ছেন। তবে হার্টের অসুখ কিন্তু দিব্যি ঠেকানো যায়। শুধুমাত্র কিছু নিয়ম মেনে চললেই কেল্লা ফতে।

১। ধূমপান বা তামাক বর্জন : তামাকের রাসায়নিক হৃৎপিণ্ড ও রক্তের ক্ষতি করতে পারে। সিগারেটের ধোঁয়া রক্তে অক্সিজেন কমিয়ে দেয় যা রক্তচাপ এবং হৃৎস্পন্দন বাড়ায়। কারণ রক্ত সরবরাহ করতে হৃৎপিণ্ডকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। সিগারেট ছাড়ুন। যাঁরা সিগারেট ছেড়েছেন, তাঁদের হার্টের অসুখের প্রবণতা এক বছরের মধ্যেই যাঁরা সিগারেট খান তাঁদের হার্টের অসুখের প্রবণতার অর্ধেক হয়ে যায়। এই অঙ্ক আরও মজার। সিগারেট ছাড়ার পর সময় যতই গড়াবে পাল্লা দিয়ে অসুস্থতার প্রবণতাও কমবে।

২। নিয়মিত ব্যায়াম : প্রতিদিনের শারীরিক পরিশ্রম হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে পারে। শারীরিক পরিশ্রম ওজন নিয়ন্ত্রণেও সাহায্য করে। এটি উচ্চ রক্তচাপ, উচ্চ কোলেস্টেরল এবং টাইপ ২ ডায়াবিটিসের প্রবণতাও কমায়। যেগুলি হার্টের সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। পারলে সপ্তাহে ১৫০ মিনিট অ্যারোবিক এক্সারসাইজ করুন। জোরে হাঁটাও একইরকম কাজে দেবে।

৩। উপযুক্ত খাবার : শাকসবজি এবং ফল, চর্বিহীন মাংস এবং মাছ, কম চর্বি বা চর্বিহীন দুগ্ধজাত পণ্য, গোটা শস্যের মতো খাবার হার্টের জন্য ভালো। অলিভ অয়েল ও অ্যাভোকাডোও বেশ কাজের। লবণ বা উচ্চ সোডিয়ামযুক্ত খাবার, চিনি বা মিষ্টি পানীয়, উচ্চ পরিশোধিত কার্বোহাইড্রেট, মদ, প্রক্রিয়াজাত মাংস, রেড মিট, পূর্ণ চর্বিযুক্ত দুগ্ধজাত খাবার, পাম অয়েল, নারকেল তেল, ফাস্ট ফুড, চিপস, বেকড পণ্যের মতো খাবার যতই এড়িয়ে চলবেন ততই ভালো।

৪। স্বাস্থ্যসম্মত ওজন : অতিরিক্ত ওজন হার্টের সমস্যার প্রবণতা বাড়িয়ে তোলে। শরীরের মধ্যপ্রদেশে চর্বি এই সমস্যার কারণ হতে পারে। ২৫-এর বেশি বিএমআই মানেই অতিরিক্ত ওজন। আর অতিরিক্ত ওজন মানেই উচ্চ রক্তচাপ, উচ্চ কোলেস্টেরল এবং টাইপ ২ ডায়াবিটিস। যার কারণে হার্টের সমস্যার পাশাপাশি স্ট্রোকও হতে পারে।

৫। পর্যাপ্ত ঘুম : ঠিকমতো না ঘুমোলে তা শরীরে বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। পূর্ণবয়স্ক একজন মানুষের প্রতি রাতে অন্তত সাত ঘণ্টা ঘুমানো প্রয়োজন। পর্যাপ্ত ঘুম না হলে স্থূলতা, উচ্চ রক্তচাপ, হার্ট অ্যাটাক, ডায়াবিটিস এবং বিষণ্ণতার মতো শারীরিক সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে।

৬। স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট : মানসিক চাপকে ঠিকমতো সামাল দেওয়াটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মনের ওপর বেশি চাপ পড়লে রক্তচাপ বৃদ্ধির পাশাপাশি হার্টের নানা সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। মানসিক চাপের কাছে নতি স্বীকার করে আমরা অনেক সময়ই অতিরিক্ত খাওয়াদাওয়া, মদ্যপান বা ধূমপান করে ফেলি। শারীরিক কার্যকলাপ, মননশীলতা, যোগব্যায়াম এবং ধ্যান এই সমস্যা মেটাতে পারে।

৭। নিয়মিত পরীক্ষা : উচ্চ রক্তচাপ এবং উচ্চ কোলেস্টেরল হার্ট ও রক্তনালির ক্ষতি করতে পারে। নিয়মিত স্ক্রিনিং পরীক্ষায় এই সমস্যা মেটানো যেতে পারে।

৮। সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ : বেশ কিছু সংক্রমণের কারণে হার্টের সমস্যা হতে পারে। বার্ষিক ফ্লু ভ্যাকসিন, নিউমোকক্কাল ভ্যাকসিন, টিড্যাপ ভ্যাকসিনের মতো প্রতিষেধক অন্যান্য রোগের হাত থেকে আমাদের বাঁচিয়ে হৃদযন্ত্রকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে।

উৎসবের মরশুমে যা করণীয়

পুজো আসছে। সবার আনন্দ। হৃদয়েরও। কারণ, সে যে অনেক মজার সাক্ষী থাকবে। আর তাকে মজায় রাখতে আমাদেরও কিছু করণীয় আছে। যাঁদের হার্টের সমস্যা আছে এই সময়টাও খাওয়াদাওয়ার বিষয়ে তাঁদের বিশেষভাবে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। চর্বিযুক্ত খাবার এড়িয়ে চলুন। একবারে বেশি খাবার খেলে বুকে ব্যথা বা শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা হতে পারে। যাঁদের হার্ট ফেলিওর সমস্যা আছে, খাবারে লবণের মাত্রা তাঁদের ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। সুতরাং, খাবারে যত কম লবণ থাকবে ততই ভালো। সস বা গ্রেভি জাতীয় খাবারে লবণ বেশি থাকে। এসব থেকে দূরে থাকুন। মদ ছোঁবেন না। হার্টের আরও সমস্যা হতে পারে বা আরও একটা হার্ট অ্যাটাক হতেই পারে। পুজোর সময় অন্য জায়গায় ঘুরতে যেতেই পারেন। তবে ওষুধ খাওয়ার সময়টার যাতে অদলবদল না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখাটা অবশ্যই প্রয়োজন। দূষণ থেকে সাবধান। দূষণ হার্ট ও ফুসফুসের জন্য ক্ষতিকর। ওজন যাতে নিয়ন্ত্রণে থাকে সেদিকে কড়া নজর রাখবেন। মানসিক চাপ বাড়তে দেবেন না। সমস্ত সতর্কতা নেওয়া সত্ত্বেও যদি শরীর খারাপ লাগে সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। উৎসব সবার ভালো কাটুক, আমাদের সবার প্রিয় হৃদযন্ত্রেরও।

নদীপাড়ের বৃত্তান্ত

জলের মধ্যে বাঁশের মাচায় আশ্রয়। ৪০ নিজতরফ এলাকা ভাসিয়েছে তিস্তা। ছবি : দীপেন রায়

অসংরক্ষিত অংশে লাল সতর্কতা

মেখলিগঞ্জ, ২৮ সেপ্টেম্বর : পাহাড় ও সমতলে টানা বৃষ্টির জেরে জলপাইগুড়ির গজলডোবা ব্যারেজ থেকে দফায় দফায় জল ছাড়া হচ্ছে। আর এর জেরে তিস্তা রুদ্রমূর্তি ধারণ করেছে। জলের তোড়ে কোচবিহার জেলায় মেখলিগঞ্জ ব্লকের ৪০ নিজতরফ, ৭২ নিজতরফ, ফকতেরচরের পাশাপাশি হলদিবাড়ি ব্লকের বক্সিগঞ্জ ও পার মেখলিগঞ্জের তিস্তার চর ও পাড়ের শতশত বাড়ি জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। পাশাপাশি ৪০ নিজতরফের একটি স্কুলও জলে ডুবে গিয়েছে। পড়াশোনা বন্ধ। কোথাও ত্রাণশিবির, কোথাও বা ত্রাণের খাবারই চরবাসীর আপাতত ভরসা। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিচার করে প্রশাসনের তরফে মেখলিগঞ্জে তিস্তার অসংরক্ষিত এলাকায় লাল ও সংরক্ষিত এলাকায় হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। পুলিশও পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে। কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য বললেন, 'পুলিশের পক্ষ থেকে দুর্গত এলাকার বাসিন্দাদের শুকনো খাবার দেওয়া হচ্ছে। তাঁরা কী পরিস্থিতিতে রয়েছেন সে বিষয়েও খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে।'

বক্সিগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিবিগঞ্জ, উত্তর নিজতরফ, ৪৪ নম্বর বাজেজমা, মৃধাপাড়া ও কামাদপাড়া গ্রামের বাড়িঘর সহ চাষের জমি বর্তমানে জলের তলায়। এলাকার বাসিন্দারা ত্রাণশিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন। বিবিগঞ্জ প্রাথমিক বিদ্যালয়, মৃধাপাড়া ও কালাচাঁদ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ত্রাণশিবির খোলা হয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান স্বর্ণলতা মল্লিক বলেন, 'প্রায় ১৩৬টি পরিবার জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। নৌকার সাহায্য নিয়ে এলাকার বাসিন্দাদের উদ্ধার করা হয়েছে। তাঁদের কালাচাঁদ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রাখা হয়েছে। রান্না করা খাবার তাঁদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।'

পারমেখলিগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রায় ৩০০টি পরিবারের বাড়িঘর জলমগ্ন। ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের চান্দিয়াপাড়া, বেলতলি ও সাকারিয়াপাড়ার বাসিন্দারা ত্রাণশিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন। গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান রমানাথ রায় বললেন, 'বন্যাকবলিত এলাকার বাসিন্দাদের জন্য দুটি জায়গায় ত্রাণশিবির খোলা হয়েছে। লালটিয়াপাড়া ফোর্থ প্ল্যান প্রাইমারি স্কুল এবং ১৪০ নম্বর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে তাঁদের আশ্রয় দেওয়া হয়েছে। সেখানেই তাঁদের জন্য খাবার রান্না করা হয়েছে। এছাড়াও গবাদিপশু রাখার জন্য ৬০টি ত্রিপল বিলি করা হয়েছে।' বিডিও রেনজি লামো শেরপার বক্তব্য, 'পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হয়েছে। দুর্গতদের থাকার ও খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

জলবন্দি সাড়ে ৩০০ পরিবার

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

২৮ সেপ্টেম্বর : পাহাড় ও সমতলে লাগাতার বৃষ্টি ও তিস্তা ব্যারেজ থেকে জল ছাড়ায় জলপাইগুড়ি জেলার ক্রান্তি ব্লকে বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। নতুন করে জলমগ্ন হয়েছে জেলার একাধিক নদীসংলগ্ন এলাকা। তিস্তার জল ঢুকে পড়ায় চ্যাংমারি চাঁপাডাঙ্গা মিলে প্রায় সাড়ে তিনশো পরিবার জলমগ্ন হয়েছে। শনিবার জেলা ও ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকদের পাশাপাশি জনপ্রতিনিধিরা ময়নাগুড়ি ও বানারহাট ব্লকের প্লাবিত এলাকা পরিদর্শনে যান। বাঁধ নির্মাণের দাবি পূরণ না হওয়ায় গয়েরকাটা, আংরাভাসা নদীসংলগ্ন এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে ধূপগুড়ির মহকুমা শাসক, বানারহাটের বিডিও, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সহ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানরা গ্রামবাসীর ক্ষোভের মুখে পড়েন। এদিকে জেলার বন্যা পরিস্থিতির খোঁজখবর নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

রবিবার উত্তরবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর সফর রয়েছে। প্রয়োজনে জেলার বন্যা পরিস্থিতি সরেজমিনে দেখতে তিনিও আসতে পারেন বলে প্রশাসন সূত্রে খবর। শুক্রবার থেকেই জেলার বিভিন্ন নদীর জলস্তর বাড়তে শুরু করেছিল। ক্রান্তি ব্লকে তিস্তার জল ঢুকে পড়ায় চ্যাংমারি চাঁপাডাঙ্গা মিলে প্রায় সাড়ে তিনশো পরিবার জলমগ্ন হয়ে পড়ে। বাধ্য হয়েই এদিন বহু মানুষ বাঁধের ওপর আশ্রয় নেন। শুক্রবার ব্লকের চ্যাংমারি নেওলা বস্তিতে তিস্তার চরে আটকে থাকা প্রায় ৩০টি গোরুকে এদিন এনডিআরএফের জওয়ানরা বড় নৌকায় করে উদ্ধার করে আনেন। আপালচাঁদ বস্তিতে তিস্তায় প্রায় দু'কিলোমিটার বাঁধের দাবি পূরণ না হয় ক্ষোভ ছড়িয়েছে এলাকায়। মাল মহকুমার বাগ্রাকোটের টটগাঁওতে তিস্তার জল ঢুকে পড়ায় বেশ কিছু ঘরবাড়ি অন্যত্র সরিয়ে নিতে শুরু করেছেন গ্রামবাসীরা। ভুটান পাহাড়ের জল হাতিনালা হয়ে প্রবাহিত হয়ে আংরাভাসা নদীতে পড়ায় ফুলেফেঁপে ওঠে আংরাভাসা নদী। নদীতে জল বেড়ে যাওয়ায় গয়েরকাটার জ্যোতির্ময় কলোনি, শান্তিনগর কলোনি প্লাবিত হয়। সবমিলিয়ে জেলায় জলবন্দি হয়ে পড়ে ৩০০ পরিবার।

জলমগ্ন চ্যাংমারি গ্রাম পরিদর্শনে প্রশাসনের কর্তারা। শনিবার।

নদী উপচে জল পথে। তিস্তাবাজারে। শনিবার সকালে। - সংবাদচিত্র

আজ প্রশাসনিক বৈঠক মুখ্যমন্ত্রীর

তিস্তার ত্রাসে মেল্লি, ধসে নতুন বিপদ

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২৮ সেপ্টেম্বর : তিস্তার জলস্ফীতিতে তিস্তাবাজারের একাধিক বাড়িতে হাঁটুজল। জল জমেছে মেল্লির একাধিক বাড়িতেও। তিস্তার ত্রাসে যথারীতি জলমগ্ন তিস্তাবাজারের রাস্তা, যার জেরে বন্ধ পেশক রোড ধরে দার্জিলিং এবং কালিম্পংয়ের মধ্যে যান চলাচল। একাধিক জায়গায় ধস এবং প্রবল বর্ষণে যথারীতি বিপজ্জনক হয়ে রয়েছে ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক।

পুরোনো ধসের মাটি-পাথর সরিয়ে প্রশাসন পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা করলেও বিপদ ডেকে এনেছে নতুন করে একাধিক জায়গায় ধস নামার ঘটনা। টানা এবং রেকর্ড বৃষ্টির জেরে পাহাড়জুড়ে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, বলছেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা। এমন পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে রবিবার শিলিগুড়িতে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, শিলিগুড়ি পৌঁছেই বিকেল পাঁচটায় উত্তরকন্যায় উত্তরবঙ্গের জেলাগুলি নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক করবেন মুখ্যমন্ত্রী। সোমবার বাগডোগরা বিমানবন্দর হয়ে তিনি ফিরে যেতে পারেন কলকাতায়।

পুজো এগিয়ে এলেও বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে পারছে না পাহাড় এবং সমতলের একাংশ। বরং বৃষ্টির দাপটের সঙ্গে পাহাড়ের পরিস্থিতি ক্রমশ খারাপ হয়ে উঠছে। বর্ষার সময়ও ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক দিনের পর দিন বেহাল ছিল। বন্ধ ছিল রাস্তাটি দিয়ে যান চলাচল। কিছুদিন জাতীয় সড়কটি দিয়ে যান চলাচল করলেও প্রবল বৃষ্টির জেরে নতুন করে রাস্তাটি বন্ধ হয়ে যায়। তিনদিন ধরে যান চলাচল করলেও মাঝেমধ্যেই যান চলাচল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে নতুন করে একাধিক জায়গায় ধস নামার পাশাপাশি পাহাড়ের উপর থেকে বোল্ডার গড়িয়ে পড়ায়। কিন্তু এবার বিপদের মুখে তিস্তাপাড়ও। বর্ষার মতোই নতুন করে তিস্তাবাজারের বাড়িগুলিতে জল ঢুকে গিয়েছে।

সেখানকার বাসিন্দা গোবিন ছেত্রী টেলিফোনে বললেন, 'জল বাড়লেই সমস্যায় পড়তে হচ্ছে আমাদের। বর্ষার আগে বা যখন বৃষ্টি ছিল না তখন যদি এই এলাকায় কিছুটা ড্রেজিং করা হত, তবে এমনভাবে সমস্যায় পড়তে হত না আমাদের।' বর্ষার সময় মেল্লিতে তেমন সমস্যা দেখা না দিলেও শনিবার এলাকায় জল ঢুকে যায়। একাধিক বাড়িতে জল ঢুকে যাওয়ায় চরম সমস্যায় পড়েন স্থানীয়রা। জলের তলায় চলে গিয়েছে মেল্লির খেলার মাঠটিও। এখানকার একাধিক গাছ উপড়ে তিস্তায় পড়েছে বলে স্থানীয় সূত্রে খবর। স্থানীয় রত্নবাহাদুর ছেত্রীর বক্তব্য, 'একেই টানা বৃষ্টি, তার মধ্যে তিস্তার জল বেড়ে যাওয়ায় দুর্ভোগে পড়তে হয়েছে।'

সুখিয়াপোখরি, মিরিক রোড, পানিঘাটা সহ একাধিক জায়গায় ধস নেমেছিল শুক্রবার। দীর্ঘসময় বন্ধ ছিল যান চলাচল। শনিবার রাস্তাগুলি ঠিক করে দেওয়া হয় স্থানীয় প্রশাসনের তরফে। কিন্তু টানা বর্ষণের জেরে শনিবার নতুন করে ধস নামে দার্জিলিংয়ের লেবং কার্ট রোড, বাতাসিয়া লুপ সংলগ্ন এলাকা, বাতাসিয়া-ঘুমের মাঝামাঝি এলাকার পাশাপাশি সিংমারি রোডে। ৫৫ নম্বর জাতীয় সড়কের একাধিক জায়গাতেও ছোট ছোট ধস নেমেছে। লাভার পাশাপাশি কালিম্পং বাইপাসেও এদিন ধস নামায় বিঘ্ন ঘটে যান চলাচলে।

এদিকে, টানা বৃষ্টির জেরে রাস্তার অবস্থা বেহাল হয়ে পড়ায় অনির্দিষ্টকালের জন্য সান্দাকফু ট্রেকিং বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জোড়বাংলো-সুখিয়াপোখরি ব্লক প্রশাসন। মানেভঞ্জন রোডে যান চলাচলও বন্ধ রাখার নির্দেশ জারি হয়েছে বিডিও অফিস থেকে। প্রবল বর্ষণের জেরে জলমগ্ন সমতলের একাধিক জায়গাও।

আবহাওয়া দপ্তরের তথ্য অনুসারে, শনিবার সকাল সাড়ে ৮টা পর্যন্ত কালিম্পংয়ে ১২২.৬, দার্জিলিংয়ে ১৪০.৪, সেবকে ২০৩.৬, শিলিগুড়িতে ২১৩.৪, চম্পাসারিতে ২১৭.০ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। ভরা বর্ষার সময়ও ২৪ ঘণ্টায় এত পরিমাণ বৃষ্টি এই এলাকায় হয় না বলে বক্তব্য আবহবিদদের। সিকিমের ভারী বৃষ্টি আরও বিপর্যয় বাড়িয়ে দিয়েছে বলে তাঁদের বক্তব্য।

দুর্ভোগের চিত্র

- শনিবার নতুন করে ধস নামে দার্জিলিংয়ের লেবং কার্ট রোডে
- বাতাসিয়া লুপ সংলগ্ন এলাকা, বাতাসিয়া-ঘুমের মাঝামাঝি এলাকার পাশাপাশি সিংমারি রোডেও ধস
- লাভার পাশাপাশি কালিম্পং বাইপাসেও এদিন ধস নামায় বিঘ্ন ঘটে যান চলাচলে
- প্রশাসন ধস সরিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হয়েছে
- তিস্তার জল বেড়ে যাওয়ায় সমস্যায় তিস্তাবাজার, মেল্লি

জলাভূমি বাঁচাতে মামলা

কলকাতা, ২৮ সেপ্টেম্বর : জলপাইগুড়ির জলাভূমি রক্ষা করতে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন পরিবেশপ্রেমীরা। জলপাইগুড়ি শহরে স্পোর্টস কমপ্লেক্স সংলগ্ন করলা নদীর পশ্চিমধারে একটি জলাজমির চরিত্র বদলে আবাসন তৈরির কাজ চলছে। ওই এলাকা বন্যাপ্রবণ। বেআইনিভাবে নদী বাঁধের পাশেই প্রাচীর তৈরি করা হয়েছে। তাই কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করলেন পরিবেশপ্রেমীদের একাংশ।

আবেদনকারীদের বক্তব্য, নদী ও জলাজমির মাঝখানে থাকা সুইস গেট বন্ধ করে জলাজমির একাংশ মাটি ফেলে ভরাট করা হয়েছে। পাকা প্রাচীর তৈরি করা হয়েছে। এই সমগ্র এলাকাটি ৪ একর জমির ওপর। বর্ষাকালে অতিরিক্ত জল যাতে সমস্যা তৈরি না করে, তার ভারসাম্য বজায় রাখে। জলপাইগুড়ি এমনিতেই বন্যাপ্রবণ এলাকা। এখানকার জল নিকাশির পরিকাঠামো উন্নত নয়। বর্ষায় এখানকার মানুষ সমস্যায় পড়েন। এই জলাধার শহরটির পূর্ব ও পশ্চিমের সংযোগের কাজ করত। কিন্তু এখন তার চরিত্র বদল করে বেআইনি নির্মাণ চলছে। এই বেআইনি নির্মাণ রুখতে জেলা ও মহকুমা প্রশাসন এবং পুর কর্তৃপক্ষের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তাঁরা। কিন্তু তাতে কাজ হয়নি। এখন নির্মাণ বন্ধ রয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন তাঁরা। বাদীপক্ষের আইনজীবী কল্যাণ চক্রবর্তী বলেন, 'জলপাইগুড়ি শহরের জলাজমি যেভাবে ধ্বংস হচ্ছে, তাতে ভবিষ্যতে অক্সিজেনের সমস্যা হবে। জলপাইগুড়িতে অত পরিমাণ নদী নেই। করলা নদী এই শহরকে বাঁচিয়ে রাখে। ভবিষ্যতে অতিবৃষ্টি হলে বন্যার আকার ধারণ করলে ১৯৬৮-র বন্যার মতো পরিস্থিতি তৈরি হবে।'

নদীভাঙনের কবলে স্কুলের রান্নাঘর

কিশনগঞ্জ, ২৮ সেপ্টেম্বর : কিশনগঞ্জ জেলা ও নেপালে লাগাতার বৃষ্টির জেরে বুড়ি কনকই, কনকই, মেচি, মহানন্দা, ডক, রতুয়া সহ বিভিন্ন নদীতে জলস্তর বেড়েছে। জেলার সাতটি ব্লকের অধিকাংশ গ্রাম জলমগ্ন। বুড়ি কনকইয়ের গ্রাসে দিঘলব্যাংকের তারাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ফুলগাছি গ্রামের একটি স্কুল। স্কুলের রান্নাঘর ও দেওয়াল নদীর গর্ভে চলে গিয়েছে। এদিকে, বন্যা পরিস্থিতির মধ্যে শনিবার সকালে শিসাবাড়ি গ্রামের এক মহিলা বাড়িতেই সন্তানের জন্ম দেন। জেলা প্রশাসনের নির্দেশে এসডিআরএফ টিম মা ও সন্তানকে উদ্ধার করেছে। তাঁদের দিঘলব্যাংক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

কিশনগঞ্জ ও আরারিয়া জেলার সীমানায় কনকই নদীর জল বেড়েছে। ৩২৭-ই জাতীয় সড়ক জলের তলায়। জেলা শাসক বন্যাকবলিত গ্রামগুলির পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছেন। উদ্ধার অভিযান ও ত্রাণ বিলি চলছে।

ত্রাণ লুঠ মানিকচকে

মানিকচক, ২৮ সেপ্টেম্বর : বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে শনিবার মানিকচকে হাজির হন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। গোপালপুরের বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে দুপুর একটা নাগাদ হাজির হন ভূতনি ব্রিজে। ব্রিজের শেষ প্রান্তে কিছু বানভাসি মানুষের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। দুর্গতদের হাতে খাদ্য সামগ্রী তুলে দেন। মন্ত্রীর কনভয় ভূতনি ব্রিজ ছাড়তেই শুরু হয় ত্রাণ লুঠ। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে গাড়ি থেকে ত্রাণ সামগ্রীর প্যাকেট বানভাসিদের উদ্দেশ্যে ছুড়তে শুরু করেন ত্রাণ দিতে আসা লোকজন। কাড়াকাড়িতে প্যাকেট ছিঁড়ে খাদ্য সামগ্রী রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ে। দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন ডিএসপি, মানিকচক থানার আইসি, ভূতনি থানার ওসি সহ ব্লক প্রশাসনের কর্তারা। তবে ভূতনি ব্রিজের শেষ প্রান্তে গিয়েও মন্ত্রী বন্যা দুর্গত এলাকায় না যাওয়ায় কটাক্ষ করেছে বাম-বিজেপি নেতৃত্ব।

বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে এদিন সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ প্রথমেই গোপালপুরে যান মন্ত্রী। গোপালপুর হাইস্কুলের ত্রাণশিবিরে আশ্রয় নেওয়া দুর্গতদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। সেখান থেকে দাঁড়িয়েই তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে ফোন করেন। লাউড স্পিকারে মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি কথা বলেন বানভাসিদের সঙ্গে। গোপালপুর থেকে বেরিয়ে ফিরহাদ আসেন মথুরাপুর মডেল স্কুলের ত্রাণশিবিরে। সেখানেও বানভাসিদের সঙ্গে কথা বলেন। সামান্য কিছু ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেন। সেখান থেকে বেরিয়ে তিনি আসেন ভূতনি ব্রিজের শেষ প্রান্তে।

পরে মালদা শহরের উদ্দেশ্যে রওনা হন ফিরহাদ। তিনি ভূতনি ব্রিজ ছাড়তেই ঘটে যায় হুলুস্থুল কাণ্ড। শুরু হয় ত্রাণ লুঠ। প্যাকেট ছিঁড়ে খাদ্য সামগ্রী ব্রিজের উপর ছড়িয়ে পড়ে। দাঁড়িয়ে থেকে সেই দৃশ্য দেখেন প্রশাসনিক কর্তারা। ফিরহাদের দাবি, 'বানভাসি মানুষজনের প্রতি সরকার সহানুভূতিশীল। বন্যা দুর্গতদের জন্য সবরকম ব্যবস্থা করছে প্রশাসন। তবে গঙ্গা ভাঙন এবং এই বন্যা পরিস্থিতি কেন্দ্রীয় সরকারের নিষ্ক্রিয়তার ফল।'

এত বড় মার্কেট

প্রথম পাতার পর

পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব অবশ্য এসজেডিএর ঘাড়েই দায় চাপিয়েছেন। তাঁর মন্তব্য, 'বিধান মার্কেট পুর এলাকায় হলেও সেটি এসজেডিএ দেখভাল করে। রবিবার মার্কেটের ব্যবসায়ীদের নিয়ে বৈঠক করব। প্রয়োজনীয় অগ্নিনির্বাপণের পরিকাঠামো গড়ে তোলার বিষয়ে আমরা সহযোগিতা করব।'

এদিন ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে আবার জলাধার নির্মাণের জন্য নিজের তহবিল থেকে অর্থ দিতে চেয়েছেন শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষ। তিনি বলেছেন, 'শহরে পার্কিংয়ের ব্যবস্থার জন্য আমার বিধায়ক তহবিলের টাকা দিতে চাইলেও পুরনিগম তা নেয়নি। পুরনিগম যদি বিধান মার্কেটে আমার বিধায়ক তহবিলের টাকায় জলাধার তৈরি করতে চায় তাহলে আমি টাকা দিতে রাজি।'

পুড়ে যাওয়া দোকানগুলির বিমা না থাকায় এদিন ফের ব্যক্তিমালিকানার দাবিতে সরব হতে দেখা গিয়েছে ব্যবসায়ী সমিতিকে। বাপি বলছেন, 'জমির পাট্টা থাকলে আমরাই সমস্ত স্থায়ী পরিকাঠামো তৈরি করতে পারতাম। কিন্তু বিভিন্ন টালবাহানা করে আমাদের ন্যায্য দাবি মানা হচ্ছে না। এখানে দোকানে একটা কাঠের টুকরো লাগালে এসজেডিএ রক্তচক্ষু দেখায়। স্থায়ী কাঠামো থাকলে ১,৬৫০টি দোকান ব্যবসায়ী বিমার আওতায় চলে আসতেন।'

২০১৯ সালের ১১ জুন ও ২০২২ সালের ৩ সেপ্টেম্বর দুটি অগ্নিকাণ্ডে বিধান মার্কেটের একাধিক দোকান পুড়ে যাওয়ায় বিপুল আর্থিক ক্ষতি হয়েছিল। শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এসজেডিএ)-র অধীন রয়েছে মার্কেটটি। এদিনের অগ্নিকাণ্ডের পর আবারও এসডেজিএর ওপর দোষারোপের পালা শুরু হয়েছে। সৌরভ বলছেন, 'রাজ্যের সমস্ত মার্কেটে স্থায়ী মালিকানা দেওয়ার বিষয়ে সরকার আলোচনার পর্যায়ে রয়েছে।'

সেই বিতর্কিত বিডিও

প্রথম পাতার পর

ওজন সংক্রান্ত নথি থাকলেও সেই নথিকে মান্যতা না দিয়ে ফের ট্রাক ওজন করানো হচ্ছে। তারজন্য ট্রাক প্রতি ২৬০ টাকা করে নেওয়া হচ্ছে। সেই টাকা থেকে নির্দিষ্ট অংশ যাচ্ছে সিন্ডিকেটের কাছে। ফেডারেশন অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রাক অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সজল ঘোষের বক্তব্য, 'বছরের পর বছর ধরে জোর করে ওজন করানোর নামে কাটমানি নিচ্ছে দুষ্টচক্র।'

তোলাবাজ সিন্ডিকেটের আঁতুড় আলিপুরদুয়ার। সেই জেলার তৃণমূল চেয়ারম্যান গঙ্গাপ্রসাদ শর্মাও সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন। তাঁর কথা, 'এইসব দুর্নীতির জন্যই সাধারণ মানুষের কাছে আমাদের দল ও সরকারের বদনাম হচ্ছে। সরকারের ভালো কাজগুলি চাপা পড়ে যাচ্ছে। বহু মানুষ আমাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন। এমভিআই সিন্ডিকেটের কারবারের পেছনে কারা আছে, মূল মাথা কে সেটা খুঁজে বের করা অত্যন্ত জরুরি। তাদের চিহ্নিত করে শাস্তি দিতে হস্তক্ষেপ করুক সরকার। নইলে দলের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে না।' কোচবিহার জেলা তৃণমূল চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মনও মনে করছেন দল বাঁচাতে এবার শীর্ষ নেতৃত্বের হস্তক্ষেপ করা উচিত। তাঁর মত, 'এটা ঠিক যে এমভিআই সিন্ডিকেট বা সেই ধরনের প্রশাসনিক দুর্নীতির দায়ভার আমাদের কাঁধে করে বয়ে বেড়াতে হচ্ছে। তাতে দলের বড় ক্ষতি হচ্ছে। সরকার বিড়ম্বনায় পড়ছে। দলকে সতর্ক হতে হবে। শীর্ষ নেতৃত্ব বিষয়গুলি নিয়ে চিন্তাভাবনা করুক।'

শুধু শাসকদলের অভ্যন্তরেই নয়, প্রশাসন ও পুলিশ মহলেও প্রভাবশালী ওই বিডিওকে নিয়ে ক্ষোভ বেড়েই চলেছে। কথায় কথায় বিতর্কিত বিডিও তাঁর প্রভাব দেখিয়ে সবাইকে হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন বলে অভিযোগের অন্ত নেই।

প্রশাসনের অন্দরে কান পাতলেই বিডিও'র কুকীর্তির নানা কথা শোনা যায়। ভোরের আলো থানায় একটি লুটের মামলাতেও সেই বিডিও'র যোগসূত্র পাওয়া গিয়েছে। প্রশাসনিক দুর্নীতি নিয়ে তাঁরা যে বিপাকে পড়ছেন সেকথা অস্বীকার করেননি জলপাইগুড়ির তৃণমূল চেয়ারম্যান খগেশ্বর রায়। তাঁর ব্যাখ্যা, 'সামগ্রিকভাবে এটা ঠিকই যে প্রশাসনিক দুর্নীতির ফলে দলের ক্ষতি হচ্ছে। প্রশাসনিক বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রী নিজেই দেখেন। আমরা আশাবাদী মুখ্যমন্ত্রী ওই বিষয়ে নিশ্চয়ই পদক্ষেপ করবেন।' মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল সভাপতি এবং সাংসদ খলিলুর রহমানও কড়া পদক্ষেপ চাইছেন। তিনি বলেন, 'সিন্ডিকেটের তোলাবাজিতে নিশ্চিতভাবেই দলের ভালো হচ্ছে না। আমাদের বদনাম হচ্ছে। রাজ্য নেতৃত্বকে সবটা জানিয়েছি। নিশ্চয়ই পদক্ষেপ হবে।' তৃণমূলের মালদা জেলা সভাপতি আব্দুল রহিম বক্সিও তদন্ত করে দুর্নীতির বিরুদ্ধে পদক্ষেপের দাবি তুলেছেন।

এমভিআই তোলাবাজ সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ চাইছেন খোদ শাসক নেতারাই। আদৌ পদক্ষেপ হবে, নাকি অন্যান্য দুর্নীতির মতো এক্ষেত্রেও প্রভাবশালী বিডিওকে বাঁচাতে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা চলবে সেটাই দেখার। (শেষ)

বিনা নোটিশে

প্রথম পাতার পর

তাঁর প্রশ্ন, 'প্রতিদিন পুরনিগমে প্রচুর বৈঠক হচ্ছে, পরিদর্শন হচ্ছে, কিন্তু কাজের কাজ কী হচ্ছে?'

শিলিগুড়ি শহরের পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই সমস্যা চলছে। মাঝেমধ্যেই জল না আসা, বেশিরভাগ ওয়ার্ডে সুতোর মতো জল পড়া এবং দু'বেলা নির্দিষ্ট সময়ের আগেই জল চলে যাওয়ার অভিযোগ রয়েছে। এই সমস্যা দূর করতে দ্বিতীয় ইনটেক ওয়েল তৈরি করছে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর। কিন্তু সেই কাজ এখনও শেষ হয়নি। এরই মধ্যে শুক্রবার থেকে শহরে পানীয় জল আসছে না। কিছু এলাকায় শুক্রবার সকালে অল্প সময় জল এলেও সিংহভাগ ওয়ার্ডেই শুক্রবারের পর শনিবারও পুরোপুরি নির্জলা থেকেছে শহর। অথচ জলের বিকল্প উৎস না থাকায় সিংহভাগ শহরবাসী পুরনিগমের সরবরাহ করা জলের উপর নির্ভরশীল।

১৮ নম্বর ওয়ার্ডের রানা বস্তির বাসিন্দা সুরজ সাহানির কথায়, 'আমাদের এলাকায় প্রায় সবাই পুরনিগমের পানীয় জলের উপর নির্ভরশীল। দু'দিন ধরে কেন জল আসছে না আমরা বুঝতে পারছি না। দোকান থেকে জল কিনে খাব, সেই সাধ্যও আমাদের নেই। ফলে খুব সমস্যা হচ্ছে।'

এফআইআর

প্রথম পাতার পর

বিজেপির অবশ্য দাবি, অভিযোগগুলি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। সিদ্দারামাইয়ার বিরুদ্ধে জমি কেলেঙ্কারির অভিযোগকে অস্ত্র করে পালটা আক্রমণ করেছেন দলের মুখপাত্র সুধাংশু ত্রিবেদী। তিনি বলেন, 'সরকারি জমি এবং ক্ষমতার অপব্যবহার করে সিদ্দারামাইয়ার পরিবার বিপুল টাকা কামিয়েছে।' কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশির বক্তব্য, 'সিদ্দারামাইয়াকে অবিলম্বে মুখ্যমন্ত্রী পদে ইস্তফা দিতে হবে। এছাড়া আর কোনও রাস্তা নেই ওঁর কাছে।' তবে নিঃসন্দেহে চরম অস্বস্তিতে সীতারামন।

মিতালি এক্সপ্রেস

প্রথম পাতার পর

বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার থাকলেও, পরিস্থিতি যে এখনও দুই দেশের মধ্যে ট্রেন চলাচলের সহায়ক হয়ে ওঠেনি, তা অস্বীকার করছেন না কেউই। একারণেই মিতালি এক্সপ্রেসকে কেন্দ্র করে ক্রসবর্ডার ট্যুরিজম যে গতি পেয়েছিল, তা দুই বছরের মাথায় বড়সড়ো ধাক্কা খেয়েছে। এনজেপির থেকে ট্রেনটির বাণিজ্যিক যাত্রা শুরু হয়েছিল ২০২২-এর ১ জুন। ট্রেনটির চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় স্বাভাবিকভাবে মন খারাপ দুই পারের বাসিন্দাদের। বাংলাদেশের পর্যটন ব্যবসায়ী টিটো চৌধুরী বলছেন, 'পুজোর সময় সিকিমের পাশাপাশি দার্জিলিংয়ের প্রচুর বুকিং ছিল। এখন পরিস্থিতি আর আগের মতো নেই। তাই ভেবেছিলাম নতুন করে মিতালি এক্সপ্রেস চলবে। কিন্তু ট্রেন চলাচলের কোনও সম্ভাবনাই দেখছি না। তাই পর্যটকদের টাকা ফেরত দিতে হয়েছে।' দু'দেশের মধ্যে ট্রেন চলাচলের দিকে তাঁরা তাকিয়ে রয়েছেন বলে জানান ঢাকার বাসিন্দা সুলতানা জাহান মিতু। দুই বছর আগে মিতালিতে চেপে পুজোর সময় বাংলাদেশে গিয়েছিলেন শান্তিনগরের ভজন ঘোষদস্তিদার। তিনি বললেন, 'ওখানে অনেক আত্মীয় রয়েছে। ভেবেছিলাম এবছরও পুজোতে ওখানে যাব। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে যাচ্ছি না। ট্রেন চালু হলে এবং পরিস্থিতি ঠিক থাকলে তখন পরিকল্পনা করা যাবে।'

ডেপুটি মেয়র

প্রথম পাতার পর

তবে কলকাতায় অভিযোগ জানানোর বিষয়টি অস্বীকার করেছেন অভয়া। তাঁর বক্তব্য, 'কে বিদ্রোহ করছে, কেন করছে সেই বিষয়ে আমার কিছু জানা নেই। তবে আমি কলকাতায় কোনও অভিযোগ করিনি।' রঞ্জন আবার এনিয়ে কোনও মন্তব্যই করতে চাননি।

কলকাতা থেকে ফিরে এদিন পুরনিগমেও গিয়েছিলেন অভয়া। তার আগে থেকেই রঞ্জন-ঘনিষ্ঠ তৃণমূল কাউন্সিলাররা আবার পুরনিগমে এসে তাঁর ঘরে ভিড় করে বসেছিলেন। পুরনিগমের ছবিই স্পষ্ট ইঙ্গিত দিচ্ছিল, ডেপুটি মেয়র বদলের জল্পনা কার্যত দু'ভাগ করে দিয়েছে তৃণমূল কাউন্সিলারদের। যেদিকে জল গড়াচ্ছে, তাতে দলের ভাবমূর্তিই নষ্ট হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন এক কাউন্সিলার।

শিলিগুড়ির ডেপুটি মেয়র বদল হতে পারে বলে লোকসভা ভোটের পর থেকেই জল্পনা চলছে। আর তখন থেকেই চর্চায় অভয়ার নাম। রঞ্জনের বিরুদ্ধে গোপন তদন্ত করিয়ে সেই জল্পনাকে আরও উসকে দিয়েছেন অভয়া। কিন্তু তাঁর সঙ্গে রঞ্জনের যে বিবাদ প্রকাশ্যে এসেছে তা ভালোভাবে নিচ্ছেন না কাউন্সিলারদের একাংশ। ওইদিন অপমানে রঞ্জন যেমন পদত্যাগ করতে চেয়েছিলেন, তেমনই পরদিন আবার পালটা অভয়াও কাউন্সিলার পদ থেকে ইস্তফার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। দুজনের কেউই অবশ্য সে পথে হাঁটেননি এখনও।

ঘটনার পর একদিনের জন্য কলকাতায় যান অভয়া। তিনি ফিরেও পদত্যাগ না করায় তাঁর ডেপুটি মেয়র হওয়ার জল্পনা কয়েকগুণ বেড়েছে। আর তারপরই সক্রিয় রঞ্জন-ঘনিষ্ঠরা। তাঁরা মনে করছেন, দলের শীর্ষ নেতৃত্ব নিশ্চয়ই অভয়াকে কোনও প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। আর তাই তাঁরা মেয়রকে স্পষ্ট জানিয়েছেন, রঞ্জনকে সরালে বিদ্রোহ শুরু করবেন। সূত্রের খবর, মেয়র বিষয়টিকে খুব বেশি আমল দিতে চাননি। এদিন গৌতমকে বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনিও এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। পরে শুধু বলেন, 'এটা তো আমার বলার বিষয় নয়। আমি জানিও না। তাই কিছু বলতে পারব না।'

জেলার খেলা

ফাইনালে বিবেকানন্দ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৮ সেপ্টেম্বর : জলপাইগুড়ি টাউন ক্লাবের অশোক প্রসাদ রায় ট্রফি অনূর্ধ্ব-১৯ আন্তঃকোচিং ক্যাম্প ফুটবলের ফাইনালে উঠল বিবেকানন্দ মর্নিং সকার কোচিং সেন্টার। টাউনের মাঠে শনিবার বিবেকানন্দ ৫-১ গোলে হারিয়েছে জেওয়াইসিসি ফুটবল অ্যাকাডেমিকে। প্রভাস ছেত্রী ও ঋষি ছেত্রী জোড়া গোল করে। তাদের অন্য গোলটি শমীক ওরাওঁয়ের। রবিবার ফাইনালে বিবেকানন্দর সামনে দেশবন্ধু তরাই মর্নিং এফসি।

সেমিফাইনালে প্রণব-অধীর

বাগডোগরা, ২৮ সেপ্টেম্বর : জেমস স্পোর্টিং ইউনিয়নের রবীন্দ্রনাথ দে ও মোহিতলাল হালদার ট্রফি অকশন ব্রিজে সেমিফাইনালে উঠেছেন মৃগাঙ্ক রায়-রঞ্জন সরকার ও প্রণব দাস-অধীর শাসমল। কোয়ার্টার ফাইনালে মৃগাঙ্ক-রঞ্জন ৮০৯ পয়েন্টে হারিয়েছেন শিবশংকর দাস-বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্যকে। প্রণব-অধীর ৩৫৫ পয়েন্টে জিতেছেন বিরাজ দে-স্বপন মজুমদারের বিরুদ্ধে।

ক্রিকেটের সই

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৮ সেপ্টেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগের জন্য দলবদলে শনিবার ৫৯০ জন সই করেছেন। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গন চত্বরে দুপুর ২টা থেকে সন্ধে সাড়ে ৬টা পর্যন্ত দলবদল চলে। পরিষদের ক্রিকেট সচিব মনোজ ভার্মা বলেছেন, 'রবিবার সুপার ডিভিশন লিগের দলবদল রয়েছে। তবে প্রথম ডিভিশনের কোনও ক্রিকেটার এই দুইদিনে সই না করতে পারলে তাদেরও সুযোগ দেওয়া হবে।'

ইজরায়েলি হামলায় নিহত হিজবুল্লা প্রধান

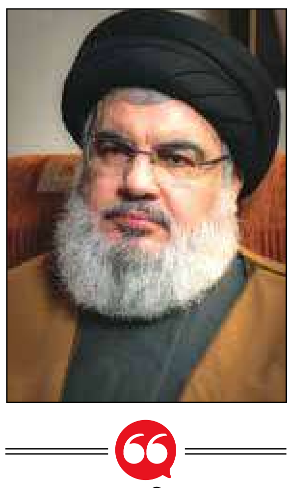

তেল আভিভ ও বেইরুট, ২৮ সেপ্টেম্বর : হামাসের পর এবার হিজবুল্লা। মধ্যপ্রাচ্যে আরও একটি জঙ্গি সংগঠনের বিরুদ্ধে জোরদার সেনা অভিযান শুরু করেছে ইজরায়েল। কয়েকদিন ধরে চলা হামলায় হিজবুল্লার শক্তঘাঁটি লেবাননে ৫০০-র বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। নিহতদের মধ্যে রয়েছেন হিজবুল্লার শীর্ষনেতা সৈয়দ হাসান নাসরুল্লা। শনিবার এমনটাই দাবি করেছেন ইজরায়েলি সেনার মুখপাত্র লেফটেন্যান্ট কর্নেল নাদাভ সোসানি। এক্স পোস্টে তিনি লিখেছেন, 'হিজবুল্লা নেতা সৈয়দ হাসান নাসরুল্লা ইজরায়েলের বোমা হামলায় নিহত হয়েছেন।' ইজরায়েলি সেনার (আইডিএফ) তরফে জারি করা বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'হাসান নাসরুল্লা বিশ্বকে আর সন্ত্রস্ত করতে পারবেন না। আমরা আরও চমক দিতে পারি। ইজরায়েলি নাগরিকদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলে কীভাবে মোকাবিলা করতে হয় আমরা সেটা জানি।'

আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, শুক্রবার রাতে লেবাননের রাজধানী বেইরুটে ব্যাপক বোমা বর্ষণ করে ইজরায়েলের বায়ুসেনা। হিজবুল্লার ঘাঁটিগুলি লক্ষ্য করে চলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলাও। বেইরুটের প্রাণকেন্দ্রে একটি বাড়িতে লুকিয়ে ছিলেন নাসরুল্লা। সেটিও ধ্বংস হয়ে যায়। শনিবার সকাল থেকে ইজরায়েল ভিত্তিক খবরের চ্যানেলগুলি হিজবুল্লা প্রধানের সম্ভাব্য মৃত্যুর কথা জানাতে থাকে। দাবি করা হয়, নাসরুল্লার মেয়ে জাইনাবও প্রাণ হারিয়েছেন। দুপুর নাগাদ সরকারিভাবে নাসরুল্লা হত্যার কথা জানায় ইজরায়েলি সেনাবাহিনী। তাদের দাবি, সারা রাত ধরে চলা হমলায় নাসরুল্লা ছাড়াও হিজবুল্লার বহু সদস্যের মৃত্যু হয়েছে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন জঙ্গিগোষ্ঠীর প্রথমসারির কমান্ডার মহম্মদ আলি ইসমাইল।

> হাসান নাসরুল্লা বিশ্বকে আর সন্ত্রস্ত করতে পারবেন না। আমরা আরও চমক দিতে পারি। ইজরায়েলি নাগরিকদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলে কীভাবে মোকাবিলা করতে হয় আমরা সেটা জানি।
>
> **ইজরায়েলি সেনা**

এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত শীর্ষনেতার মৃত্যুর কথা স্বীকার না করলেও ইজরায়েলি হামলায় তাদের যে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে হিজবুল্লার তরফে সেই ইঙ্গিত মিলেছে। তাদের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, শুক্রবার ইজরায়েলি সেনার নৈশ অভিযানে বেইরুটের অন্তত ৬টি বহুতল ধূলিসাৎ হয়েছে। ৯১ জন বেসামরিক ব্যক্তি প্রাণ হারিয়েছেন। আহত বহু। হিজবুল্লার বিরুদ্ধে সাফল্যে দৃশ্যত খুশি ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু বলেন, 'আক্রান্ত হলে আমরা ছেড়ে কথা বলব না। হিজবুল্লা যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ইজরায়েলের সামনে এই বিপদকে নির্মূল করা ছাড়া রাস্তা নেই।'

নিউ ইয়র্কে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে ইরানের কড়া সমালোচনার পাশাপাশি ভারতের প্রশংসা করেন নেতানিয়াহু। এদিকে হিজবুল্লা প্রধানের মৃত্যুর পরেই সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসাবে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লা আলি খোমেইনিকে কোনও অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে সেদেশের সরকারি সূত্রে জানানো হয়েছে।

ইজরায়েলি হামলায় তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ছে বহুতল। শনিবার বেইরুটে। -এএফপি

পাকিস্তানকে ভণ্ডামির খোঁচা ভারতের

'স্পর্ধা কম নয়', নিশানায় শাহবাজ

নিউ ইয়র্ক, ২৮ সেপ্টেম্বর : রাষ্ট্রসংঘের ৭৯তম সাধারণ সভায় কাশ্মীর প্রসঙ্গে পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের বক্তব্যের কড়া নিন্দা করল ভারত। পাক প্রধানমন্ত্রীর শুক্রবারের বক্তৃতার জবাবে রাষ্ট্রসংঘে ভারতের স্থায়ী মিশনের ফার্স্ট সেক্রেটারি ভাবিকা মঙ্গলানন্দন শনিবার বলেন, 'কাশ্মীরে বিধানসভা ভোট বানচাল করতে জঙ্গিদের সাহায্য করছে পাকিস্তান।'

পাক প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় অভিযোগ করেন, প্যালেস্তিনীয় ভূখণ্ড গাজায় ইজরায়েলি সেনা যেভাবে মানুষ খুন করছে, সেই কায়দাতেই ভারতীয় সেনা কাশ্মীরের জনতার ওপর হামলা চালাচ্ছে। শরিফের ওই অভিযোগের জবাবে মঙ্গলানন্দন বলেন, 'গোটা বিশ্ব জানে, পাকিস্তান দীর্ঘদিন ধরে তার পড়শিদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে সীমান্ত সন্ত্রাসকে ব্যবহার করছে। আমাদের সংসদ ভবন, আমাদের আর্থিক রাজধানী মুম্বই এবং তীর্থযাত্রার পথেও জঙ্গি হামলা করা হয়েছে। তালিকাটি দীর্ঘ।'

এরপরেই শরিফের নাম না করে তাঁকে কটাক্ষ করেন ভারতীয় কূটনীতিক। তিনি বলেন, 'এমন একটি দেশের প্রতিনিধি যদি কোনও জায়গায় হিংসার কথা বলেন, তা ভীষণরকম ভণ্ডামি ছাড়া কিছু নয়।' পাক প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তৃতায় বলেছিলেন, 'প্যালেস্তাইন এবং কাশ্মীরের জনসাধারণ একইভাবে স্বাধীনতা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবিতে লড়াই চালাচ্ছে।' মঙ্গলানন্দন তার জবাবে দাবি করেন, 'কাশ্মীরের আমজনতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিধানসভা ভোটে অংশ নিচ্ছেন। এ ব্যাপারটা সহ্য হচ্ছে না পাকিস্তানের। তাই তারা ক্ষিপ্ত হয়ে নতুন করে নাশকতার ছক কষছে।'

কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জম্মু ও কাশ্মীর ভারতীয় ভূখণ্ডের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলেও স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন রাষ্ট্রসংঘে ভারতের প্রতিনিধি।

এর আগে ২০২২ সালে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় প্রথম ভাষণে কাশ্মীরে ভারতীয় সেনার বিরুদ্ধে 'অত্যাচার ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের' অভিযোগ তুলেছিলেন শরিফ। কয়েক মাস আগে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে পাকিস্তানের প্রতিনিধি মুনির আক্রম পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, 'প্যালেস্তাইন ও কাশ্মীরের বাসিন্দাদের ওপরে একইভাবে অত্যাচার চালানো হচ্ছে।'

কে এই ভাবিকা মঙ্গলানন্দন

বিদেশমন্ত্রকের কূটনীতিক ভাবিকা মঙ্গলানন্দন (৩১) ২০১৫ সালে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় পাশ করে ইন্ডিয়ান ফরেন সার্ভিসে যোগ দেন। তারপর থেকে তিনি টানা ৯ বছর কাজ করছেন বিদেশমন্ত্রকের কূটনীতিক হিসাবে। তিনি এনার্জি স্টাডিজ শাখায় এমটেক করেন দিল্লির আইআইটি থেকে। ২০১১ সালে তিনি স্নাতক হন। তার আগে ২০০৭ থেকে ২০০৯ পর্যন্ত অ্যাসিস্ট্যান্ট সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে কাজ করেন টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেস-এ। ২০১১-'১২-এ স্নাইডার ইলেক্ট্রিক সংস্থায় কাজ করেন সিনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার (মার্কেটিং) পদে।

ইয়েচুরি স্মরণেও জ্যোতিবাবুর কথা টানলেন ফারুক

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৮ সেপ্টেম্বর : বিতর্ক পিছু ছাড়ল না সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক প্রয়াত সীতারাম ইয়েচুরির স্মরণসভাতেও। ১৯৯৬ সালে বিজেপিকে ঠেকাতে পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুকে প্রধানমন্ত্রী করতে চেয়েছিলেন কংগ্রেস সমর্থিত যুক্তফ্রন্টের নেতারা। কিন্তু সিপিএমের প্রবল আপত্তিতে সেই চেষ্টা ভেস্তে গিয়েছিল। ওই অধ্যায়কে পরবর্তীতে 'ঐতিহাসিক ভুল' বলে আখ্যা দিয়েছিলেন খোদ জ্যোতিবাবু। শনিবার সীতারাম ইয়েচুরির স্মরণসভাতেও চর্চায় উঠে এল সেই ঐতিহাসিক ভুলের প্রসঙ্গ।

জ্যোতিবাবুর প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পথে সিপিএমের যাঁরা বাধা দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে সীতারাম ইয়েচুরিও ছিলেন। সিপিএম এবং ইয়েচুরির সেই সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে ন্যাশনাল কনফারেন্সের সভাপতি ফারুক আবদুল্লা ওই প্রসঙ্গ তোলেন। তিনি বলেন, 'একসময় আমরা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত জ্যোতি বসুকে প্রধানমন্ত্রী করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সীতারাম ইয়েচুরি এবং তাঁর দল সেটা হতে দেননি। সেদিন যদি জ্যোতিবাবু প্রধানমন্ত্রী হতেন তাহলে দেশ অন্যরকম হত।' দেশ শুধু একটি ফুলের নয়। অনেক ফুলের।' বেশ কিছুদিন এইমসে চিকিৎসাধীন থাকার পর গত ১২ সেপ্টেম্বর প্রয়াত হন ইয়েচুরি।

এদিন তালকাটোরা স্টেডিয়ামে প্রয়াত নেতার স্মরণসভায় হাজির ছিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন, ডিএমকে নেত্রী কানিমোঝি, আরজেডি নেতা মনোজ ঝা, এনসিপি (এসপি) নেত্রী সুপ্রিয়া সুলে, আপ নেতা তথা দিল্লির মন্ত্রী গোপাল রাই, সপা নেতা রামগোপাল যাদব। ছিলেন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু, সিপিআইয়ের সাধারণ সম্পাদক ডি রাজা, মালে-র সাধারণ সম্পাদক দীপঙ্কর ভট্টাচার্য প্রমুখ। ছিলেন অর্থনীতিবিদ প্রভাত পট্টনায়েক, সমাজকর্মী তিস্তা শীতলবাদ, বিশিষ্ট সাংবাদিক এন রাম প্রমুখ। তবে ইন্ডিয়া জোটের শরিক তৃণমূলের কেউ এদিনের স্মরণসভায় হাজির ছিলেন না। দলের একটি সূত্র বলেছে, 'আমরা জানতাম না। আমাদের জানানোও হয়নি।' ইয়েচুরির শেষ যাত্রাতেও গরহাজির ছিল জোড়াফুল শিবির।

রাহুল তাঁর স্মৃতিচারণে বলেন, "সীতারাম ইয়েচুরি এমন একজন বন্ধু ছিলেন যিনি রাজনীতিকে পরিচালনা করতেন। শুধু ইন্ডিয়া নয়, ইউপিএ-তেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন উনি। ইয়েচুরি আমার মা-র খুব ভালো বন্ধু ছিলেন। পুত্রশোকেও ওঁকে নিজের কর্তব্য থেকে বিরত রাখা যায়নি।' রাহুলের কথায়, 'কংগ্রেস এবং অন্য ইন্ডিয়া শরিক দলের মধ্যে সেতুর দায়িত্ব পালন করেছিলেন ইয়েচুরি।' অপরদিকে খাড়গে বলেন, 'ইন্ডিয়া জোট গঠন এবং তার পরিধি বিস্তারে সর্বদা প্রয়াস চালিয়েছিলেন প্রয়াত ইয়েচুরি। ইউপিএ আমলে মনরেগার প্রশংসা করেছিলেন উনি।' সিপিএমকে তাঁর পরামর্শ, 'ইয়েচুরির শূন্যতা ঢাকার দায়িত্ব আপনাদের। কীভাবে সেটা করবেন সেটা আপনারা দেখবেন।' প্রয়াত কমরেডের তথা সতীর্থের স্মরণসভায় এদিন দৃশ্যতই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন দলের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক প্রকাশ কারাত। অন্যদিকে স্মরণসভায় শোকপ্রস্তাব পাঠ করেন দলের পলিটব্যুরো নেত্রী বৃন্দা কারাত।

আবার চর্চায় উঠল সিপিএমের 'ঐতিহাসিক ভুল'

সীতারাম ইয়েচুরির স্মরণসভায় রাহুল গান্ধি। নয়াদিল্লিতে শনিবার।

ভারত ভালো, ইরান খারাপ : নেতানিয়াহু

রাষ্ট্রসংঘের মঞ্চে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু।

নিউ ইয়র্ক, ২৮ সেপ্টেম্বর : ইজরায়েলি সেনার হামলায় হিজবুল্লা প্রধান সৈয়দ হাসান নাসরুল্লার মৃত্যুর জেরে মধ্যপ্রাচ্য সংকট আরও জটিল হয়েছে। তেহরান সমর্থিত হামাস ও হিজবুল্লার শীর্ষনেতাদের মৃত্যুর পর নিরাপত্তার কারণে গোপন স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লা আলি খোমেইনিকে। গাজার গণ্ডি ছাড়িয়ে ইজরায়েলি সেনা অভিযান লেবাননে বিস্তৃত হওয়ায় ইরান-ইজরায়েল যুদ্ধের সম্ভাবনা প্রবলতর হয়েছে।

ইজরায়েল যে সামরিক সক্রিয়তা চালিয়ে যাবে শুক্রবার তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন সেদেশের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। নিউ ইয়র্কে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণসভায় মানচিত্র হাতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ইরান ও তার সহযোগী দেশগুলিকে তীব্র আক্রমণ করেন তিনি। আর সেই বক্তৃতাতেই ভারতের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী। নেতানিয়াহুর ভারত-ইরান বিভাজন কূটনৈতিক দৃষ্টিতে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। এদিন বক্তৃতা দেওয়ার সময় নেতানিয়াহুর হাতে ২টি মানচিত্র ছিল। তার একটিতে লেখা ছিল 'অভিশাপ'। সেখানে ইরান, ইরাক, সিরিয়া ও ইয়েমেনকে দেখানো হয়েছে। অন্য মানচিত্রের শিরোনাম 'আশীর্বাদ'। সেখানে ভারত, মিশর, সুদান, সৌদি আরব রয়েছে। ইরানকে উদ্দেশ্য করে নেতানিয়াহু বলেন, 'আমাকে আঘাত করলে আমিও আঘাত করব।'

২৪ বছর ধরে ত্রাস ছিলেন ইজরায়েলের

বেইরুট, ২৮ সেপ্টেম্বর : সৈয়দ হাসান নাসরুল্লা। ইরানের ইসলামিক রেভেলিউশনারি গার্ড বাদে যে সশস্ত্র সংগঠনটি ইজরায়েলের সবচেয়ে বড় মাথাব্যথা সেই হিজবুল্লার শীর্ষনেতার মৃত্যু বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু সরকারের বড় সামরিক সাফল্য বলে মনে করা হচ্ছে।

১৯৬০-এ দক্ষিণ লেবাননের বাজৌরিয়ে গ্রামে জন্ম নাসরুল্লার। বাবা ছিলেন পেশায় সবজি বিক্রেতা। চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বড় হয়ে ওঠা নাসরুল্লার ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি ঝোঁক ছিল। সেই সূত্রে ১৬ বছর বয়সে তিনি ধর্মীয় নেতা আব্বাস আল মুসাভির নজরে পড়েন। তাঁর হাত ধরে যোগ দেন ইসলামি আলাম নামে একটি সংগঠনে। এই ইসলামি আলামই পরবর্তীকালে হিজবুল্লার ভিত গড়েছিল। ১৯৯২-এর পর হিজবুল্লার প্রথমসারির নেতা হিসাবে উঠে আসেন নাসরুল্লা। তাঁর নেতৃত্বে ইজরায়েলের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে হিজবুল্লা। দুই যুগ ধরে তিনি চর্চায়।

২০০০ সালে ইজরায়েলি সেনা দক্ষিণ লেবানন ছেড়ে চলে যাওয়ার পর ওই এলাকায় নাসরুল্লার জনপ্রিয়তা বিপুলভাবে বেড়ে যায়। তবে ২০০৬-এ ইজরায়েলের সঙ্গে ফের সংঘাতে জড়িয়ে পড়ার পর তাঁকে খুব বেশি প্রকাশ্যে দেখা যায়নি। বারবার স্বাধীন প্যালেস্তাইন ও হামাসের পক্ষে সুর চড়িয়ে আন্তর্জাতিক মহলের নজর কেড়েছেন নাসরুল্লা। দু'দশক ধরে ইজরায়েলের মোস্ট ওয়ান্টেড তালিকায় ছিলের তিনি। শুক্রবার ইজরায়েলি বিমান হামলায় তাঁর মৃত্যু ইরানের মদতপুষ্ট হিজবুল্লার পক্ষে যে বড় ধাক্কা তা নিয়ে সন্দেহ নেই। বস্তুত নাসরুল্লার নেতৃত্বে লেবানন ভিত্তিক হিজবুল্লা ইজরায়েলের বিরুদ্ধে যে কঠিন প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল অদূর ভবিষ্যতে তা কতটা বজায় থাকবে সেই প্রশ্ন উঠেছে।

জম্মুতে ঝোড়ো প্রচার মোদি-প্রিয়াংকার

জম্মু, ২৮ সেপ্টেম্বর : অন্তিম দফার ভোটের আগে প্রচারে ঝড় তুলল বিজেপি এবং কংগ্রেস। শনিবার জম্মুর দুই প্রান্তে জনসভা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা। তাঁর আমলে কীভাবে সন্ত্রাসবাদের কোমর ভেঙে দেওয়া হয়েছে সেই কথা নিজের ভাষণে তুলে ধরেন মোদি। সেইসঙ্গে ভারতীয় সেনার সার্জিক্যাল স্ট্রাইকেরও প্রশংসা করেছেন তিনি। অন্যদিকে প্রিয়াংকার ভাষণে উঠে এসেছে মোদি জমানায় জম্মু ও কাশ্মীরের সাধারণ মানুষের দুর্বিষহ জীবনযাত্রার কথা। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ভয়াবহ বেকারত্বের প্রসঙ্গও তুলেছেন তিনি। জম্মু ও কাশ্মীরে অন্তিম দফার ভোট ১ অক্টোবর।

মোদি এদিন বলেন, '২০১৬ সালে যে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক হয়েছিল তা গোটা বিশ্বকে দেখিয়ে দিয়েছিল নতুন ভারত শত্রু দেশের ঘরে ঢুকে মারতে পারে। যারা সন্ত্রাসবাদের মদতদাতা তাদেরও শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল ওই সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের মাধ্যমে। পাকিস্তান জানে তারা যদি আমাদের দেশে কিছু করে তাহলে মোদি তাদের ঘরে ঢুকে মারবে।' কংগ্রেসকে নিশানা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের প্রতিরক্ষাবাহিনীর জন্য কংগ্রেসের কাছে টাকা ছিল না। কিন্তু আমরা কখনও বাহিনীর জন্য আর্থিক প্রতিকূলতার কথা ভাবিনি। আমরা এক পদ এক পেনশন নীতি কার্যকর করেছি। আমাদের বাহিনীর প্রত্যেক পরিবার তার সুবিধা পাচ্ছে। কংগ্রেস এখন শহুরে নকশালদের হাতে রয়েছে। সন্ত্রাসবাদীদের অনুপ্রবেশ হলে তারা খুশি হয়। সন্ত্রাসবাদীদের মধ্যেও তারা ভোটব্যাংক দেখে।'

জবাবে প্রিয়াংকা বলেন, 'বিজেপির আমলে সন্ত্রাসবাদী হামলা কিছুমাত্র কমেনি। তাদের শাসনে ৬৮৩টি হামলা হয়েছে। তাতে ২৬০ জন সেনা জওয়ান শহিদ হয়েছেন। ১৬০ জন নাগরিক মারা গিয়েছেন। আমাদের তরুণরা দেশের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত। কিন্তু নরেন্দ্র মোদি অগ্নিবীর প্রকল্প এনেছেন। আমরা অগ্নিবীরের বিরুদ্ধে লড়াই করছি। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর এতই অহংকার যে এই প্রকল্প থেকে উনি পিছু হটছেন না।'

৪ মেয়ে সহ বাবার দেহ উদ্ধার

নয়াদিল্লি, ২৮ সেপ্টেম্বর : বাড়ি থেকে উদ্ধার হল বাবা ও ৪ সন্তানের মৃতদেহ। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে দিল্লির বসন্তকুঞ্জের রংপুরী পাহাড়ি এলাকায়। শুক্রবার সেখানকার এক বাড়ির মালিক নীতিন চৌহান পুলিশকে জানান, তাঁর ভাড়াটিয়ার বন্ধ ঘর থেকে দুর্গন্ধ বের হচ্ছে। পুলিশ এসে দরজা ভেঙে ভাড়াটিয়া হীরালাল শর্মা (৪৬) এবং তাঁর ৪ মেয়ের দেহ উদ্ধার করে। দেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিকভাবে তদন্তকারীদের ধারণা, মেয়েদের খুন করে সম্ভবত বিষ খেয়েছেন পেশায় রাজমিস্ত্রি হীরালাল।

পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতদের শরীরে আঘাতের চিহ্নিত মেলেনি। হীরালালের স্ত্রী একবছর আগে ক্যানসারে মারা গিয়েছেন। তাঁর ৪ মেয়ের নাম নীতু (২৬), নিক্কি (২৪), নিরু (২৩) এবং নিধি (২০)। তাঁদের মধ্যে ২ জন বিশেষভাবে সক্ষম ছিলেন। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল। দমকলকর্মীদের সাহায্যে পুলিশ দরজা খুলে ভিতরে ঢোকে। ২টি ঘরের একটিতে হীরালাল এবং অন্য ঘরে ৪ মেয়ের দেহ পাওয়া গিয়েছে।

মনমোহন জমানার ফাইল না দেওয়ায় ক্ষুব্ধ হাইকোর্ট

জামা মসজিদ কি সংরক্ষিত সৌধ

নয়াদিল্লি, ২৮ সেপ্টেম্বর : মোগল জমানায় তৈরি জামা মসজিদ সংরক্ষিত সৌধ কি না সেই সংক্রান্ত একটি ফাইল দিল্লি হাইকোর্টের হাতে তুলে দিতে ব্যর্থ হল কেন্দ্রীয় সংস্কৃতিমন্ত্রক এবং ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ (এএসআই)। এই ঘটনায় শুক্রবার হাইকোর্টের বিচারপতি প্রতিভা এম সিংয়ের নেতৃত্বাধীন একটি বেঞ্চ গভীর অসন্তোষ প্রকাশ করেছে। বিচারপতিদের পর্যবেক্ষণ, 'নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও মসজিদটি আদৌ স্মৃতিসৌধ কি না এবং সেখানে বর্তমানে কারা থাকেন, সেই সংক্রান্ত কোনও রেকর্ড জমা দেওয়ার বদলে কিছু খোলা পাতা এবং অন্য নথি জমা দেওয়া হয়েছে।' এএসআই-এর একজন উপযুক্ত আধিকারিককে হলফনামা জমা দিতে বলেছে হাইকোর্ট। এএসআইয়ের ডিরেক্টর জেনারেলকে গোটা ঘটনার তদারকি করার পাশাপাশি ঠিকমতো যাতে হলফনামা জমা দেওয়া হয়, সেইজন্য কেন্দ্রের আইনজীবী অনিল সোনি এবং মণীশ মোহনের সঙ্গেও কথা বলতে বলা হয়েছে।

জামা মসজিদকে সংরক্ষিত স্মৃতিসৌধ হিসেবে প্রয়োজনীয় নির্দেশ জারি করার জন্য জনস্বার্থ মামলা চলছে দিল্লি হাইকোর্টে। ২০১৫ সালে এএসআই উচ্চআদালতকে একটি হলফনামা দিয়ে জানিয়েছিল, ২০০৪ সালে জামা মসজিদকে কেন্দ্রীয় সংরক্ষিত স্মৃতিসৌধ হিসেবে ঘোষণা করার প্রসঙ্গ উঠেছিল। ওই বছরের ২০ অক্টোবর প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং একটি চিঠিতে শাহি ইমামকে আশ্বাস দিয়েছিলেন, জামা মসজিদকে সংরক্ষিত স্মৃতিসৌধ হিসেবে ঘোষণা করা হবে না। তাই এই মসজিদটি এএসআইয়ের আওতায় পড়বে না। শুক্রবারের শুনানিতে এএসআই আধিকারিকদের কাছে হাইকোর্ট জানতে চায়, 'আপনাদের কারা ফাইল দিচ্ছে না? আমরা সচিবকে ডাকব। যোগ্য আধিকারিকের তরফে একটি সংক্ষিপ্ত হলফমানা জমা দিতে হবে। পরবর্তী শুনানির দিন মূল ফাইলটি জমা দিতে হবে।'

নেপালে বন্যায় মৃত ৩২

কাঠমান্ডু, ২৮ সেপ্টেম্বর : ভারী বৃষ্টিতে বানভাসি নেপালে মৃত্যু হল ৩২ জনের। এছাড়া আরও ১২ জন নিখোঁজ। শুক্রবার রাত থেকে চলা ভারী বৃষ্টির ফলে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত লাখো মানুষ। ভারী বর্ষণ সপ্তাহজুড়ে চলবে বলে আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে আভাস দেওয়া হয়েছে। নেপাল সরকারও ব্যাপক আকারে ভারী বর্ষণের সতর্কতা জারি করেছে।

নেপাল পুলিশের মুখপাত্র বিশ্ব অধিকারী বলেছেন, এই বন্যায় ভূমিধসে ১৭ জন আহত হয়েছেন এবং ১,০৫৩ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। সারা দেশের পুলিশ বাহিনীকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধার ও ত্রাণের কাজ চালিয়ে যেতে।

দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রমেশ লেখক বলেন, 'দেশের নানা অংশে ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া গিয়েছে। আপাতত মোট জীবনহানি ও ক্ষয়ক্ষতির হিসাব নেওয়া হচ্ছে। সরকারের অগ্রাধিকার জলবন্দি মানুষকে উদ্ধার করে তাঁদের নাগালে ত্রাণ পৌঁছে দেওয়া।'

সম্পত্তি ঘোষণায় অনীহা বিচারপতিদের

নয়াদিল্লি, ২৮ সেপ্টেম্বর : গোটা ভারতে হাইকোর্টের সংখ্যা ২৫। সমস্ত হাইকোর্ট মিলিয়ে কর্মরত বিচারপতি রয়েছেন সাকুল্যে ৭৪৯ জন। এঁদের মধ্যে মাত্র ১৩ শতাংশ (৯৮ জন) নিজেদের সম্পত্তি জনসমক্ষে এনেছেন। যা সংশ্লিষ্ট হাইকোর্টের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়েছে।

লক্ষ্যণীয়, যে বিচারপতিরা নিজেদের সম্পত্তির হিসাব দিয়েছেন, তাঁদের ৮০ শতাংশই মাত্র তিনটি হাইকোর্টের। ওই তিনটি হাইকোর্টের মধ্যেও আবার সবচেয়ে এগিয়ে কেরালা হাইকোর্ট। ওই আদালতের ৩৯ জন বিচারপতির মধ্যে ৩৭ জন তাঁদের সম্পত্তির বিবরণ প্রকাশ করেছেন। তার পিছনে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে রয়েছে যথাক্রমে পঞ্জাব-হরিয়ানা হাইকোর্ট (৩১ জন বিচারপতি) এবং দিল্লি হাইকোর্ট (১১ জন বিচারপতি)।

সম্পত্তি সংক্রান্ত ঘোষণায় বিচারপতি, তাঁদের স্ত্রী ও পরিবারের অন্যান্য নির্ভরশীলদের স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তির তথ্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সম্পত্তির মধ্যে রয়েছে জমি, বাড়ি, শেয়ার, মিউচুয়াল ফান্ড, স্থায়ী আমানত, বন্ড, বিমা পলিসি এবং ব্যাংক ঋণ। কয়েকজন বিচারপতির সম্পত্তি সংক্রান্ত ঘোষণায় গয়নার মালিকানার তথ্যও উল্লেখিত হয়েছে।

ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রকাশ করেছেন কেরালা, পঞ্জাব-হরিয়ানা এবং দিল্লি হাইকোর্ট ছাড়াও হিমাচলপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, কর্ণাটক এবং মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিচারপতিরা। তবে সম্পত্তির হিসাব ঘোষণা থেকে বিরত থাকা বিচারপতিদের নাম উল্লেখ করা হয়নি ওই সাতটি হাইকোর্টের ওয়েবসাইটে। তবে দিল্লি হাইকোর্টের ওয়েবসাইটে ওইরকম ক্ষেত্রে কেবল 'ফাইল আপলোড করা হয়নি' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

বিচারপতিদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সম্পত্তি ঘোষণার বিষয়টি সামনে এসেছিল ১৯৯৭ সালের ৭ মে। ওইদিন ভারতের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি জেএস বর্মার নেতৃত্বে একটি প্রস্তাব পাশ হয় সুপ্রিম কোর্টে। যার মাধ্যমে বিচারপতিদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সম্পত্তির হিসাব প্রধান বিচারপতির কাছে লিখিতভাবে জমা দেওয়ার আর্জি জানানো হয়। বিচারবিভাগীয় স্বচ্ছতা বজায় রাখার উদ্দেশ্যেই এই প্রস্তাব সেদিন নেওয়া হয়েছিল।

২০০৯-এর ২৮ অগাস্ট দিল্লি হাইকোর্টের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চের একটি প্রস্তাবনায় বিচারপতিরা তাঁদের সম্পত্তি জনসমক্ষে প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেন। এরপরে ওই বছর ৮ সেপ্টেম্বর সুপ্রিম কোর্টও নিজেদের ওয়েবসাইটে সম্পত্তি প্রকাশের সিদ্ধান্ত জানায়। সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইটে সম্পত্তি সংক্রান্ত ঘোষণার সর্বশেষ আপডেট হয়েছে ২০১৮ সালের ৩১ মার্চ। সাম্প্রতিক রিপোর্ট বলছে, মাত্র ৫৫ জন প্রাক্তন বিচারপতির সম্পত্তির বিবরণ ওয়েবসাইটে রয়েছে।

শিউলিমাখা গল্পগুলো

আইনি সচেতনতা

কর্মক্ষেত্রে যৌন হেনস্তার মুখে পড়লে কীভাবে আইনি পরামর্শ মিলবে বা পারিবারিক হিংসার কবলে পড়লে কী করা উচিত? এই বিষয়গুলি আগে জানতেন না প্রীতি সরকার। প্রীতি সরকার আলিপুরদুয়ার মহিলা কলেজের তৃতীয় সিমেস্টারের পড়ুয়া। কিন্তু গত মঙ্গলবারের পর প্রীতির এই বিষয়গুলি সম্পর্কে কিছুটা ধারণা হয়েছে। প্রীতির কথায়, 'শহর এলাকায় পড়ুয়ারা আইনি মারপ্যাঁচ জানলেও গ্রামীণ কিংবা প্রান্তিক এলাকার বড় অংশই এই সম্পর্কে জানেন না। তাই অনেকে আইনি বিষয়গুলি জানতে বারবার প্রশ্ন করছিল। তবে আইনি সচেতনতার খুঁটিনাটি অনেক বিষয় জানতে পেরেছি।'

গত মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ার মহিলা কলেজে জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ একটি আইনি সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করে। সেখানে আলিপুরদুয়ার আদালতের অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট অ্যান্ড সেশন জজ (সেকেন্ড ফার্স্ট ট্র্যাক কোর্ট) কুন্তল ভট্টাচার্য, ডিস্ট্রিক্ট লিগ্যাল সার্ভিস অথরিটির সেক্রেটারি ডালিয়া ভট্টাচার্য, পকসো পিপি প্রতিভা সরকার সহ অন্যরা বক্তব্য রাখেন। সেখানে গার্হস্থ্য হিংসা বা কর্মক্ষেত্রে যৌন হেনস্তার শিকার হলে কী কী আইন রয়েছে? বা সেগুলো বলবৎ কীভাবে করতে হবে? কোথা থেকে আইনি পরামর্শ মিলবে, সবটাই জানা গেল সেদিনের শিবিরে। এর পাশাপাশি অ্যান্টি র‍্যাগিং অ্যাক্ট, অ্যাসিড আক্রমণ, পকসো আইন, বাল্যবিবাহ আইন, নারী ও শিশু সুরক্ষা অধিকার আইন, শিক্ষার অধিকার আইন নিয়েও আলোচনা হয়। সেসব বিষয়ে লোক আদালতে কীভাবে বিনামূল্যে আইনি সহযোগিতা পাওয়া যায়, সে বিষয়টি জানানো হয়। আর্থিক সহযোগিতাও যে পাওয়া যায়, সেই বিষয়টিও জানতেন না অনেক পড়ুয়াই, জানালেন কলেজের অধ্যাপক বিতস্তা গোস্বামী। কলেজের অধ্যক্ষ অমিতাভ রায় বলেন, 'আইনি সচেতনতা শিবিরে শিশু ও নারী সুরক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন আইনি বিষয় তুলে ধরা হয়।' *(তথ্য : প্রণব সূত্রধর)*

মজার ছলে অঙ্ক

পড়ুয়াদের অঙ্ক ভীতি দূর করতে কর্মশালার আয়োজন করল জিৎপুর উচ্চবিদ্যালয়। স্কুলের সভাকক্ষে মঙ্গল ও বুধবার, দুইদিনব্যাপী গণিত কর্মশালাটি হয়। সেখানে অংশ নেয় অষ্টম, নবম ও দশম শ্রেণির মোট পঞ্চাশজন পড়ুয়া। স্কুল কর্তৃপক্ষ আমন্ত্রণ জানিয়েছিল বিধাননগর গভর্নমেন্ট হাইস্কুলের অবসরপ্রাপ্ত গণিত শিক্ষক সিদ্ধার্থশংকর চট্টোপাধ্যায়কে। তাঁর ব্যাখ্যায়, 'সহজ সরল পদ্ধতিতে অঙ্ক বোঝাতে হবে। পড়ুয়াদের আগ্রহ তৈরি করতে আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে ক্লাসকে। পাঠ্যপুস্তকের বাইরে বিভিন্ন রেফারেন্স বই ব্যবহার করা যেতে পারে।' পড়ুয়াদের উদ্দেশে সিদ্ধার্থশংকরের বার্তা, 'নিয়মিত অনুশীলন চালিয়ে গেলে অঙ্ক শেখার মানসিকতা জোরদার হয়। পরীক্ষার হলে বসে আর ভয় আসে না।' সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো পড়ুয়াদের সামনে ব্যাখ্যা করেন তিনি। শেখান আরও নানা আকর্ষণীয় জিনিস।

পাঠ্যপুস্তকের কয়েকটি প্রশ্নের কিছুটা অংশ বদলে দিয়ে সমাধান করতে দেওয়া হয়েছিল এই বিশেষ ক্লাসে। সুবিধার জন্য কিছু নমুনা তুলে ধরেছিলেন আমন্ত্রিত অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। নবম শ্রেণির দেবজিৎ শীল, দশম শ্রেণির শুভজিৎ রায় জানাল, এই কর্মশালায় মজার ছলে অঙ্ক শিখতে পেরেছে তারা। এভাবে অনুশীলন করলে যেমন একঘেয়েমি কাটে, তেমন নতুন পদ্ধতি শেখার সুযোগ মেলে। বিষয়ের প্রতি আগ্রহ বাড়ে।

পড়ুয়ারা যাতে চিন্তাশক্তিকে কাজে লাগিয়ে নিজেরাই বিভিন্নরকমের অঙ্কের সমাধান করতে পারে, সেটাই ছিল উদ্দেশ্য। বিদ্যালয়ের রসায়নের শিক্ষক কৌশিক সরকার বললেন, 'সিদ্ধার্থবাবু বিভিন্ন বিদ্যালয়ে অঙ্ক নিয়ে কর্মশালা করেন। তিনি বইও লিখেছেন। তাঁর ক্লাসে আমাদের বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা অনেক কিছু শিখতে, জানতে পারল।' *(তথ্য : প্রণব সূত্রধর)*

সুস্থ থাকার পাঠ

চ্যাংরাবান্ধা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উদ্যোগে চ্যাংরাবান্ধা উচ্চবিদ্যালয়ে তিনদিনের স্বাস্থ্য শিবির হল। ২৩ থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলা শিবিরে উপস্থিত ছিলেন মেখলিগঞ্জ ব্লকের স্কুল স্বাস্থ্য বিষয়ক মেডিকেল অফিসার মৌমিতা সিংহ সরকার এবং তাঁর দল। মৌমিতার কথায়, 'বিভিন্ন শ্রেণির পড়ুয়াদের সঙ্গে আমাদের তিনদিনের সিটিং হয়েছে। তাদের কোনওরকম শারীরিক অসুবিধা, সেটা জন্মগত হোক বা না হোক, যেমন- ভিটামিনের অভাব, রক্তাল্পতা থেকে চোখের সমস্যা ইত্যাদি চিহ্নিত করা হয়। তারপর প্রয়োজন অনুসারে ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গিয়ে পরবর্তী চিকিৎসার জন্য যোগাযোগের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও বয়ঃসন্ধিকালে মানসিক ও শারীরিক পরিবর্তন সম্পর্কে পড়ুয়াদের সঙ্গে খোলামেলা আলোচনা হল। কৈশোরকালে এমন অনেক বিষয় থাকে, যা তারা কারও কাছে প্রকাশ করতে পারে না। এই সময়ে প্রলোভনে পা দিয়ে বিপথগামী হওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। তেমন প্রবণতা রুখতে অন্বেষা ক্লিনিকের কাউন্সিলারের মাধ্যমে কাউন্সেলিং করানো হয়েছে ছাত্রছাত্রীদের। পাশাপাশি মেয়েদের মাসিক চলার সময় কী করা উচিত এবং কী নয়- সে ব্যাপারেও বিস্তারিত আলোচনা করেছি আমরা।'

দশম শ্রেণির পড়ুয়া অর্পিতা বিশ্বাসের অভিজ্ঞতা, 'আগে অনেক কিছু নিয়ে ভুল ধারণা ছিল। কয়েকটি বিষয় নিয়ে রীতিমতো কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিলাম। ডাক্তার ম্যাডামদের কাছ থেকে সঠিক তথ্য জানতে ও বুঝতে পেরেছি।' দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র নুর আলম জানাল, পড়াশোনা এবং দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন ব্যাপার নিয়ে বেশিরভাগ সময় মন খারাপ থাকত। আত্মবিশ্বাস কম ছিল। শিবির থেকে শিক্ষা নিয়ে উচ্চমাধ্যমিকের জন্য নতুন উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত সে। বিদ্যালয়ে শিবিরের নোডাল শিক্ষক ছিলেন রত্না ঘোষ ও সবিতা বর্মন। ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক বাবুলাল সিং জানালেন, পড়ুয়াদের খুব ভালো সাড়া মিলেছে। আগামীদিনে এক সপ্তাহব্যাপী কর্মশালার চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে। *(তথ্য : শতাব্দী সাহা)*

আমাদের নস্টালজিয়া যেন কলঙ্কিত না হয়

গ্রন্থন সেনগুপ্ত

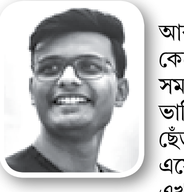

দেখতে দেখতে আরও একটা বছর কেটে গিয়েছে। সময়ের স্রোতে গা ভাসিয়ে মানুষ আবার ছেঁড়া মেঘের তলায় এসে দাঁড়িয়েছে। এখানে ওখানে ফুটেছে কাশফুল। বাতাসে একটা পুজো পুজো ভাব। যাদের টিকিট এখনও কনফার্ম হয়নি, তারা তৎকালের আশায় বসে। যাদের ছুটি এখনও মঞ্জুর হয়নি, তারা পেড লিভের ভরসায় দিন গুনছে। পাড়ায় পাড়ায় মণ্ডপের কাজ প্রায় শেষ। কিছু পাড়ায় লাগানো হচ্ছে লাইট।

মোড়ের চায়ের দোকানের পাশে বিশাল এক মণ্ডপ। আজ আড্ডা জমেছে বেশ। পাড়ার প্রবীণদের বক্তব্য যে, থিম পুজোর থেকে সাবেকি একচালার পুজো ছিল ঢের ভালো। ওদের ছোটবেলায় পুজোতে পুরো পাড়াটা এক হয়ে যেত। খুঁটিপুজো থেকে শুরু হয়ে যেত তোড়জোড়। কেউ এবার চাল দেবে, কেউ বা দেবে ঠাকুর।

একলহমায় দেখলে মনে হত যেন পুরো পাড়াটা আসলে একটাই বিরাট বাড়ি। যার চাতালে পুজো। আর সেই চাতালে এসে জড়ো হয়েছে পাড়ার প্রত্যেকে। পুজো শেষ হয়ে গেলেও রেশ সেখানে থাকত আরও বেশ কয়েকদিন। বিজয়ার পর সবার বাড়ি যাওয়া ছিল আরেকটা বড় ব্যাপার। যে বাড়ি যত উদার, মানে যে বাড়িতে গেলে প্লেট আর পেট দুটোই ভরে, সেখানে প্রণাম করার জন্য লম্বা লাইন লেগে যেত। চায়ের দোকানে বসে থাকা মাঝবয়সি লোকরা এতক্ষণ সব কথা শুনছিল মন দিয়ে। কোনও কথা বলেনি। কিন্তু এবার ওরা বলতে আরম্ভ করল। ওদের কিন্তু দাবি অনেক। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ওরা বড় হয়েছে। সাবেকি একচালার বদলে ওরা নিয়ে এসেছে থিম পুজোর কনসেপ্ট। পুরো পাড়াটা ভাগ হয়ে গিয়েছে দুটো ক্লাবে। যারা সারাবছর ধরে ফুটবল খেলা কিংবা বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, সবেতেই একে অন্যকে ছাপিয়ে যেতে চায়। এহেন দুটো ক্লাব পুজোর সময় হাত গুটিয়ে বসে থাকবেই বা কেন?

কে কত বড় ঠাকুর বানাল, কার ক'টা প্রাইজ এল, কার মণ্ডপে বেশি ভিড় হল- সেই নিয়ে যেন হুলুস্থুল কাণ্ড পড়ে যেত। পাড়াটা ক্লাবে ভাগ হয়ে গেলেও ইমোশনের জোয়ারে কোনও ভাগ হত না অবশ্য। সেটা প্রত্যেক বছরের মতো একইভাবে পাড়ার প্রতিটা অলিগলি দিয়ে বইতে থাকত। আসলে পুজো মানেই নস্টালজিয়া, পুজো মানেই রোমন্থন। পুজো মানেই প্রেম, পুজো মানেই ঘরে ফেরা। পুজো আসলে শ্বাসবায়ু।

বছরের প্রতিটা দিন ঘামে ভিজে, বাসে-ট্রামে চড়ে এ-প্রান্ত ও-প্রান্ত করে বেড়ানো বাঙালির মনের টান এই উৎসব। যেখানে স্মৃতি তৈরি হয়, আবেগে ভেসে যায় বছরের সব ক্লান্তি। ছোটদের ক্যাপ বন্দুক আর ঢাকিদের ঢাকের আওয়াজ ছাপিয়ে যায় নাগরিক যান্ত্রিকতাকে।

চায়ের দোকানে বসে থাকা সবথেকে নবীন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা একটি কথা বলেনি এখনও। শুধু একবার চা খেয়ে উঠে যাওয়ার সময় বলল, প্রতিবার যে উৎসাহটা থাকে, সেটা এবারে মিসিং। আসলে মাতৃশক্তির আরাধনাকালে শহরের মেয়ের এরকম নৃশংসভাবে দুনিয়া থেকে চলে যাওয়াটা মেনে নেওয়া কঠিন। মায়ের আগমনে শহরের মেয়ের বিসর্জন কেউ চায়?

প্রত্যেকবার, প্রতিটা প্রজন্মেই পুজোর কিছু নস্টালজিয়া তৈরি হয়। এবারে যে ঘটনাটি ঘটল, সেটা আর যাই হোক নস্টালজিয়া নয়। সেটা কলঙ্ক। বিচারের দাবিতে এবার আমরা অন্তত এটা নিশ্চিত করতেই পারি যে, এরূপ কলঙ্ক যেন আর কখনও কোনও পুজোর নস্টালজিয়া নিয়ে লেখা প্রবন্ধে ফিরে না আসে। আর যাই হোক, এই কলঙ্ক ঢাকা নস্টালজিয়া আমাদের পুজোর স্মৃতি নয়।

তাকে দু'চোখ ভরে দেখতে পাওয়ার একটা সুযোগ

শুভ সরকার

'লাল ব্লাউজ আর সাদা শাড়ি পরেই পূজা যেন অঞ্জলি দিতে আসে ঠাকুর। তাহলে একদম ঢাকের তালে কোমর দোলে গানটায় শুভশ্রীর মতো লাগবে ওকে।'

আশিসদের পাড়ার মণ্ডপে পঞ্চমীর রাতেই প্রতিমা চলে এসেছিল। এবার তো দীপকাকুদের সঙ্গে কুমোরটুলিতে গিয়েছিল আশিসও। আর সেখানে যতগুলো দুর্গা প্রতিমা দেখেছে, সবার সামনে হাতজোড় করে একটাই প্রার্থনা করে এসেছে সে। কোনজন তার কথা শুনে তথাস্তু বলবেন, সেটা তো আর আগে থেকে বোঝা যায় না। আশিস তাই কোনও ঝুঁকি নিতেই চায়নি।

বন্ধুরা বুঝিয়েছে, পূজা তোর নাগালের বাইরে। কনভেন্টে পড়া মেয়ে। আবার নাচও শেখে। পাড়ার বিজয়া সম্মিলনিতে একটা নয়, দু'দুটো পারফরমেন্স বাঁধা থাকে প্রতিবছর। খালি তাই নয়, সমবেত নাচ তোলানোর গুরুদায়িত্বটা নাকি গতবছর থেকে শর্মিলাবৌদি পূজার উপর ছেড়ে দিয়েছে। কোথায় সেই পূজা, আর কোথায় এই অঙ্কে টেনেটুনে ৪৫ পাওয়া আশিস!

তবুও আশিস হাল ছাড়ার বান্দা নয়। সে খুব ভালো করেই জানে, বছরের আর বাকি দিনগুলোয় পূজার নাগাল পাওয়া দুষ্কর। স্কুল-কোচিং ছাড়া বাড়ি থেকে বেরই হয় না। সুযোগ পাওয়া যাবে কেবল এই দুর্গাপুজোর সময়টুকু। অষ্টমীর অঞ্জলি বা দশমীর সিঁদুরখেলার সময় যখন মায়ের সঙ্গে মণ্ডপে আসবে, তখন। মওকায় ছক্কাটা তখনই মারতে হবে, ঠিক করে নিয়েছে ক্লাবের ওপেনিং ব্যাটসম্যান আশিস।

কাট টু ২০২৪। পুজোর সময় যত ঘনিয়ে আসছে, ফেসবুকে ততই চোখে পড়ছে একটা কমন মিম। 'পুজো এসে গিয়েছে, কিন্তু গার্লফ্রেন্ড নেই'- এ জাতীয় আক্ষেপ ধরা পড়ছে সেসব মিমে। যদি পাশে থেকে হাতটা ধরার মতো কোনও নরম হাতই না থাকল, তাহলে আর সপ্তমী টু দশমী প্যান্ডেল হপিংয়ের মানেটাই বা কী! তাও তো এবার পুজো তিনদিনের। ভাগ্যিস চারদিন নয়। গ্রুপ চ্যাটে লিখে লিখে দুঃখ করছিল রোহন। গত দু'মাসে ফেসবুকের ডিপি বদলেছে অন্তত বারপাঁচেক। জিমে তো ভর্তি হয়েছিল সেই নিউইয়ার রেজোলিউশন নেওয়ার সময়। তবে নিয়মিত যাতায়াত শুরু করেছে, যবে থেকে উত্তরবঙ্গ সংবাদে পুজোর কাউন্ট ডাউন শুরু হয়েছে, 'অপেক্ষার ৩০ দিন' বলে।

এমনকি জিম মোমেন্টসের ছবিও পোস্ট করেছে @ফলোয়ার্স করে। তাতেও লাভ হয়নি। যে ছবিটায় সবথেকে বেশি লাইক পেয়েছে, সংখ্যাটা ২৪। তার মধ্যে ২০ জনই ছেলে। বাকি ৪ জন হল মা, বোন, মায়ের বন্ধু শেফালিমাসি আর মৌমিতা। রোহন একবার ভেবেছিল। মৌমিতাকে হোয়াটসঅ্যাপে পার্সোনালি আরও কয়েকটা ছবি পাঠিয়ে একটু যাচাই করে নেবে নাকি। তবে সাহস পায়নি। যদি চটে যায়! সবেধন নীলমণি একটা মাত্র বান্ধবীর লাইকটাও যদি পরের ছবিতে আর না আসে! প্রধাননগরের দিকে একটা ক্যাফে খুলেছে। দারুণ অ্যাম্বিয়েন্স। আচ্ছা, মৌমিতাকে একবার বলে দেখবে নাকি অষ্টমীর দুপুরে লাঞ্চে যাওয়ার জন্য? মনস্থির করতে পারছে না রোহন।

পুজোর প্রেমে কীভাবে মশগুল হয়ে থাকতে পারে প্রজন্মের পর প্রজন্ম, তা বাঙালিদের থেকে শেখার আছে বৈকি। যখন বাঙালির হাতে ভ্যালেন্টাইন্স ডে ছিল না, তখনও কিন্তু অষ্টমীর অঞ্জলি দেওয়ার নাম করে তার উদ্দেশ্যেই হাতের ফুল ছুড়ে দেওয়ার অভ্যাস ছিল। যখন ডেটিং শব্দটা এতটাও পরিচিত হয়ে ওঠেনি, তখনও কিন্তু নবমীর রাতে বন্ধুবান্ধব-আত্মীয়স্বজনদের চোখ ফাঁকি দিয়ে টুক করে একটু একা হয়ে যাওয়ার 'প্রথা' ছিল। আর হ্যাঁ, তখন অপেক্ষা করা ছিল। ওই চারদিন তো কেবল পুজো নয়, তাকে একটু দু'চোখ ভরে দেখতে পাওয়ার সুযোগও বটে। কোনও একটা দিন যদি একটু সুযোগ পাওয়া যায়, মনের কথা বলার। নয়তো আবার অপেক্ষা সেই পরের বছরের পুজোর।

উৎসব কাটুক স্বাদে আহ্লাদে

সাহানা চক্রবর্তী

পুজো এলে অন্যদের হত ঘুরতে যাওয়া, নতুন জামাকাপড়ের জন্য এক্সাইটমেন্ট। আর আমার হয়, চারদিন নতুন কোথায় কী খাওয়া যায়, তা নিয়ে উৎসাহ। খাদ্যপ্রেমী শব্দটা তো শুনেছ নিশ্চয়ই, আমি একটু আলাদা। রীতিমতো খাবারের নেশায় আসক্ত। এমন মানুষের সংখ্যা কিন্তু নেহাত কম নয়।

নতুন রেস্তোরাঁর খোঁজ আজকাল পাওয়া কোনও বড় ব্যাপার না। তাই চটপট সবকিছু জেনে নিয়ে পুজোর চারদিনের খাওয়াদাওয়ার শিডিউল বাবা-মায়ের হাতে তুলে দেওয়া যেন অলিখিত নিয়ম।

ছয়-সাত বছর আগেও কিন্তু ব্যাপারটা এমন ছিল না। তখন বড় যে কোনও পুজো প্যান্ডেলের আশপাশে মেলা বসত। মেলা মানেই চাউমিন, এগরোল, ফুচকা, পাওভাজি আর আইসক্রিম। হাইজিনের সামনে অন্ধ সেজে এসব সাঁটিয়ে ফিরতাম আমরা। তাতে খুব যে অসুবিধে হত, তা নয়।

এখন অবশ্য পুজোর খাওয়াদাওয়ার সিনটাই আলাদা। কুইজিনের বাহারে একেবারে ঘেঁটে ঘ নয়া প্রজন্ম। চাইনিজ, মোগলাই, কন্টিনেন্টাল, থাই, কোরিয়ান আরও কত কী। থিম ক্যাফে, বুফে মেনু বেসড রেস্তোরাঁর ছড়াছড়ি। সেখানে চুটিয়ে আড্ডার সঙ্গে পেটপুজোটাই হল ট্রেন্ড। সবধরনের পদ না মিললেও শহুরে ছোঁয়া ধীরে ধীরে লাগতে শুরু করেছে গ্রামগঞ্জে।

রাস্তার ধারে সেই সরু, তেলে চুপচুপে চাউমিন এবং সসে একেবারে ডুবতে থাকা এগরোলের জায়গা নিয়েছে চিকেন অথবা চিকেন-এগরোল, র‍্যাপ, স্প্যাগেটি, হাক্কা নুডলস, শাওয়ারমা ইত্যাদি ইত্যাদি।

গত কয়েক বছরে খাদ্যতালিকায় বিরিয়ানির অবাক উত্থান। ৭০ টাকা থেকে শুরু করে ৩০০ টাকা প্রতিপ্লেট, সব শেষ হয় নিমেষে। চাইনিজ কম্বো, লেবানিস ডিশ, কোরিয়ান, থাই তো রয়েছেই। সারাবছর স্বাস্থ্য সচেতন মানুষও এই ক'দিন নিয়মকানুনকে বুড়ো আঙুল দেখান। তেল, ঝাল, মশলা, আনহাইজিনিক- সবেতেই রাজি সবাই। এটাই পুজোর বিশেষত্ব।

এবার আসা যাক ফিউশনে। সোশ্যাল মিডিয়া খুললে ফিশ মোমো, চিজি ফিশ কাটলেট, ভাপা মাটন-চিকেন আরও কত কি। 'স্ট্রিট ফুড'-এর কনসেপ্টটাই এখন পালটে গিয়েছে। এই ভাপা মাটন, চিকেন বা ফিশ- যাই বলো না কেন, প্রথমে ট্রেন্ড শুরু হয়েছিল গঙ্গাপাড়ের রাজধানীতে। তারপর ধীরে ধীরে শিলিগুড়ির বিভিন্ন ক্যাফেতে জেঁকে বসে। এখন সেটা উত্তরবঙ্গের একাধিক শহরেও মিলছে।

ফিশ মোমো বহুদিন আগে থেকে শিলিগুড়িতে পাওয়া যেত। মাঝে এর 'ফ্যান ফলোয়িং' বাড়লেও এখন কিন্তু সবাই ওই ভেজ বা চিকেনে ফিরছে। কনসেপ্ট পালটে যাওয়ার কথা বললাম না? আগে কখনও দেখেছ রাস্তার ধারে 'ওয়াফল' বিক্রি হচ্ছে? শিলিগুড়ির রাস্তায় অন্তত না দেখাই স্বাভাবিক। সেই ওয়াফল এখন যুক্ত হয়েছে স্ট্রিট ফুড ট্রেন্ডে। ভিন্ন ভিন্ন ফ্লেভারের, দাম খুব একটা বেশি নয়। একেকটি ওয়াফলের দাম শুরু ৯৯ টাকা থেকে, যা কিনা ক্যাফের দামের সমতুল্য।

এ তো গেল স্টার্টার আর হালকা খাবার। মেইন কোর্সে ফিরে যাই চলো। এবছরের আরেকটা ট্রেন্ডিং ডিশ হল, কোরিয়ান রামেন। পুজোর দিনে অন্য খাবারের পাশাপাশি এটাও সুপারহিট হতে চলেছে।

ষষ্ঠী, সপ্তমীতে বাইরে চুটিয়ে খেলেও অনেকের অষ্টমীতে নিরামিষ খাওয়ার নিয়ম থাকে। তবে সুগন্ধি ভোগের খিচুড়ি, পনিরের ডালনা, নিরামিষ সবজি, চাটনি দিয়ে স্বাদ মেটে দিব্যি। বাকি দিনগুলোয় অবশ্য কড়াকড়ি থাকে না বললেই চলে।

সমস্যা হয় দলবেঁধে কোথাও গেলে। একেকজনের পছন্দ একেকরকম। কেউ সারাবছর মোমোয় আটকে থাকে, কারও আবার পছন্দ এক্সপেরিমেন্ট। কেউ 'অলটাইম ফেভারিট' বিরিয়ানিতে কবজি ডোবায়। অনেকে আবার বিদেশি ডিশের হযবরল উচ্চারণে জিভ আটকে সেটাই অর্ডার করে। ফিবছর পুজোয় আর কিছু হোক চাই না হোক, প্রত্যেক পাড়ায় বা মোড়ে নতুন ক্যাফে বা রেস্তোরাঁর উদ্বোধন হবেই একটা না একটা।

বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব বলে কথা, খাওয়াদাওয়া-হইহুল্লোড়-আড্ডায় মেতে থাকা চাই। তাই কোরিয়ান রামেন হোক কিংবা গুড ওল্ড বিরিয়ানি, সকলের দিন কাটুক সুস্বাদে।

খেলায় আজ

১৯৮৩ : পাকিস্তানের বিরুদ্ধে টেস্টে মন্থরতম দ্বিশতরান করলেন অংশুমান গায়কোয়াড়। ৬৫২ মিনিটে ৪২৬ বল খেলে তিনি ২০১ রান করেন। যা সেইসময় প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটেও মন্থরতম দ্বিশতরান ছিল। জুলুন্দুরে এই টেস্টটি ড্র হয়।

সেরা অফবিট খবর

বোল্ড হয়েও আউট নয়

কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপে সমারসেটের শোয়েব বশিরকে বোল্ড করেছিলেন হ্যাম্পশায়ারের কাইল অ্যাবট। তারপরও আম্পায়ার আউট দেননি। বোলিং করার সময় কাইলের কোমরে গোঁজা তোয়ালে নন স্ট্রাইক এন্ডে পড়ে যায়। যা দেখতে পেয়ে আম্পায়ার বল ডেড ঘোষণা করে বশিরকে আউট দেননি। তোয়ালে পড়ে যাওয়া ব্যাটারকে বিভ্রান্ত করেছে ধরে নিয়েই আম্পায়ার এমন সিদ্ধান্ত নেন।

ভাইরাল

উইকেট চুরির চেষ্টা

লর্ডসে শুক্রবার ইংল্যান্ড ইনিংসের ১৬.৪ ওভারে মিচেল স্টার্কের লেগ স্টাম্পে পড়া বলে ফ্লিক করেছিলেন হ্যারি ব্রুক। যা এক ড্রপ পড়ে অস্ট্রেলিয়ার উইকেটরক্ষক জোশ ইনগ্লিসের দস্তানায় পৌঁছায়। স্টার্ক আত্মবিশ্বাসী না থাকলেও ইনগ্লিসের জোরালো আবেদনে সাড়া দিয়ে আম্পায়ার আঙুল তুলে দেন। ব্রুক রিভিউ নিলে সত্যিটা স্পষ্ট হয়। এরপরই সামাজিক মাধ্যমে ইনগ্লিশকে উইকেট চুরির চেষ্টার জন্য ট্রোল করা হতে থাকে।

ইনস্টা সেরা

জিমে শারীরিক কসরত করার ফাঁকে ভাগ্নির সঙ্গে খেলার ভিডিও শেয়ার করেছেন মহম্মদ সামি। একইসঙ্গে তিনি লিখেছেন, 'আমার ভাগ্নির সঙ্গে সময় কাটানোর বিশেষ মুহূর্ত। যা আমার কাছে অমূল্য।'

সেরা উক্তি

আমি টেস্টে খেলার কোনও সম্ভাবনা দেখছি না হার্দিকের। সাদা বল ছিল না বলেই লাল বলে প্র্যাকটিস করছে। ওর শরীর চার বা পাঁচদিনের ম্যাচের জন্য প্রস্তুত নয়।

-পার্থিব প্যাটেল
(হার্দিক পান্ডিয়ার টেস্টে প্রত্যাবর্তন প্রসঙ্গে)

স্পোর্টস কুইজ

১. বলুন তো ইনি কে?

২. ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রথম কোচের নাম কী?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯। আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম প্রকাশিত হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. জানিক সিনার, ২. অস্ট্রেলিয়া।

সঠিক উত্তরদাতারা

নীলেশ হালদার, নিবেদিতা হালদার, নীলরতন হালদার, নির্মল সরকার, বীণাপানি সরকার হালদার, অমৃত হালদার, সুজন মহন্ত, চঞ্চলা মণ্ডল, দেবোজিৎ কাঞ্জিলাল, সৌরকান্তি ঘোষ, সুখেন স্বর্ণকার, অসীম হালদার।

ঋষভের আতঙ্কের স্মৃতি ফেরাল মুশিরের দুর্ঘটনা

ঘাড়ের হাড় ভেঙে তিন মাস মাঠের বাইরে

লখনউ, ২৮ সেপ্টেম্বর : ২০২২-এর ডিসেম্বর।

ভোররাতে ঋষভ পন্থের ভয়ংকর গাড়ি দুর্ঘটনা নড়িয়ে দিয়েছিল ভারত তথা ক্রিকেট দুনিয়াকে। সেই আতঙ্কের স্মৃতি ফিরল আগামীর তারকা হিসেবে চিহ্নিত ১৯ বছরের মুশির খানের গাড়ি দুর্ঘটনায়।

মুম্বইয়ের হয়ে ইরানি ট্রফি খেলার জন্য আজমগড় থেকে লখনউ যাচ্ছিলেন। কিন্তু যাত্রাপথেই পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেস ওয়েতে বিপত্তি। দুর্ঘটনার কবলে পড়ে মুশিরের গাড়ি। রাস্তার ডিভাইডারে ধাক্কা মেরে গাড়ি উলটে যায়। চার-পাঁচবার পালটি খাওয়ার ফলে দুমড়ে-মুচড়ে যায়। ঘাড়ে চোট পান পিছনের সিটে বসে থাকা মুশির।

মুশির খানের সঙ্গে একই গাড়িতে ছিলেন বাবা নৌশাদ খানও। ছিলেন আরও দুইজন। নৌশাদ সহ বাকিদের চোট গুরুতর নয়। তবে মারাত্মক আঘাত লাগে বছর উনিশের মুশিরের। মাথায় আঘাত লাগে। পাশাপাশি ঘাড়ের হাড়ও ভেঙেছে।

দুর্ঘটনার পরই মুশির সহ আহতদের স্থানীয় মেদান্ত হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, চোট সারিয়ে মাঠে ফিরতে মুশিরের মাস তিনেক লাগবে। ফলে অবশিষ্ট একাদশের বিরুদ্ধে মঙ্গলবার শুরু ইরানি ট্রফিতে খেলার কোনও সম্ভাবনা নেই। ছিটকে গেলেন ১১ অক্টোবর শুরু রনজি ট্রফি থেকেও। অনিশ্চয়তা ভারতীয় 'এ' দলের হয়ে অস্ট্রেলিয়া সফরে যাওয়ার সম্ভাবনাতেও।

> পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেস ওয়েতে দুর্ঘটনায় আহত ক্রিকেটার মুশির খানকে চিকিৎসার জন্য মেদান্ত হাসপাতালের এমার্জেন্সি বিভাগে ভর্তি করা হয়েছে। অর্থোপেডিক বিভাগের ডিরেক্টর ড. ধর্মেন্দ্র সিংয়ের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা চলছে। এখন বিপদ মুক্ত মুশির খান। শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। সংজ্ঞা রয়েছে। ভয়ের কোনও কারণ নেই।
>
> **ড. ভোলা সিং**
> হাসপাতালের সুপারিন্টেন্ডেন্ট

> রবিবার মুশিরকে আরও ভালো চিকিৎসার জন্য মুম্বইয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। এমসিএ এবং ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রয়েছেন মুশির। ফের স্ক্যান, বাকি সমস্ত পরীক্ষা হবে। ওর জন্য সেরা চিকিৎসা নিশ্চিত করা হবে।
>
> **অজয় হড়প**
> মুম্বই ক্রিকেট সংস্থার সচিব

মুম্বই ক্রিকেট সংস্থার (এমসিএ) সচিব অজয় হড়প বলেছেন, 'রবিবার মুশিরকে আরও ভালো চিকিৎসার জন্য মুম্বইয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। এমসিএ এবং ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রয়েছেন মুশির। ফের স্ক্যান, বাকি সমস্ত পরীক্ষা হবে। ওর জন্য সেরা চিকিৎসা নিশ্চিত করা হবে।'

অস্বস্তির মধ্যে স্বস্তির খবর। মেদান্ত হাসপাতালের মেডিকেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট ডঃ ভোলা সিংয়ের মন্তব্য, 'পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেস ওয়ে-তে দুর্ঘটনায় আহত ক্রিকেটার মুশির খানকে চিকিৎসার জন্য মেদান্ত হাসপাতালের ইমার্জেন্সি বিভাগে ভর্তি করা হয়েছে। অর্থোপেডিক বিভাগের ডিরেক্টর ডঃ ধর্মেন্দ্র সিংয়ের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা চলছে। এখন বিপন্মুক্ত মুশির খান। শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। সংজ্ঞা রয়েছে। ভয়ের কোনও কারণ নেই।'

কীভাবে দুর্ঘটনা

- মুম্বইয়ের হয়ে ইরানি ট্রফি খেলতে আজমগড় থেকে লখনউ যাচ্ছিলেন।
- সড়ক দুর্ঘটনার কবলে পড়ে মুশির খানের গাড়ি। রাস্তার ডিভাইডারে ধাক্কা লেগে গাড়ি উলটে যায়।
- পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেস ওয়েতে দুর্ঘটনা ঘটে।
- স্থানীয় মেদান্ত হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
- ঘাড়ের হাড় ভেঙেছে মুশিরের। মাস তিনেক মাঠের বাইরে।
- গাড়িতে মুশিরের সঙ্গে বাবা নৌশাদ খান ছিলেন। তবে বাকিদের চোট গুরুতর নয়।

আজমগড় থেকে লখনউ যাওয়ার পথে পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেস ওয়েতে ডিভাইডারে ধাক্কা মারার পর মুশির খানদের গাড়ির অবস্থা।

বৃষ্টিতে পণ্ড দ্বিতীয় দিনের পুরো খেলা

ঢাকায় ফেরত পাঠানো হবে টাইগার রবিকে

দিনভর মাঠকর্মীরা চেষ্টার কোনও ত্রুটি না রাখলেও দ্বিতীয় দিনে এক বলও খেলা হল না।

কানপুর, ২৮ সেপ্টেম্বর : কিছুদিন আগে নয়ডায় আফগানিস্তান-নিউজিল্যান্ডের টেস্ট বৃষ্টিতে ভেস্তে যাওয়া নিয়ে প্রচুর জলঘোলা হয়। আঙুল ওঠে পরিকাঠামো নিয়ে। গ্রিন পার্কে অবশ্য বৃষ্টির বিরুদ্ধে প্রতিরোধের জন্য একাধিক সুপার সপার থেকে গোটা মাঠে কভার-সবকিছুই রয়েছে।

যদিও প্রথম দুইদিন খেল দেখাচ্ছে প্রকৃতিই। প্রথম দিনে তাও ৩৫ ওভার খেলা হয়েছিল। শনিবার পুরো দিনের খেলাই বৃষ্টিতে ভেস্তে গেল। একটা বলও এদিন পড়েনি গ্রিন পার্কে। প্রথম সেশন পর্যন্ত আকাশের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষার পর দুই দলকে মাঝ দুপুরেই টিম হোটেলে ফিরতে হয়। মাঝে কিছুক্ষণের জন্য আশার কিরণ। বৃষ্টি থামে এবং আলোরও উন্নতি হয়। তিন-তিনটি সুপার সপার একনাগারে চালানো হচ্ছিল। কিন্তু ফের বৃষ্টি, কখনও ইলশেগুড়ি তো কখনও ঝমঝমিয়ে- দুপুরের বৃষ্টির যে লুকোচুরিতে এদিনের খেলার ভবিতব্য ঠিক হয়ে যায়।

দুপুর দুটো পনেরো নাগাদ দিনের খেলা বাতিলের সিদ্ধান্ত। আগামীকাল ফের অপেক্ষা। সেখানেও অস্বস্তির কাঁটা। ম্যাচের শেষ দুই দিনের উজ্জ্বল, মেঘমুক্ত আকাশ থাকলেও রবিবার তৃতীয় দিনেও বৃষ্টির পূর্বাভাস। সবমিলিয়ে দ্বিতীয় দিনের শেষে ম্যাচ (প্রথম ইনিংসে বাংলাদেশ ১০৭/৩) যেখানে দাঁড়িয়ে, ম্যাচের ফয়সালা কঠিন দেখাচ্ছে। যে সম্ভাবনা হঠাৎ করে চিন্তায় ফেলে দিয়েছে ভারতীয় শিবিরকে। চলতি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ বৃত্তে চলতি ম্যাচ সহ আর ৯টি টেস্ট খেলবে রোহিত শর্মার দল।

দ্বিতীয় স্থানে থাকা অস্ট্রেলিয়াকে (৬২.৫ শতাংশ) অনেকটা পিছনে ফেলে বর্তমানে শীর্ষে টিম ইন্ডিয়া (১০টি টেস্ট খেলে জয়ের হার ৭১.৬৭ শতাংশ)। কিন্তু ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করতে রিকি পন্টিংদের দেশে পা রাখার আগে হোম সিরিজে যতটা সম্ভব ভালো জায়গায় থাকা দরকার। গ্রিন পার্কের অঝোরো বৃষ্টিতে দুশ্চিন্তার ছাপ গৌতম গম্ভীরের সংসারে। পরের তিনটি টেস্ট নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে। তারপর অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে পাঁচ ম্যাচের সিরিজ। দুটোই তুলনামূলক কঠিন গাঁট। গ্রিন পার্ক টেস্ট ড্র হলে ভারতের ফাইনালে ওঠার দৌড় কিছুটা হলেও ধাক্কা খাবে।

ধাক্কা খাচ্ছে সাকিব আল হাসানের অবসরের স্ক্রিপ্টও। বৃহস্পতিবারই টেস্ট ও টি২০ ক্রিকেট থেকে অবসরের কথা জানিয়েছেন। ইচ্ছে মীরপুরে ঘরের মাঠে ফেয়ারওয়েল টেস্ট খেলা। যদিও সেই সম্ভাবনা নিয়ে প্রবল ধোঁয়াশা। পদ্মাপাড়ে রাজনৈতিক অস্থিরতার পাশাপাশি সাকিবের মাথার ওপর খুনের অভিযোগ। দেশে ফিরলে গ্রেপ্তার হওয়ার আশঙ্কা অমূলক নয়।

বোর্ড কর্তাদের সঙ্গে যা নিয়ে কথাও বলেছেন। কিন্তু আইনি-ইস্যুতে বোর্ডও অসহায়। সাকিব দেশে ফিরে আইনি প্রক্রিয়ার মুখোমুখি হবেন না, গ্রেপ্তার হবেন না- এমন নিশ্চয়তা দেওয়া সম্ভব নয় বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের তরফে। বোর্ডের শীর্ষকর্তা সাকিবকে তা পরিষ্কার করে জানিয়েও দিয়েছেন। ফলে গ্রিন পার্কেই হয়তো সাকিবের বর্ণময় টেস্ট কেরিয়ারে ইতি পড়তে চলেছে।

সাজঘরে গৌতম গম্ভীর, রবীন্দ্র জাদেজা, রবিচন্দ্রন অশ্বীনদের সঙ্গে আড্ডায় অধিনায়ক রোহিত শর্মা। শনিবার।

এদিকে, উত্তরপ্রদেশ ক্রিকেট সংস্থার তরফে সাকিবকে সংবর্ধনা দেওয়া নিয়ে বিতর্ক। গতকাল খবর রটে, বাংলাদেশের বিদায়ি তারকাকে বিশেষভাবে সম্মান জানানো হবে। যদিও সংস্থার শীর্ষ এক আধিকারিকের দাবি, এখনও পর্যন্ত এরকম কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।

শোনা যাচ্ছে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের সুপার ফ্যান 'টাইগার রবি'-র আগামী পাঁচ বছর ভারতে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হতে পারে। কানপুর টেস্টের প্রথমদিন তিনি দাবি করেছিলেন, তাঁকে ভারতীয় সমর্থকরা মারধর করেছিলেন। যদিও রাতের দিকে তিনি সেই দাবি থেকে সরে আসেন। জানান, হঠাৎ করেই তিনি গ্যালারিতে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তাই তাঁকে হাসপাতালে ভরতি করা হয়। এদিন জানা গিয়েছে, মেডিকেল ভিসা নিয়ে তিনি ভারতে এসেছিলেন। এবং বিশেষ একটি সংস্থার প্রচার করছিলেন। বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম এদিন জানিয়েছে, হাসপাতাল থেকে রবি ছাড়া পাওয়ার পর পুলিশ তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। তারপর সেখান থেকেই তাঁকে দিল্লি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। রবিবার 'টাইগার রবি'কে ঢাকায় ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

ছয়দিন পরই টি২০ বিশ্বকাপে নামছে ভারতীয় মহিলা দল। তার আগে প্রস্তুতিতে স্মৃতি মান্ধানা।

ভারত সিরিজের শুরুর দিকে অনিশ্চিত গ্রিন

লন্ডন, ২৮ সেপ্টেম্বর : পিঠের ব্যথায় তিনি কাবু। পিঠের আচমকা চোটের কারণে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে চলতি সিরিজ থেকেও সরে দাঁড়িয়েছেন অলরাউন্ডার ক্যামেরন গ্রিন। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার তরফে সরকারিভাবে কোনও বিবৃতি দেওয়া হয়নি এখনও। কিন্তু জানা গিয়েছে, গ্রিনের পিঠের চোট বেশ গুরুতর। অন্তত দুই মাস বিশ্রামের প্রয়োজন তাঁর।

এমন জল্পনার খবর সামনে আসার পরই গ্রিনকে নিয়ে নয়া আলোচনা শুরু হয়েছে। অজি ক্রিকেটমহলের একটি অংশ থেকে দাবি করা হচ্ছে, বছর শেষে ঘরের মাঠে টিম ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে পাঁচ টেস্টের সিরিজের শুরুতেও অনিশ্চিত গ্রিন। ২২ নভেম্বর থেকে পারথে শুরু হচ্ছে বর্ডার-গাভাসকার ট্রফি। ইতিমধ্যেই আসন্ন ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়ার সিরিজ নিয়ে ক্রিকেটমহলে ভালোরকম উত্তেজনার আঁচ টের পাওয়া যাচ্ছে। স্যর ডনের দেশ ঘরের মাঠে শেষ দুটি সিরিজ ভারতের বিরুদ্ধে হেরেছে। এবার সিরিজ জয়ের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন প্যাট কামিন্সরা। তার মধ্যেই অলরাউন্ডার গ্রিনকে ফিট অবস্থায় পাওয়া নিয়ে শুরু হয়েছে জল্পনা। পিঠের আচমকা চোটের কারণে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচে খেলেননি গ্রিন। শেষ ম্যাচ থেকেও নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন। জল্পনা বেড়ে যাওয়ার মূল কারণ, ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া ও অজি টিম ম্যানেজমেন্টের তরফে গ্রিনকে নিয়ে কোনও মন্তব্য করা হয়নি। শুধু সামনে এসেছে চিকিৎসদের পরামর্শ। যেখানে বলা হয়েছে, গ্রিনের পুরো ফিট হতে অন্তত দুই মাস সময় প্রয়োজন। ফলে ভারতের বিরুদ্ধে সিরিজের শুরুতে গ্রিনকে পাওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা আরও তীব্র হয়েছে।

আকাশের আদর্শ হওয়া উচিত সামি: জাহির

হার্দিকের টেস্ট-জল্পনায় জল ঢাললেন পার্থিব

নয়াদিল্লি, ২৮ সেপ্টেম্বর : ২০১৮-য় শেষ টেস্ট খেলেছেন।

তারপর লম্বা বিরতি। হার্দিক পান্ডিয়াকে ফের লাল বলের ক্রিকেটে দেখা যাবে কিনা, তা নিয়ে ঘোর সংশয়। এরমধ্যেই লাল বলে হার্দিকের প্রস্তুতি, জল্পনা বাড়িয়েছে। তাহলে কী ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের থেকে কোনও বিশেষ বার্তা পেয়েই লাল বলে নিজেকে ঝালিয়ে রাখছেন।

এদিন সেই জল্পনায় কার্যত জল ঢাললেন পার্থিব প্যাটেল। গুজরাট রনজি তথা ভারতীয় দলে প্রাক্তন তারকা উইকেটকিপার-ব্যাটার সাফ জানান, হার্দিকের শরীর টেস্টের ধকল নেওয়ার জন্য প্রস্তুত নয়। সাদা বল ছিল না বলেই লাল বলে অনুশীলন। এর মধ্যে টেস্টে প্রত্যাবর্তনের অঙ্ক কষতে যাওয়া বৃথা।

পার্থিব বলেন, 'আমি টেস্টে খেলার কোনও সম্ভাবনা দেখছি না হার্দিকের। সাদা বল ছিল না বলেই লাল বলে প্র্যাকটিস করছে। ওর শরীর চার বা পাঁচদিনের ম্যাচের জন্য প্রস্তুত নয়। টেস্ট দলের জন্য বিবেচনা করার আগে ওকে তো আগে ঘরোয়া প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলতে হবে। আমার ধারণা হার্দিকের পক্ষে তা সম্ভব নয়।'

তিন টেস্টের ছোট্ট কেরিয়ারেই ছাপ ফেলেছেন আকাশ দীপ।

কানপুরের গ্রিন পার্কে চলতি দ্বিতীয় টেস্টের একাদশে তরুণ পেসার যশ দয়ালকে না দেখে কিছুটা অবাক পার্থিব। প্রাক্তনের মতে, সিনিয়ারদের বিশ্রাম দিয়ে যশ দয়ালকে খেলানো উচিত ছিল। পরের সিরিজ নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে। সেখানে পরীক্ষানিরীক্ষা চালানো সহজ হবে না। বাংলাদেশ সিরিজ, গ্রিনপার্কের টেস্টে রিজার্ভ বেঞ্চকে দেখে নেওয়া উচিত ছিল। গৌতম গম্ভীর-রোহিত শর্মারা যে সুযোগ হাতছাড়া করেছে।

এদিকে, ভারতীয় দলের নবাগত পেসার বাংলার রনজি ট্রফি দলের সদস্য আকাশ দীপকে বিশেষ পরামর্শ জাহির খানের। ভারতীয় দলের প্রাক্তন বাঁহাতি পেসারের মতে, আকাশ আর মহম্মদ সামির মধ্যে প্রচুর মিল রয়েছে। আকাশের উচিত সামিকেই আদর্শ করা।

এক সাক্ষাৎকারে জাহির বলেন, 'সামির মতো আকাশও উইকেট-লক্ষ্য করে টানা বল রাখতে ভালোবাসে। সিমটাকে খুব ভালো ব্যবহার করে। লাইং-লেংথে ধারাবাহিকতা রয়েছে। সামি এভাবেই সফল। আকাশের মধ্যে একই সম্ভাবনা রয়েছে। সবমিলিয়ে সামিকেই আদর্শ করা উচিত আকাশের।'

শতাব্দীপ্রাচীন রেকর্ড ছোঁয়ার সুযোগ জয়সূর্যর

দ্বিতীয় টেস্ট জেতার পথে শ্রীলঙ্কা

গল, ২৮ সেপ্টেম্বর : নজরকাড়া ব্যাটিংয়ের পর এবার স্পিনের জাদুতে দ্বিতীয় টেস্ট জয়ের পথে শ্রীলঙ্কা। গতকালের ২২/২ স্কোরের পর শনিবার মধ্যাহ্নভোজের আগেই নিউজিল্যান্ড প্রথম ইনিংসে অল আউট হয়ে যা ৮৮ রানে। তারপর ফলো অন করতে নেমে তৃতীয় দিনের শেষে দ্বিতীয় ইনিংসে তাদের স্কোর ১৯৯/৫। এখনও ৩১৫ রানে পিছিয়ে নিউজিল্যান্ড।

শনিবার লঙ্কার দুই স্পিনার শেষ করে দেন কিউয়িদের প্রথম ইনিংস। অভিষেক ম্যাচেই নিশান পেইরিস ৯১ রানে ৩ উইকেট নেন। অন্যদিকে, প্রভাত জয়সূর্যর বোলিং ফিগার ৪২/৬। দ্বিতীয় ইনিংসেও জয়সূর্য এক উইকেট নেন। জয়সূর্যের সামনে সুযোগ রয়েছে ১২৮ বছর পুরোনো রেকর্ড স্পর্শের। ১৮৮৬ সালে টেস্টে দ্রুততম ১০০ উইকেট নিয়েছিলেন ইংল্যান্ডের জর্জ লোম্যান। মাত্র ১৬ ম্যাচ লেগেছিল তাঁর এই রেকর্ড গড়তে। সেই রেকর্ড ভাঙার জন্য জয়সূর্যকে দ্বিতীয় ইনিংসে নিউজিল্যান্ডের বাকি ৫ উইকেটই নিতে হবে।

প্রথম ইনিংসে নিউজিল্যান্ড শেষ ৭ উইকেট হারায় মাত্র ৪৭ রানে। একমাত্র প্রতিরোধ দেখা যায় মিচেল স্যান্টনারের ব্যাট থেকে। তিনিই দলের সর্বোচ্চ ২৯ রান করেন। দ্বিতীয় ইনিংসেও কিউয়িদের ব্যাটিং ব্যার্থতার ছবি খুব একটা বদল হয়নি। পার্থক্য শুধু দুইটি বড় জুটি গড়তে সমর্থ হয় নিউজিল্যান্ড। প্রথমে কেন উইলিয়ামসন (৪৬) ও ডেভিড কনওয়ের (৬১) ৯৭ রানের জুটি এবং পরে টম ব্লান্ডেল (৪৭) ও গ্লেন ফিলিপসের (৩২) ৭৮ রানের জুটিতে ১৯৯/৫ স্কোরে পৌঁছায় কিউয়িরা।

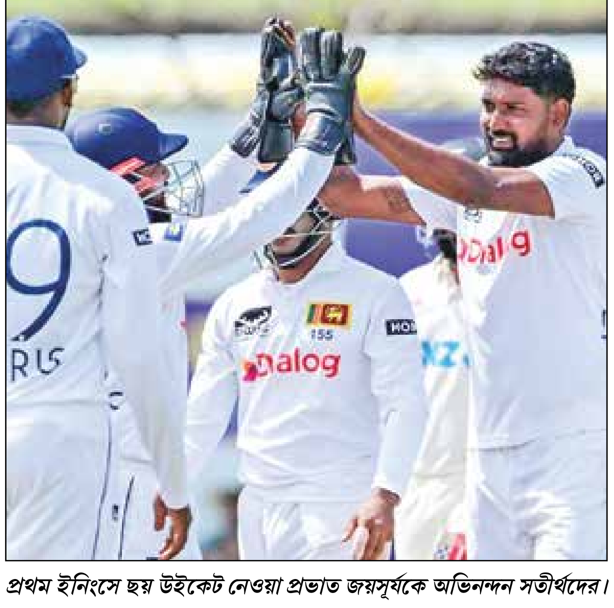

প্রথম ইনিংসে ছয় উইকেট নেওয়া প্রভাত জয়সূর্যকে অভিনন্দন সতীর্থদের।

আইএসএলের সর্বাধিক গোলস্কোরার সুনীল

বেঙ্গালুরুতে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল বাগান

বেঙ্গালুরু এফসি-৩
(এডগার, সুরেশ ও সুনীল-পেনাল্টি)
মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-০

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৮ সেপ্টেম্বর : পুজোর আগেই কোন কোচের বিসর্জন হবে, এখন সেই আলোচনায় মুখর কলকাতা ময়দান! মোহন-ইস্ট, দুই দলের সমর্থকই এখন কোচ বিদায়ের দিকে আগ্রহভরে তাকিয়ে।

কার্লোস কোয়াদ্রাতের দল যখন হারতে অভ্যাসে পরিণত করেছে, তখন হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার পরিস্থিতিও বিশেষ সুবিধাজনক নয়। ডিফেন্স তো তাঁকে প্রতিদিন ডোবাচ্ছেই কিন্তু কোটি কোটি টাকার আক্রমণভাগের কেন গোল নেই, প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। একেবারেই শারীরিক সক্ষমতার দিক থেকে ভালো জায়গায় নেই জেসন কামিংস ও দিমিত্রি পেত্রাতোস। খানিকটা চেষ্টা করছেন গ্রেগ স্টুয়ার্ট। তবে এদিন তাঁকেও বিশেষ নজরে পড়েনি। ৬৫ মিনিটে নামলেও নজরে পড়েননি এ লিগ তারকা জেমি ম্যাকলারেন। গুরপ্রীত সিং সান্ধুকে সেই অর্থে কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখিই হতে হয়নি। সার্বিক ব্যর্থতার জেরেই আইএসএলের তিন নম্বর ম্যাচে মুখ থুবড়ে পড়ল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। প্রশ্ন হল, এত হেভিওয়েট দল কি সামলাতে পারছেন না মোলিনা? নাকি গত পাঁচ-ছয় বছর কোচিংয়ের বাইরে থাকায় সমস্যা হচ্ছে স্পেনের প্রাক্তন স্পোর্টিং ডিরেক্টরের?

মোহনবাগান ডিফেন্সের যা অবস্থা তাতে দুর্বলচিত্তের সমর্থকদের পক্ষে এখন খেলা দেখা কঠিন। প্রতি মুহূর্তে ত্রাহি ত্রাহি রব যেন! দুই সাইডব্যাক শুভাশিস বসু ও আশিস রাই দুই স্টপারকে কভারই করতে পারছেন না। ফলে বারবার হাট হয়ে খুলে যাচ্ছে ডিফেন্স। সবুজ-মেরুন কোচ এদিন অনিরুদ্ধ থাপা ও লিস্টন কোলাসোকে বসিয়ে শুরু থেকে অভিষেক সূর্যবংশী ও কামিংসকে নামান। কিন্তু তাতে আক্রমণের ধার বিশেষ বাড়েনি। ফলে ডিফেন্সের উপর চাপটা থেকেই যায়। সুনীল ছেত্রী-এডগার মেন্ডেজ-আলবার্তো নগুয়েরা সমৃদ্ধ বেঙ্গালুরু যা ভালোই কাজে লাগায় এদিন। মাত্র ৯ মিনিটের বেঙ্গালুরু এফসি-র প্রথম গোল। কর্নার হেড করে নিখিল পূজারি নামিয়ে দিলে এডগার মেন্ডেজ দুর্দান্তভাবে বলে পা লাগিয়ে গতিপথ গোলের মধ্যে ঘুরিয়ে দিলে নাগাল পাননি বিশাল কেইথ। এডগারকে ঠিকঠাক অনুসরণ করেননি শুভাশিস। ২০ মিনিটে দ্বিতীয় গোলেও এডগারের অবদান। তাঁর নীচু ক্রসে সুনীল পড়ে যেতে যেতেও পা ঠেকিয়ে নীচ থেকে গতিতে উঠে আসা সুরেশ সিং ওয়াংজামকে দিলে তিনি জাল কাঁপিয়ে দেন আশিস ও টম অ্যালড্রেডকে দাঁড় করিয়ে। এক মিনিটের মধ্যে সুনীল নিজেই ৩-০ করে দিতে পারতেন বিশাল ঝাঁপিয়ে না বাঁচালে। বিরতির আগেই নগুয়েরাও গোল পেয়ে যেতেন মাথায় ব্যান্ডেজ নিয়েও অ্যালড্রেড যদি হেড করে বল গোললাইন থেকে না বার করতেন। দ্বিতীয়ার্ধেও পরিস্থিতির যে বদল হওয়ার নয় এটা বুঝতে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি। ৫০ মিনিটে এডগারকে জার্সি টেনে দীপেন্দু বিশ্বাস ফেলে দেওয়ায় পেনাল্টি পায় বেঙ্গালুরু। বিশালকে কোনও সুযোগ না দিয়ে সুনীল তাঁর ৬৪তম গোল করে আইএসএলের সর্বাধিক গোলস্কোরার হয়ে গেলেন। সঙ্গে শ্রীকান্তিরাভায় মোহনবাগানের ফিরে আসার সুযোগটাও শেষ করে দেন।

অথচ পরিসংখ্যান দেখাচ্ছে এই দুই দলের সাক্ষাতে অনেক এগিয়ে মোহনবাগান। সেই আই লিগের সময় থেকেই সুনীলদের সঙ্গে আকচা-আকচি প্রবল সবুজ-মেরুন জার্সিধারীদের। এবার ডুরান্ড কাপ সেমিফাইনালেও ২-০ এগিয়ে থেকে বাগানের কাছে হারে বেঙ্গালুরু। কিন্তু এদিন রাহুল ভেকের নেতৃত্বাধীন ডিফেন্স ছিল দুর্ভেদ্য। গত মরশুমে এই মাঠেই মোহনবাগানের কাছে ০-৪ হারে বেঙ্গালুরু। সেই ম্যাচ এবং ডুরান্ডের হারের মধুর প্রতিশোধ নিয়ে লিগ শীর্ষে সুনীলরা।

মোহনবাগান : বিশাল, আশিস, দীপেন্দু (অনিরুদ্ধ), অ্যালড্রেড, শুভাশিস, মনবীর, আপুইয়া, অভিষেক (সাহাল, লিস্টন), স্টুয়ার্ট, দিমি (ম্যাকলারেন) ও কামিংস (সুহেল)।

গোলের পর সতীর্থদের উচ্ছ্বাসের মধ্যমণি সুনীল ছেত্রী। শনিবার বেঙ্গালুরুতে।

কোচকে নিয়ে আলোচনা এখনই নয় ইস্টবেঙ্গলে

কোয়াদ্রাত বলছেন ভবিষ্যতের কথা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ সেপ্টেম্বর : সমর্থকরাই তাঁকে বসিয়েছিলেন প্রফেসরের আসনে। আর শুক্র-রাতে সেই কার্লোস কোয়াদ্রাতকে সারা ম্যাচে শুনতে হল 'গো ব্যাক' ধ্বনি।

এমনকি ম্যাচ শেষে গোটা দল বেরিয়ে যাওয়ার সময় বাস ঘিরে বসে পড়েন সমর্থকরা। তাঁদের দাবি দায়িত্ব ছাড়ুন কোয়াদ্রাত। ইস্টবেঙ্গলকে নিয়ে এই ছিনিমিনি খেলা আর কিছুতেই চলবে না। অথচ গত মরশুমে সুপার কাপ জয়ের পর তাঁকেই মসিহা ভাবতে শুরু করেন লাল-হলুদ সমর্থকরা। জীবনের রহস্য এমনই যে সেসময় দলকে চ্যাম্পিয়ন করে যিনি ইস্টবেঙ্গল ছেড়ে চলে যান সেই স্প্যানিশ মিডফিল্ডার বোরহা হেরেরার হ্যাটট্রিকেই গত রাতে হারতে হল লাল-হলুদ বাহিনীকে।

দল যে ভালো খেলতে পারেনি

কলকাতার দুই প্রধানের দুর্দশা অব্যাহত

তা স্বীকার করে নিয়ে ম্যাচের পর সাংবাদিকদের ইস্টবেঙ্গল কোচ বলেছেন, 'আমরা চেষ্টা করেছিলাম। ম্যাচের আগে একটা পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু তা কাজে আসেনি। শুরু থেকেই প্রতিপক্ষ আমাদের চাপে ফেলে দেয়। কুড়ি মিনিটের মধ্যে দুটো গোল খেয়ে যাওয়ায় পরিস্থিতি খুব কঠিন হয়। আমরা অন্যদের চেয়ে গোলের সুযোগ তৈরিতেও পিছিয়ে আছি। তিনটে ম্যাচের কোনওটাতেই আমরা ভালো খেলতে পারিনি।' তবে এরপরেও তিনি কিছু অজুহাত দিচ্ছেন, 'আমরা এমন এক কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি যখন কিছুই আমাদের পক্ষে যাচ্ছে না। ফুটবলে এমন হয়। বিশেষ করে ঘরের মাঠে হারাটা মেনে নেওয়া কঠিন।' তিনি যাই বলুন না, কেন সমর্থকরা যে আর এসব কথা শুনতে রাজি নন তা পরিষ্কার বুঝতে পারছেন ক্লাব কর্তা ও ম্যানেজমেন্টের বাকি লোকজন কিন্তু সমস্যা হল কোয়াদ্রাতের সঙ্গে হওয়া তাঁদের চুক্তি। যেখানে তাকে তাড়াতে হলে পুরো বেতনের সঙ্গে ক্ষতিপূরণও দিতে হবে। তেমনি নতুন কোচ নিয়োগ করলে তারও আর্থিক ব্যয়ভার বহন করতে হবে। এতটা করার মতো সামর্থ্য বিনিয়োগকারীদের আছে কিনা তা নিয়েই চলছে জল্পনা। রাতে ক্লাবকর্তা ও বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের সদস্য দেবব্রত সরকারকে এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছেন, 'এখনই তো কিছু বলতে পারব না। শনি ও রবিবার অফিস বন্ধ থাকে। তাই বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে আগামী সপ্তাহের আগে কথা বলতে পারছি না। ওদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে হবে কোচকে নিয়ে।' ভারতীয় কোচেরা কি দায়িত্ব দিলে কাজ করতে পারবেন না, জানতে চাওয়া হলে তিনি সহমত পোষণ করলেও কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি।

টানা পাঁচ ম্যাচে হারের পরও স্প্যানিশ কোচ ফের সেই ভবিষ্যতের কথা বলে বুঝিয়ে দেন তাঁর নিজের এখনই দায়িত্ব ছাড়ার ভাবনা নেই। কিন্তু সমর্থকরা ভালো ফল, ট্রফি চান। তাঁদের কী বলবেন জানতে চাওয়া হলে কোয়াদ্রাতের মন্তব্য, 'আমরা ভবিষ্যতের জন্য দল গড়ছি। আমাদের দলে অনেক তরুণ খেলোয়াড় রয়েছে, যারা দীর্ঘমেয়াদি চুক্তিতে রয়েছে। ওরা পরে নেমে খারাপ খেলেনি। দুটো গোলও আমরা শোধ করি। আমরা সবাই এই পরিস্থিতিতে হতাশ। বুঝতে পারছি যে, সমর্থকরা অসন্তুষ্ট। ওরা আবেগপ্রবণ, ওদের এই ক্ষোভ ন্যায্য। কিন্তু আমরা জানি যে সমর্থকরা খেলোয়াড়দের এবং ক্লাবকে ভালোবাসে এবং সব সময় ক্লাবকে সমর্থন করবে।'

এই কঠিন পরিস্থিতিতে ক্লাব কর্তৃপক্ষ ও সমর্থকদের প্রতি কোচের বার্তা, আমরা সবাই ক্লাবের জার্সিকে ভালোবাসি। আমাদের আবেগ থাকবে। কিন্তু এই আবেগের জন্য যেন আমাদের নিয়ন্ত্রণ হারাতে না হয়। সবে লিগ শুরু হয়েছে। গত মরশুমে চেন্নাইন এফসি তাদের প্রথম তিনটি ম্যাচ হেরেছিল। তবু প্লে-অফে পৌঁছেছিল দলটা। দেখবেন একটা ম্যাচে ভালো ফল হলে সবকিছু বদলে যাবে। আশাবাদী থাকতেই হবে আমাদের।' তিনি এই কথা বললেও সমর্থকরা এবং বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, ওই কোচ থাকলে দলের পক্ষে ঘুরে দাঁড়ানো প্রায় অসম্ভব।

টানা তিন ম্যাচ হেরে আইএসএলে এখন পেছন থেকে দুই নম্বরে ইস্টবেঙ্গল। - ডি মণ্ডল

চমকে দিয়ে টি২০ দলে মায়াঙ্ক

মুম্বই, ২৮ সেপ্টেম্বর : আইপিএলে প্রথম ম্যাচেই ৩ উইকেট ও ১৫০ কিলোমিটারের বেশি গতিতে বল ছুটিয়ে সবাইকে চমকে দিয়েছিলেন দিল্লির পেসার মায়াঙ্ক যাদব। পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে এই ম্যাচের পর রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধেও তাঁর ঝুলিতে এসেছিল তিন উইকেট। ভারতীয় ক্রিকেট তখন নতুন স্পিডস্টার প্রাপ্তির আনন্দে মশগুল। কিন্তু আইপিএল কেরিয়ারের চতুর্থ ম্যাচের পরই সাইড স্ট্রেনে বাইশ গজের লড়াই থেকে ছিটকে যান মায়াঙ্ক। সেই চোট থেকে সদ্য সেরে ওঠার পর তিনি বিশেষ শিবিরে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন বলে শোনা যাচ্ছিল। এরমধ্যেই যে তাঁকে আগামী

বাংলাদেশ সিরিজ

মাসে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজের জন্য জাতীয় দলে ডেকে নেওয়া হবে, তা অনেকেই অনুমান করতে পারেননি। শনিবার রাতের দিকে অজিত আগরকারের নেতৃত্বাধীন জাতীয় নির্বাচক কমিটি প্রথমবার ভারতীয় দলে সুযোগ দিয়ে সেই চমকটাই দিয়েছেন। প্রত্যাশামতোই বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজ থেকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে জসপ্রীত বুমরাহ, ঋষভ পন্থ, মহম্মদ সিরাজদের। সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বাধীন ১৫ সদস্যের ভারতীয় দলে সুযোগ পেয়েছেন কলকাতা নাইট রাইডার্সের বরুণ চক্রবর্তীও। **পুরো দল : সূর্যকুমার যাদব, (অধিনায়ক), অভিষেক শর্মা, সঞ্জু স্যামসন, রিঙ্কু সিং, হার্দিক পান্ডিয়া, রিয়ান পরাগ, নীতীশকুমার রেড্ডি, শিবম দুবে, ওয়াশিংটন সুন্দর, রবি বিষ্ণোই, বরুণ চক্রবর্তী, জিতেশ শর্মা, অর্শদীপ সিং, হর্ষিত রানা ও মায়াঙ্ক যাদব।**

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজের প্রথম ম্যাচ গোয়ালিয়রে ৬ অক্টোবর। তিনদিন পর দ্বিতীয় ম্যাচ নয়াদিল্লিতে। হায়দরাবাদে সিরিজের শেষ ম্যাচ ১২ অক্টোবর।

এজিএমে নজরে আগামীর সচিব ও আইসিসি প্রতিনিধি

সর্বাধিক ৬ ক্রিকেটারকে রাখতে পারবে ফ্র্যাঞ্চাইজি

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৮ সেপ্টেম্বর : বলা হচ্ছে, সাম্প্রতিককালের ভারতীয় ক্রিকেট প্রশাসনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক। যেখানে বহু বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। কিন্তু প্রশ্ন একটাই, শেষ পর্যন্ত বিসিসিআই প্রশাসনের চলতি ডামাডোল মিটবে কি? বিকেলের দিকে বেঙ্গালুরু থেকে বিসিসিআইয়ের এক প্রতিনিধি নাম না লেখার শর্তে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে বলেন, 'হাতে সময় বেশি নেই। ১ ডিসেম্বর আইসিসির শীর্ষ পদে জয় শা বসবেন। তার আগে এই এজিএমের মাধ্যমেই আমাদের অনেকগুলি বিষয় চূড়ান্ত করতে হবে।'

বোর্ডের বার্ষিক সাধারণ সভার মোট অ্যাজেন্ডা ১৮টি। কিন্তু সেই অ্যাজেন্ডা নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেটমহলের কারও খুব একটা আগ্রহ নেই। মূল আগ্রহের জায়গা হল দুইটি। এক, বর্তমান সচিব জয় আইসিসি চেয়ারম্যান পদে বসে পড়ার পর তাঁর সিংহাসনে কে বসবেন? মজার বিষয়, কৌশলে বিষয়টি অ্যাজেন্ডাতেই রাখা হয়নি। অথচ, বেঙ্গালুরুর যে পাঁচতারা হোটেলে বোর্ডের বার্ষিক সাধারণ সভা হবে রবিবার, সেখানে আজ সারাদিন ধরেই নয়া সচিব নিয়ে নানা আলোচনা হয়েছে। ছড়িয়েছে বিস্তর জল্পনাও। দুই, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বিসিসিআই সভাপতি পদ থেকে সরে যাওয়ার পর সচিব জয়ই আইসিসি-তে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করে এসেছেন। প্রশ্ন একটাই, তিনি আইসিসি চেয়ারম্যান হয়ে যাওয়ার পর আইসিসি বৈঠকে বিসিসিআইয়ের প্রতিনিধি কে হবেন? বেশ কয়েকটি নাম নিয়ে আলোচনা চলেছে দিনভর। কিন্তু রাত পর্যন্ত চূড়ান্ত কোনও সিদ্ধান্তের খবর নেই।

কয়েকটি বিষয় অবশ্য ইতিমধ্যেই চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের প্রতিনিধি হিসেবে অরুণ সিং ধুমল (যাঁর বিসিসিআই সচিব হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা) ও অভিষেক ডালমিয়া বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পদে থেকে যাচ্ছেন। বোর্ডের ক্রিকেটারদের প্রতিনিধি হিসেবে অন্ধ্রপ্রদেশের চামুণ্ডেশ্বরণের থাকার কথাও সামনে এসেছে আজ। কিন্তু খটকা তারপরই। রাতের দিকের খবর, বিসিসিআইয়ের আগামীর সচিব হিসেবে গুজরাটের অনিল প্যাটেল ও দিল্লির রোহন জেটলিও (প্রয়াত অরুণ জেটলির পুত্র) দৌড়ে ঢুকে পড়েছেন। এসবের মধ্যে আজ রাতেই বেঙ্গালুরুতে আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের বৈঠকও হয়েছে। যেখানে কার্যত দুটো বিষয়ে সিলমোহর পড়ে গিয়েছে। এক, ২০২৫ সালের আইপিএলের মেগা নিলাম দেশের বাইরেই হবে। দুই, দশ ফ্র্যাঞ্চাইজি দলই সর্বাধিক ছয়জনকে ধরে রাখতে পারবে। সেটা রিটেনশনের মাধ্যমে হতে পারে অথবা রাইট টু ম্যাচ কার্ডের মাধ্যমে। এই রিটেনশন বা রাইট টু ম্যাচ কার্ডের সুযোগ নেওয়া যাবে সর্বাধিক পাঁচজন ক্যাপড ক্রিকেটারের (ভারতীয় অথবা বিদেশি) ক্ষেত্রে। আনক্যাপড ক্রিকেটারদের ক্ষেত্রে সর্বাধিক দুইজনকে এভাবে ধরে রাখা যেতে পারে।

নিলামের জন্য প্রতিটি ফ্র্যাঞ্চাইজির পার্সে থাকবে ১২০ কোটি টাকা। এর মধ্যে বেতন, পারফরমেন্সভিত্তিক অর্থের পাশাপাশি থাকছে ম্যাচ ফি-ও। গতবার প্রতিটি দল ১১০ কোটি টাকা হাতে পেয়েছিল। আগামী বছরে এই অর্থ আরও বাড়বে। যেমন ২০২৫ সালে ১৪৬ কোটি, ২০২৬ সালে ১৫১ কোটি এবং ২০২৭ সালে ১৫৭ কোটি টাকা থাকছে। বিদেশি ক্রিকেটাররা এবারের মেগা নিলামে নাম নথিভুক্ত না করলে পরবর্তী দুই আইপিএলে খেলার সুযোগ হারাবেন।

শোনা যাচ্ছিল, মহেন্দ্র সিং ধোনিকে এবার আনক্যাপড ক্রিকেটার হিসেবে খেলাতে চায় চেন্নাই সুপার কিংস। তাদের স্বস্তি দেবে এদিনের ঘোষণা। বলা হয়েছে, কোনও ভারতীয় ক্রিকেটার যদি টানা পাঁচ বছর জাতীয় দলে না খেলেন তাহলে তিনি আনক্যাপড হয়ে যাবেন।

আইপিএলে ম্যাচ খেললেই ৭.৫ লক্ষ টাকা!

বেঙ্গালুরু, ২৮ সেপ্টেম্বর : চমকপ্রদ ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত!

রাত পোহালেই বেঙ্গালুরুতে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের বার্ষিক সাধারণ সভা। তার আগে আজ বেঙ্গালুরুতে হয়ে গেল আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের বৈঠক। যেখানে ঐতিহাসিক চমক দিলেন বিসিসিআই সচিব জয় শা। রাতের দিকে বৈঠকের শেষে সমাজমাধ্যমে জয় ঘোষণা করেন, ২০২৫ সালের আইপিএল থেকে ম্যাচ খেললেই ক্রিকেটারদের জন্য থাকছে আলাদা ম্যাচ ফি। ম্যাচ প্রতি সেই ম্যাচ ফি হল ৭.৫ লক্ষ টাকা। কোনও ক্রিকেটার সংশ্লিষ্ট ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে আইপিএলে সব ম্যাচ খেললে পাবেন ১.০৫ কোটি টাকা। ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ক্রিকেটারের মূল চুক্তির আওতায় থাকছে না অভিনব এই ম্যাচ ফি। বিসিসিআইয়ের তরফে সব ফ্র্যাঞ্চাইজিকে আলাদাভাবে ১২.৬০ কোটি টাকা সরিয়ে রাখতে বলা হয়েছে।

ঘোষণা জয় শা-র

২০০৮ সাল থেকে শুরু হওয়া আইপিএলে নিলামের মাধ্যমে ক্রিকেটারদের কিনত ফ্র্যাঞ্চাইজিরা। নিলামের মঞ্চে একজন ক্রিকেটারের জন্য যে মূল্য ধার্য থাকত, সেই অর্থই পেতেন তাঁরা। বোর্ড সচিব জয় এই ছবিটা এবার বদলে দিলেন। নিলামে পাওয়া অর্থের বাইরে এবার থেকে আইপিএলে ম্যাচ ফি চালুর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করল বোর্ড। আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের বৈঠকে জয়ের এই প্রস্তাব পূর্ণ সমর্থন পেয়ে অনুমোদিত হয়েছে আজ। বোর্ড সচিব জয়ের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে ক্রিকেট সমাজ। দুনিয়ার কোনও ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ ক্রিকেটে এমন প্রথা নেই। ফলে এই দিক থেকেও বিসিসিআই আগামীর পথিকৃত হয়ে রইল।

নিশ্চিতভাবেই ভারতীয় ক্রিকেট ও আইপিএলের দুনিয়ায় নতুন যুগের সূচনা করে দিলেন জয়।

সৌদি প্রো লিগে আল ওয়াদার বিরুদ্ধে পেনাল্টি থেকে গোল করার পর ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। ম্যাচে তাঁর দল আল নাসের ২-০ গোলে জয় পায়। লিগে এবার রোনাল্ডো ৫ ম্যাচ খেলে ৪টিতেই গোল করেছেন।

দুই ম্যাচ নির্বাসিত বিশ্বজয়ী মার্টিনেজ

জুরিখ, ২৮ সেপ্টেম্বর : বিশ্বকাপ জয়ী আর্জেন্টাইন গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্টিনেজকে সাসপেন্ড করল ফিফা। ফেয়ার প্লে নীতি ভঙ্গ করার অপরাধে জাতীয় দল থেকে দুই ম্যাচের জন্য তাঁকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ফলে আগামী মাসে ভেনেজুয়েলা ও বলিভিয়ার বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের বাছাই পর্বের ম্যাচে মার্টিনেজকে ছাড়াই মাঠে নামবেন লিওনেল মেসিরা।

দুইটি ভিন্ন ঘটনার জন্য শাস্তি পেয়েছেন এমি মার্টিনেজ। প্রথম ঘটনাটি ঘটে ৬ সেপ্টেম্বর চিলির বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের বাছাই পর্বের ম্যাচে। সেদিন কোপা আমেরিকার রেপ্লিকা ট্রফি নিয়ে অশালীনভাবে উচ্ছ্বাসে মেতে ছিলেন তিনি। দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে ১১ সেপ্টেম্বর চিলির বিরুদ্ধে। সেদিন ম্যাচ হারার পর একজন চিত্র সাংবাদিকের ক্যামেরায় আঘাত করেন।

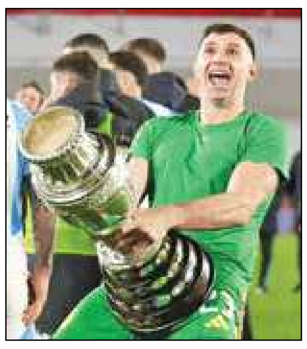

এমিলিয়ানো মার্টিনেজের অশালীন আচরণ ফিফার ফেয়ার প্লে নীতি ভঙ্গ করেছে।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন আগরা-এর এক বাসিন্দা

উত্তর প্রদেশ, আগরা - এর একজন বাসিন্দা ঋসব জৈন - কে 21.07.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 47G 55108 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "যখন আমি ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জেতার কথা জানতে পারলাম তখন এটি আমাদের পরিবারে একটি উৎসব উদযাপনে পরিণত হয়েছে। আমার পরিবারের সদস্যারাও আমার মতোই খুশি হয়েছিল। আমাকে এই বিস্ময়কর সুযোগটি দেওয়ার জন্য আমি ডিয়ার লটারিকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আমি সকলকে ডিয়ার লটারি কেনার এবং তাদের ভাগ্য পরীক্ষা করার পরামর্শ দেবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

২০ মিনিটে ৪ গোল পামারের

আর্সেনালের জয়, শীর্ষে লিভারপুল

লন্ডন, ২৮ সেপ্টেম্বর : ঘরের মাঠে গতবারের চ্যাম্পিয়ন ম্যাঞ্চেস্টার সিটিকে ১-১ গোলে আটকে দিল নিউক্যাসল উইনাইটেড। অন্যদিকে, ৬ গোলের থ্রিলারে চেলসি ৪-২ গোলে হারিয়েছে ব্রাইটন অ্যান্ড হোভ অ্যালবিয়নকে। আর্সেনাল ৪-২ ব্যবধানে হারাল লেস্টার সিটিকে।

৩৫ মিনিটে ডান পায়ের মাটি ঘেঁষা শটে সিটিকে এগিয়ে দেন জসকো ভার্ডিওল। ৫৮ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে সমতা ফেরান নিউক্যাসলের অ্যান্থনি গর্ডন। সিটি এদিন মাঝমাঠে রড্রির অভাবে খুব বেশি সুযোগ তৈরি করতে পারেনি। এবং মাঝমাঠ থেকে ভালো বলের জোগান না পাওয়ায় তাঁর স্বভাবসিদ্ধ মস্তানি দেখাতে পারেননি সিটির স্ট্রাইকার আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ডও।

অন্যদিকে, চেলসি-ব্রাইটন ম্যাচে হ্যাটট্রিক সহ চার গোল করে নায়ক কোল পামার। প্রিমিয়ার লিগের ইতিহাসে প্রথম ফুটবলার হিসেবে প্রথমার্ধেই চার গোল করলেন তিনি।

গোলের পর কোল পামার।

গোলের শুরু যদিও করেছিল ব্রাইটন। ৭ মিনিটে জর্জিনিও রুটার এগিয়ে দেন ব্রাইটনকে। তারপর শুরু হয় পামার-ম্যাজিক। ২১-৪১ এই কুড়ি মিনিটে পামার চার গোল করেন। এরই মধ্যে কার্লোস নুম কোয়ামা বালেবা ব্রাইটনের দ্বিতীয় গোল করেন।

লন্ডনের এমিরেটস স্টেডিয়ামে প্রথমার্ধেই গানার্সদের এগিয়ে দেন গাব্রিয়েল মার্টিনেল্লি ও লিয়ান্দ্রো ট্রোসার্ড। দ্বিতীয়ার্ধের ৪৭ ও ৬৩ মিনিটে জেমস জাস্টিনের জোড়া গোলে সমতায় ফেরে লেস্টার। দ্বিতীয়ার্ধের অতিরিক্ত সময়ে গোল করেন ট্রোসার্ড ও কাই হাভার্জ।

এদিকে, উলভারহ্যাম্পটন ওয়ান্ডারার্সকে ২-১ গোলে হারিয়ে তালিকার শীর্ষে উঠে এল লিভারপুল। ৬ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ১৫। লিভালপুলের ইব্রাহিমা কোনাতে এবং মহম্মদ সালাহ (পেনাল্টি) গোল করেন। উলভসের একমাত্র গোল রায়ান আয়াত নৌরির।

জয়ের সুবাদে তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানে উঠে এল আর্সেনাল এবং চেলসি। ৬ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট যথাক্রমে ১৪ ও ১৩। ১৪ পয়েন্ট নিয়ে গোলপার্থক্যে দুইয়ে ম্যান সিটি।

রাজ্যে ফাইনালে শিলিগুড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৮ সেপ্টেম্বর : অনূর্ধ্ব-১৭ ছেলেদের রাজ্য ফুটবলে ফাইনালে উঠল শিলিগুড়ি। শনিবার কলকাতায় সেমিফাইনালে তারা ৩-০ গোলে হারিয়েছে উত্তর ২৪ পরগনাকে। ম্যাচের সেরা সুরজিৎ বর্মন জোড়া গোল করেছেন। অন্য গোলটি রাজদীপ রায়ের।

গত বছর শিলিগুড়ি এই প্রতিযোগিতার সেমিফাইনালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাছে হেরে গিয়েছিল। সোমবার ইস্টবেঙ্গল মাঠে খেতাব জয়ের লড়াইয়ে শিলিগুড়ির সামনে সেই দক্ষিণ ২৪ পরগনা। মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ফুটবল সচিব সৌরভ ভট্টাচার্য আশাবাদী এবার দক্ষিণ ২৪ পরগনাকে হারিয়ে তারা কাপ নিয়ে ফিরবে।

কলকাতায় সেমিফাইনালে জয়ের পর শিলিগুড়ি দল। শনিবার।

MARBLE | GRANITE
MARBLE MOORTI

Subh Marbles 1985
Floors To Walls
Eastern India's Finest Natural Stone Experience

9093260030
7828774703
www.subhmarbles.com